

প্রথম প্রকাশ

ফাস্তন, ১৩৭১

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

প্রকাশক

শামসুজ্জামান খান

পরিচালক

গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ,

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর

আবু আহমদ ভূইয়া

প্যারাদাইস প্রিন্টিং প্রেস

৬৪, বেচারাম দেউড়ী ঢাকা-১

লোকসাহিত্য সংকলন-৪৩

রংপুরের পালাগান

(প্রথম খণ্ড)

মফিজুল ইসলাম

সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯১
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

পান্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

বা. এ. / ১৫৯৪

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

RANGPURER PALAGAN (A Collection of Ballads of Rangpur) edited by Matizul Islam, Published by Bangla Academy, Dhaka. First edition ; February, 1985.
Price ; Taka Fifty only. US Dollar : 5

রংপুরের পালাগান

বোকার কাহিনী

কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক
সরদার মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর—পারুলিয়া, থানা
দেবহাটা, জিলা—খুলনা। তিনি এটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মজিবর রহমান
(পারুলিয়া) এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭৯ ইং।

বোকার কাহিনী

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে এক রাজার একমাত্র একটা মেয়ে ছিল। রাজার মেয়ে যখন বিবাহের উপযুক্ত হইল তখন রাজা ঠিক করিল একমাত্র কন্যাকে একটি জানীড়নী হেলে দেখিয়া বিবাহ দিবে। সেই মোতাবেক বিভিন্ন দেশ হইতে রাজা বাদশাহরা আসিতে লাগিল। কিন্তু সেই রাজার পণ্ডিতের নিকট সবাই হারিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে আসিল এক রাজার এক মুর্থ জোলা। সে তার বুদ্ধির বলে রাজার পণ্ডিতদের হারাইয়া দিল এবং তার রাজার হেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল। তখন রাজকুমারের বাবা পুশী হইয়া জোলাকে কিছু স্বর্ণ-জমি দান করিল। জোলা তাই নিয়া বসিয়া বসিয়া সুখে লাভিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার নাম-ধাম ছিল খুব। সেই রাজার এক মেইয়ে ছিল। মেয়েটা দেখতি দেখতি একেবারে বের উপযুক্ত হইয়ে পড়লো। রাজার আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। রাজা মনে মনে ঠিক করলো, আমার মোটে একটা মেইয়ে—মেয়েটারে একটু দেখে শুনে একটা জানী শুণী লোকের সঙ্গে বে দেব।

রাজার বাড়ী ছিল এক হারেহাচ্ছ পণ্ডিত। রাজার নিজের রাজ্যের মধ্যে যত লেখাপড়া জানা মানুষ পেইয়েচে তারেই পণ্ডিত বানাইয়ে রেখেচে। সব কাজ-কাম রাজা এই পণ্ডিতদের মতামত নে করে। রাজা চতুরদিগে চেরি পিটিয়ে দেল আর বললো, ‘যে বাহাজ’ করে আমার পণ্ডিতদের হারাতি পারবে তার সঙ্গে আমার মেয়ে বে দেব। তখন রাজ্যের মধ্য থেকে অনেক লোক এসে পণ্ডিতদের সাথে বাহাজ করে হেরে গেছে। অনেক দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-বাদশারা এসেও হেরে গেছে। তখন আর কেউ আসতি সাহস করে না। এই হারেহাচ্ছ পণ্ডিতরে আর কেউ হারাতি পারবে না আর রাজার মেয়েও বে’ করতি পারবে না।

আর এক দেশে ছিল এক জোলা। জোলা একদিন শস্তর বাড়ী বেড়াতি গেল, বেড়াইয়ে আসার সময় দেখে এক গেরামের একজোন গিরেশ্বের দুইটা হালের গরু চোরে একটা বাগানের মধ্যে বেন্দে^৩ রেখেছে। জোলার গরু দুটো সরাইয়ে আর এক জামগায় বেন্দে রেখে এসলো।^৪ তারপর জোলা বাড়ী এসলো। বাড়ী এসে শেনে, যে যায়-গায় জোলা গরু বেন্দে রেখে এইয়েছে ঐ যায়গায় একটা লোকের দুটো গরু চোরে নে গেছে।^৫ তখন জোলা বললো, ‘আমি যদি গুপে বেচে বইলে দিতি পারি ত আমারে কি দিবা?’ তখন ওরা কলো ‘যদি তুমি কইয়ে দিতি পার আর আমাগো এত টাকার গরু দুইটা যদি পাই, তা হলি তোমারে পঁচিশটা টাকা দিবো।’ এই কথা শুনে জোলা কলো ‘অমুক যায়গায় অমুক গেরামে অমুক জংগোলের মধ্য চোরেরা নে গরু

দুইটা বেদে রেখেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। যাই শেষে যদি গরু না পাও ত আমার দোষ না।'

এই কথা শুনে গেরোস্তো তাড়াতাড়ি করে সেখানে গেল। যেইসে দেখে গরু দুটো ঠিক সেখানেই, যেখানে জোলা ঘেরামভাবে^১ বলে দেছে। ঠিক সেইরাম ভাবে বান্দা রইয়েচে। তারা গরু নে বড়ী ওখো। বাড়ী এসে জোলারে পঁচিশটা টাকা দেলো। জোলার এই গোনার কথা চারিদিকে ছড়াইয়ে পড়লো। লোকে বলাবলি করতি লাগলো, 'অমুক জোলার গোনো বড় কারিন্দা,^২ একেবারে ঠিকঠাক বলে দিতে পারে।'

কাছেই ছেল সেই দেশের রাজার বাড়ী। রাজার বাড়ী থেইকে একদিন এক বড় দাম বাটি হারাইয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাটিটা মোটে পাচ্ছে না। শেষে একজন কলো, 'অমুক গেরামের অমুক জোলা ভাল গোনো জানে। একেবারে ঠিকঠাক বলে দিতি পারে মাল কোথায় আছে।' তখন রাজা হুকুম দেলো, 'জোলারে নে এসো, দেখি জোলা বলতি পারে কি না।' রাজার হুকুম পেয়ে একদল লোক যেইয়ে জোলারে ধরে আনতি গেল। জোলার বাড়ী যেইয়ে কলো 'রাজার হুকুম, একখুনি রাজার বাড়ী যাতি হবে। তুমি নাকি ভাল গনা জান। রাজার বাড়ী একটা বাটি হারাইয়ে গেছে। ওটা গোনো বলে দিতি হবে। মোটে দেৱী করার সময় নেই।' এই কথা শুনে জোলার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। জোলা মহা ফাপরে পড়ে গেল। এখন আর না-ও করতি পারে না। না করলি মান-কান^৩ আর থাকবে না। শেষে নজ্জায়^৪ আর গেরামে মুখ দেখাতি পারবে না। জোলা গড়ি-মসি করতি লাগলো। তারা জোলারে ধরে রাজার বাড়ী নে গেল। সারা পথ চিন্তা করতি করতি জোলার গলা শুকুয়ে^৫ গেল। রাজার বাড়ী নে জোলারে হাজির করলো। রাজা কলো, 'আজ কয়দিন ধরে আমার একটা বাটি হারাইয়ে গেছে। তুমি বলে খুব ভাল গনা জান, মাল কোথায় থাকে তা তুমি

বলে দিতি পার। ঠিক করে শুনে বেচে দেও ত বাটিডা কোথায় আছে। আর না হলি তোমার গোনাগিরি একেবারে ছুটুই^১ দেবো।”

একথা শুনে জোলার পরান ভয়ে পাচে উঠে গেল। রাজার বাড়ীর ঠাকুর ঘরে যেইয়ে জোলা মাটির মধ্য এমনি একতা দাগ দেয়, ওমনি একতা দাগ দেয় আর খালি ভিত্তা করে। রাজার বাড়ীর দাসী ওখানদে শুধু ঘুরতেলো।^২ জোলা মাথাটা নীচো করে কলো, ‘বিদি কি দান্ন ফেলাজি?’ দাসী এই কথা শুনে একে দোড় দে এসে জোলার পা জড়াইয়ে ধরলো আর বললো, ‘গোণক মশাই, গোণক মশাই আমার কথাটা কইও না। বাটিডা চালের বস্তার নীচে আছে। আমার কথা রাজা শুনলি আমার চাকরীডা তো হবে, আবার আমার জীবন নে টানটানি বাদবে।’ জোলা পেরখমে^৩ বাপারটা বুঝতি পারিনি, শেষে হঠাৎ মাথায় খেললো—সে আর কিছুই না। দাসীর নামই “বিদি”। আমি যে বিদি বলেছি এতে দাসী মনে করেছে গনে-বেচে তো আমার নাম বের করে ফেলেচে। এর জনিই এসে আমার পা প্যাগাইয়ে ধরেচে আর বাটির খবর বলে দেচে। থাক আমার আর নাম বলে লাভ কি? আমি যখন জিনিষির সন্ধান পাইচি তখন আর নাম দে আমার কি হবে? আমিও বাঁচি আর অও বাঁচুক।’ দাসী দেখতেলো যে জোলা বলতি পারে কি না পারে। দাসী চুরি করে এই জনিই ওর মনে ভয় ছেল আর তাই ও ঘোরাফেরা করতেলো। জোলা যেইয়ে রাজার কাছে কলো, ‘রাজা মশাই আমি শুনে বেচে অনেক কল্টে বের করিচি—আপনার বাটিডা এই চালের বস্তার নীচে আছে। এই কথা শুনে দোড়দে গে ঐ বস্তার চাল সব তেলতি লাগলো। বাটি ঠিকই বস্তার তলায় পেলো। রাজা খুশী হইয়ে জোলা-রে দশটা টাকা দে বিদান্ন করে দেলো। রাজা মনে করলো, জোলা নিশচয়ই খুব ভাল গোণক, তা না হলি কি করে বলে দেলো যে বাটিডা বস্তার তলায় আছে।’ এইবার জোলার নাম আরও ছড়াইয়ে পড়লো আর জোলা মনের খুশীতে

নাচতি নাচতি বাড়ী ফিরল। জোলারে এখন লোকে আর জোলা কয়না—
এখন কয় গণোক মশাই।’

জোলায় বাড়ীর কাছে যে রাজা সেই রাজার এক ছেলে বে-র লায়েক
হইয়েচে। রাজা এক এক জায়গায় সমুদ্র চায় কিন্তুক আসে না।
একদিন মন্ত্রী রাজারে কয়, রাজা মশায়—‘অমুক দেশের অমুক রাজার
এক মেইয়ে আছে। কত জায়গা থেকে কত সমুদ্র এইয়েছে কিন্তুক
কোন খানে হয় না। ঐ রাজার বাড়ী আছে হারেহাচ্ছ পণ্ডিত। রাজা
জানাইয়ে দেছে, যে আমার এই পণ্ডিতগো হারাতি পারবে তার কাছেই
আমার মেইয়ে বে দেবো। ‘এ পরমোনতো’ কেউ হারাতি পারেনি
আর রাজার মেইয়েরও বে হয়নি। আপনার এই জোলা যেহাম গোপা
জানে, যদি তারে নে যান তাহলি আমার মনে হয় ঐ জোলা ঠিকই
হারাইয়ে আপনার ছেলের বে দে আনতি পারবে।

পণ্ডিতরা বই নিয়ে শেন্ পণ্ডিত, গোলাই বাছাইত আর পণ্ডিত না।
আপনি দেখেন কথাটা চিন্তা করে ঠিক কি না।’ রাজা খানিক চিন্তা
করে শেষে কলো, ‘কথাটা মিথো না। সে দেখা যাক, পারা যায় না
যায় সে হলো অন্য কথা। এখন এক কাজ করো, জোলারে ডাক
দেখি আর ওর সঙ্গে খানেক পরামরশো করে নেওয়া যাক।’ মন্ত্রী
জোলারে ডেকে রাজার বাড়ী নে আসলো। আসার সময় সারা পথই
জোলা চিন্তা করতে লাগলো, ‘একবার তো কোন গভিকে বিপদ কাটাইয়ে
আইচি, এইবার আবার কি হয় তাত ঠিক নেই। দেখি বিদি কি করে।’

জোলা রাজার বাড়ী গেলো। রাজা কলো, ‘অমুক দেশের রাজার নাকি
চের বয়সের একটা মেইয়ে আছে। ঐ রাজা সারা দেশে জানাইয়ে দেছে
যে ঐ রাজার হারেহাচ্ছ পণ্ডিতের সঙ্গে বাহাজ করে যে জিততি পারবে
তার সঙ্গে তার মেয়ের বে দেবে। অনেকে এসে বাহাজ করেছে কিন্তুক
কেউ জিততি পারিনি। আমার মনে হয় তুমি যে রকম গোলা জান
তোমার সাথে ওয়া পারবে না। ওরা বই পুস্তকে শেন্ পণ্ডিত।

গোনায় বাচায় ত আর পণ্ডিত না। তোমার সঙ্গে ওরা কিছুতেই পারবে না। তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলি দুচার কথায় ওদের হারাইয়ে দিতি পারবা। যদি পণ্ডিতরা হেরে যায় তাহলি আমাণে ওর বেদে আনতি পারবো। দুই-চার দিনের মধ্যে আমরা যাব, তুমি বুজে' শুনে, শুনে বেচে ঠিক-ঠাক করে নেও।' কথা শুনে জোলা ভাল-মন্দ কিছু কল্প না। জোলায় মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েচে। জোলা চিন্তা করে, এত রাজ-রাজারা যেখানে হেরে গেছে সেখানে আমি আর কি করবো। এতদিন যা হয় হইয়েলো, এইবার যে কি হয় তার ঠিক নেই। নাম-ধাম যা একটু অন্ধক ছিল তা বৃষ্টি এবার গেল। জান থাকে কি না তারও ঠিক নেই। এক বিদি এখন ভরসা। রাজা কয়, 'আর চিন্তা-ভাবনা করে কোন লাভ হবে না। তোমার গনায় ওদের হারাইয়া দিতি হবে। আর যদি ছং ঢং কর তাহলি তোমার ১৪ বছরের জেল দেবো। যাও এখন বাড়ী যাও। বাড়ীয়ে চিন্তা-ভাবনা করে শুনে-বেচে ঠিকঠাক করো।' জোলা আস্তে আস্তে রওনা দেলো। রাজা বললো, 'এই তোমরা কে আহ, যাও জোন কয়েক ওর সঙ্গে যাও। বেতা এই কথা শুনে বাড়ী থেকে ভাগতি' পারে। আজ তোমরা যাও। কালকে জোলায়ে চিন্তা করতি দেলাম, পরশু এসে পারবে কিনা তা বলবা। যদি পারব না কয়, তাহলি তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। সঙ্গে সঙ্গে নে চৌদ্দ বছরের জন্য কারাগারে নে থোবা'। বেতার গোনক নামটা একেবারে ছুটুইয়ে দেবো।' জোলা বাড়ী গেল। জোলায় সঙ্গে জন কয়েক রাজার বাড়ীর লোকও আসলো।

জোলা বাড়ী এসলো খাতি দাতি। সব সময় জোলায়ে রাজার লোকেরা চোখে চোখে রাখে। জোলায় চিন্তায় খাওয়া দাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়ে গেল। জোলা রান্ধিরি বোর কাছে শুইয়ে শুইয়ে বললো, আজ রাত পোয়ালি ত রাজার বাড়ি যায়ে কিছু না একটা বলতি হবে। খামাকা না বলে চৌদ্দ বছরের জন্য জেলে যাব কের জন্য। আগে

সাইন, তারপর পারি না পারি সে হলো পরের কথা। বউ কল্প' ঠিকত, যদি ঐ কোন পেরকারে' হেরে যায়, পারব না বলে আগে থেকে বিপদে পড়ে লাভ কি।'

রাত পোহাল আর জোলা!রে রাজার লোকেরা রাজার বাড়ী নে গেল। জোলা সারা পথ ধরে চিৎরা করতি লাগলো। রাজার কাছে গে জোলা কলো, 'রাজা মশাই, আমি ঐ হারেহাচ্ছ আর পনের শ পণ্ডিতগো ভয় করিনে। আপনি লেখা হোক আর অলেখা হোক সাত মোন কাগজ, বই-পত্র আনান। ঐগুলোরে নে সাতটা বোঝা বানান। ঐগুলো আমার সঙ্গে নিতি হবে। তারপরে দেখবেন ওরদের কেবাম করে প্যাচে ফেলাই। রাজা বুঝলো ঠিকতো বেড়া পারবে। রাজা জোলায় কথামতো বই-পত্র সাত মোন জোলাড় করে সাতটা বোঝা বানাল। রাজা একটা তারিখ তিক করে জোলারে খুব ভাল করে সাজালো। জোলারে এখন আর কেউ জোলা বলতি পারে না। রাজার পানের বড় হাতিভার মধ্য জোলারে বসালো। এর পর রাজা রওনা দেলো। সঙ্গে করে রাজার ছেলেরে নেল^১। উজির-নাজির চাকর-বাকর আরও খানিক গোন্য মান্য লোকজোন রাজা সঙ্গে করে নেল। জোলা যখন হাতির পিঠে বসলো তখন হাতির মাউৎ হাতি চালাতি লাগলো। তার পর সাত বস্তা কাগজ পর পর সাতটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দেলো। তারপর থাকলো রাজা আর মন্ত্রী। এর পর আর সকলে থাকলো। রাজার বাড়ী থেকে খানিক দুরে এসে জোলা একটা শ্লোক বানালো :

“রাম রাজা ধনি ধর,

সাজাইল চৌ ধল,

খান সাজাইল ইন্দুর পুরি রাজা। ”

জোলা এই কথাটার মানে করলো, 'রাজা যেমন নামে কামেও তেমন। সগগুলি যেসকল বেগে যাহ্নে আর আমোদ-সামোদ করতেছে তাতে মনে হয় যেন ইন্দুর পুরি রাজার মতন মেলা করতেছে।

আর খানিক দূরে এসে জোলা দেখে, এক গউলা^১ এক দুধের ভাড় মাথায় নে কেত্তেছে। ভাড় এত ভার হইয়েচে যে ও ওই গউলা মোটে চাগাতি^২ পারতেছে না। আর যদি ফেলাইয়ে দেয়, তাহলি দুদির ভাড় ভেঙ্গে যাবে। আর দুদ সব পড়ে যাবে। আবার ওদিকে ভারের চোটে দোম^৩ ফেলাতি, পেরতেছে না। এদিকি দুদির মায়াও ছাড়তি পারেনা, আবার ওদিকি জানও বাচে না। এই দেখে জোলা আর এক শ্লোক বানালো :

আর খানিক দূরে এসে
কান্তেছে বসে
যদি ওর নাগাল পাতাম
কিমট হরি নাম ফাটাতাম,
মুকে দেতাম থুক,
তবে যেত আমার মনের দুক।

জোলা এই কথার মানে করলো—‘যে লোক ওই বেটার মাথায় এত বড় বোজা দেছে, সে বেটারে বোঝাড়া দেবার সময় চিন্তা করতি হতো, এই লোকটা এই বোঝাটা চাগাতি পারবে কিনা। এখন ও বেটার জীবনটা যায়। যদি আমি ঐ বেটার নাগাল পাতাম তাহলি ওর মারির চোটে একেবারে ফাটাইয়ে ফেলতাম। তবে আমার মনের দুক যেতো।’ এই ভাবে জোলা দুভো শোললোক বেনলো^৪। তারপর জোলা আর কিছুদূর এসলো। বাদ্য বাজানোর জন্য হতদূর বাদ্যের শব্দ যায় ততদূর থেকে গেরামের ছেলে-মেয়ে সবগুলি দোড় মেরে আসে দেখতে যে, কারা এত শোরে বাজনা বাজাতি যাচ্ছে। একটা বাড়ীর কাছে দে যখন যাচ্ছে তখন দশ-বারো বছরের একটা মেয়ে দোড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে আসতেলো আর নিচের দিকে না চেয়ে শুধু উপরের দিকে চেয়ে হাটতেলো আর হঠাৎ হোচট^৫ খেইয়ে পড়ে যেইয়ে মেয়েডার মাজাডা^৬ একেবারে ভেঙ্গে গেল। মেয়েডা

১। যাহারা দুধ বিক্রয় করে ২। উত্তোলন। ৩। দ্বাস।
৪। বাখিল। ৫। ধাক্কা। ৬। কোমর।

কেবল ওখানে পড়ে চেঁচাতি' লাগলো। জোলা হাতির পিঠে বসে তখন একটা শোললোক বানালো—

“উনচল চুনচল ঠাই।

উলটন জরে চাই,

সান ভেংলো শান্তি কন্যার মাজা।”

এই শোললোক নে মোট তিনটে শোললোক হলো। জোলা মনে করলো, এই তিনটে শোলক সে বলবে। এর পর যদি আরও দরকার পরে তখন পরে দেখা যাবে। আগে এই তিনটার উত্তরই দেক। খানিক পরে যেইয়ে রাজার বাড়ীর সামনে দাড়াইয়ে থাকলো আর বাজনা বাজাতি লাগলো। তখন রাজার বাড়ী থেকে লোক এসে জিজ্ঞাসা করতি লাগলো ‘আপনারা কোর জনি আইচেন?’ রাজার পক্ষে তখন কলো, আমরা রাজার মেইয়ের বের বাহাজ করতি আইচি। এই খবর রাজার কাছে গেল। রাজা মন্ত্রী সগগুলি ওদের সাজ সজ্জা দেখে অবাক হইয়ে গেল। রাজায় হকুম দিল ‘বাড়ীতে উঠুয়ে আনো।’ ওরা এসে সবাই বসলো। রাজা পণ্ডিত-দের সগগুলির তৈরী হতি বললো। রাজার সবা বসে গেল। আর এই দিকে এই রাজার পক্ষের লোকদেরও বসার সুযোগ-সুবিধে করে দেলো।

ওই রাজার পক্ষের মধ্য জোলারে একবারে সগগুলির মধ্য বসালো। আর রাজা কইয়ে দেলো ‘এই আমার একমাত্র পণ্ডিত। এই পণ্ডিত আপ-নার হারেহান্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে একলা বাহাজ করবে। আমার এই পণ্ডিত যে কতখানি লেখাপড়া জানে তা আমি বলতি চাইনে তবে উনি একেলা বাহাজ করবার জনি সব বই-পত্র আনেনি, মাত্র সামান্য কয়টা বই-পত্র এনেচে। এতেই সাত মন হইয়ে গেচে।’ ঐ রাজায় এই কথা শুনে অবাক হইয়ে গেল। মনে করলো, ‘যে লোক একলা বাহাজ করার জন্য সাত মন কাগজ-পত্র আনছে সেও আবার দরকারী দরকারী গুলি, সব-গুলো আনলি না জানি কয় মন হতো। আচ্ছা দেখা যাক। বাহাজ বাজলেই দেখা যাবে কে কত খানি।’ ঐ রাজা পণ্ডিতগো হকুম দিয়া দিলো ‘তোমাদের যার যার যতখানি কাগজ-পত্রের দরকার সব নে বসে যাও।’

রাজার হুকুমে যার যেই কাগজ-পত্র ছেল সব নিয়ে বসে গেল। সগঙলির বই-পত্র একলা জোনার বই-পত্রের সমান হলো না। রাজা হুকুম দিলো, 'কার কার কি কি কথা আছে শুরু করতি পারো।' এই কথা শুনে জোলা কলো, 'বাহাজ শুরু হরার আগে আপনার কাছে আমার কথা কথা। আমি আগে দেখে নেই মুখে মুখে কড়া কথা জিজ্ঞেস করে যে, এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ করা সাজে' কিনা। যদি মনে করি যে এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ চলতি পারে তাহলি বই-পত্র সব খুলে আরম্ভ করবো। আমার কতার যদি কোন ঠিক উত্তর না পাই ত আমি আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবো না। কারণ যারা পয়লা দুটা একটা কথার উত্তর দিতি পারে না তাদের সঙ্গে আমি মনে করি আর কোন কথা সাজে না।' রাজা কয়, 'আচ্চা, আপনার যা আছে আপনি তা জিজ্ঞেস করতি পারেন।' পণ্ডিতরা মনে করলো, আরে বাবাবে! লোকটার একলা সাহস কত। জোলায় বললো, 'আমার কথার কোন উত্তর না গলি কিন্তু আমি আপনাদের কোন কতার উত্তর দিতে রাজী না।' রাজা কলো, 'আচ্চা আপনার কথাই ঠিক।' জোলায় কয়, 'আচ্চা কন দেখি

রাম রাজা ধনিধর,

সাজাইল চৌধর,

থান সাজাইল ইন্দুর পুরি রাজা।

এইডা হলো আমার এক নমবোর পোরোশনো^১। এর পর শোনেন আমার দুই নম্বর পোরোশনো :

"আর খানিক দূরে এসে

কাণ্ডেচে বসে,

যদি ওর নাগাল পাতাম।

কিমট হরি নাম ফাটাতাম,

মুকে দেতাম থুক,

তবে যেত আমার মনের দুক।"

এই হলো আমার দুই নম্বর পোরোশনো। এর পর শোনেন তিন নম্বর পোরোশনো :

“উন চন, চুল চল ঠাই,

উলটন জরে চাই

খ্যান ভেংলো শান্তি কন্যার মাজা।”

এই হলো আমার তিন নম্বর পোরোশনো, এই তিনটা পোরোশনোই আমার শেষ পোরোশনো। এই পোরোশনো তিনটার উত্তর কি ?

একটু ঠিকভাবে উত্তর পালি আমি আমার বই-পত্র খুলে আপনাদের সঙ্গে বাহাজ করতি রাজী আছি। আর ঠিক উত্তর যদি না পাই, তাহলি কি আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোন কথা সাজে। এই হলো আমার কেবলি গুরু করার গোড়ার কথা। এর পর গুরু হবে বড় বড় গুণ গরিমা আর জ্ঞানের কথা।

জোন্নার এই কথা শুনে সারা সবা একেবারে চুপচাপ মেরে গেল। কারউ মুখে আর কোন কথা নেই। সগঙলি একেবারে হা করে জোন্নার মুকের দিকে হা করে চেয়ে থেকলো। জোন্নায যে আবার কি কইয়ে বসে, এইটানে সগঙলির মনে একটা ভয়। পণ্ডিতেরা এই কথা নে একটা মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এক এক জনে সমানে বই-পত্র ঘাটতি লাগলো। বই-পত্র ঘাটতি ঘাটতি এক এক জনের গলা একেবারে শুকুয়ে গেল। কারউ মুখে আর কোন কথা নেই। সকাল বেলা সবা গুরু হলো আর বিকেল হইয়ে গেল। আর কেউ কোন কথা কয় না। জোন্নায কলো, ‘কি, আনার কথার উত্তর ? কেবল শুরুরেই এই রম সব গড়াগড়ি খেলতি আরম্ব করেচেন আর আসল জিনিসও ত সব গড়ে রইয়েচে।’ রাজা কয়, কি পণ্ডিতেরা ? আপনেরা মাত্র এই তিনটা কতার উত্তর দিতি পারলেন না। আর অন্য সব পোরোশনোর যে কি উত্তর দিবেন তা আমার সব জানা হইয়ে গেচে। আমাকা আমি হারেহাচ্ছ পণ্ডিত রেখে খুইচি।

পণ্ডিতের মোতন পণ্ডিত একজন হলেই হতো। এই রাজার ঐ বুদ্ধি কাজ করেছে। হারেহাঙ্ক না রেখে মোটে একজন রেখেচে, ওই একজনই ত হারেহাঙ্কর কাজ করে। আপনারা পারবেন না কি? আপনাদের কি ওর কোন উত্তর আছে? পণ্ডিতেরা মাথা গুজে চুপচাপ বসে থাকলো। কারও মুখে কোন কথা নেই। রাজা জোলায়ে বললো, 'বুঝি পারিচি পণ্ডিত মশাই, ওরা আপনার পোরোশনোর জবাব দিতি পারবো না। এত লোক এইচে কিন্তুক কেউ হারাতি পারেনি, এইবার আর পারলো না। বুঝি পারিচি এই রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে' লেকা আছে। খামাকা আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।' রাজার কথা শুনে সবার সগগুলি একেবারে চুপ হইয়ে গেল। রাজা এই সবার মধ্যি তার মেইয়ের বে দে দেলো। এই রাজা এবার ছেলের বউ নে বাড়ী চলে এসলো। রাজা জোলায়ে বললো, তোমার বুদ্ধির জোরেই আমার ছেলের বে ওখানে হলো। আর তুমি যদি না থাকতে তা হলি আমার ছেলের বে ওখানে হতো না। রাজা জোলায়ে খানিক জায়গা জমি লিকে পড়ে দেলো। জোলা তাইদে বসে বসে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতি লাগলো।

বিশা উনিশার কিচ্ছা

[বিশা উনিশার কিচ্ছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক
সরদার সিরাজুল ইসলাম। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন সরদার মজিবর
রহমান এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭১ ইং।

বিশা উনিশার কিচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক সওদাগরের তিন ছেলে—বিশা উনিশা অর নবকুমার। সওদাগর তিন সন্তানকে রেখে মায়া গেলে বড় দুই ভাই বিশা ও উনিশা, ছোট ভাই নবকুমারকে তাদের জীদের কাছে সঁপে দিয়ে বাণিজ্যে চলে গেল। নবকুমারের ঘেন কোন অসুবিধে না হয়, এই বলে তারা দুইভাই বাণিজ্যে চলে গেল।

দিন যায়। একবার দু বৌ গোপনে মন্তবলে গাছে চড়ে দেশের রাজকন্যার বিয়ে দেখতে যায়। কৌশলে নবকুমারও গোপনে তাদের সাথে যায়। ঘটনাচক্রে নবকুমারই বরবেশে রাজকন্যাকে বিয়ে করে এবং গোপনে ভাবীদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসে। ভাবীরা এসব টের পেয়ে নবকুমারকে মন্তবলে টিয়া পাখীতে পরিণত করে। একদিন টিয়াপাখী রূপী নবকুমার ভাইদের কাছে গিয়ে নিজ রূপ লাভ করে। এরপর তিনভাই বাড়ী ফেরার পথে নবকুমারের বিবাহিত রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। অতঃপর ষাট বধুদের সকল চক্রান্ত ধরা পড়ে।

কাহিনী শুরু

এক সপ্তদশকের ছেল তিন ছেলে। বড় জনের নাম উনিশ আর মেজ জনের নাম বিশ, আর সকলের ছোট জনের নাম ছেল নবকুমার। উনিশ-বিশ দুনারই বে^১ হয়েলো^২। নবকুমার খুব ছোট ছেল।

উনিশা আর বিশা দুজনাই ছোট ভাইকে খুব ভালবাসত। বাবা মা মরে যাবার পরে তারা বাপের আয় টাকা-পয়সা পেয়ায় শেষ করে ফেসলো। যখন সংসারে অনটন দেখা দেল তখন উনিশা বিশা দুজনাই বাগিজ্যে মাঝে বলে ঠিক করলো। উনিশ বিশের বৌ ছেল যাদুকরী। বাড়ী থেকে ষাওয়ার সময় নবকুমার বললো, ভাই বাগিজ্য থেকে ফেরার সময় আমার জন্য একটা টিয়া পাখী এনো। বিশের বউ বলল, আমার জন্য একটা পাটের শাড়ি এনো, আর উনিশের বৌ বলল আমার জন্য একটা সোনার হার এনো। উনিশ বিশ বাগিজ্যে যাবার সময় দুজনকে বললো, আমার ভাইকে ভাল করে রেখ। ওরে যদি মার-ধর করে তা-হলি বাড়ী এসে দুজনকেউ কেটে ফালবো। দুই ভাই বাগিজ্যে গে বেরুলো^৩। উনিশ আর বিশের বৌ তাদের মাধ্যখানে নবকুমারকে শোয়াইয়ে রাখতো। তারে বাইরি য়াতি দিত না। ঠিক সময় খাতি দিত।

কিছুদিন পরে সেই দেশের বাদশার মেয়ের বিয়ে। বিয়ের খবর পেয়ে উনিশের বউকে বিশের বউ বলল, বু অনেকদিন হল বাড়ীতে একা একা আছি, চলো না বাদশার বাড়ী য়েয়ে বিয়ের বরণ করে আসি। তখন উনিশের বউ বলল, রাত্রি উঠে নবকুমার যদি আমাদের বিছেনে^৪ না দেখে ভালি ভয় পাবে, তার ভাইরা আসলি বলে দেবে। তখন বিশের বৌ বলল, বাগানতে কলাগাছ এনে কাপড় পরাইয়ে নবকুমারের দুপাশে দে যাব। নবকুমার ঘুম থেকে উঠলেও দেখবে তার পাশে আমরা শুয়ে রইচি^৫। তখন আর কোন ভয় থাকবে না। এই বলে বাগানতে একটা কলা গাছ কেটে এনে বাদশার বাড়ী যাবার আগে কাপড় পরাইয়ে মানুষের মত করে নবকুমারের পাশে রেখে গেল। বাড়ীর পাশে একটা আমগাছ ছেল। উনিশের বৌ আর বিশের বৌ বাড়ী থেকে বেরুলে

সেই আমগাছে যেয়ে উঠল। গাছে উঠে এক দুই তিন বলে হাতে তিনটে তুরি দিলে গাছ শুন্যে উড়ে যাতি লাগল। যাতি-যাতি বাদশার বাড়ীর কাছে যেয়ে গাছ থেমে গেল। তখন উনিশের বৌ আর বিশের বৌ গাছ থেকে নেমে বাদশার বাড়ী যেয়ে বরণ করতি আরম্ভ করলো। নবকুমার এদিকে ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পাশে কাপড় পরাইয়ে দুটো কলার গাছ শোয়ায়ে রেখেছে কিন্তু ঘরে কোন লোক নেই। সারা-রাত নবকুমার জেগে থাকল তার ডাবীরা কখন আসবে তাই দেখার জন্য। শেষ রাত্রি এসে উনিশ-বিশের বৌ কলাগাছ সরাইয়ে নবকুমারকে মথি রেখে গুয়ে পড়ল। নবকুমার ঘুমের ভান করে থাকলো। পরের দিন নবকুমার তার দুই ডাবী কোথায় যায় তা দেখবার জন্য ঘুমের ভান করে থাকলো। আগের রাত্রির মতনই মাঝরাত্রি আবার কলাগাছ এনে শাড়ী পরাইয়ে তার পাশে রেখে গে বেরুল। দুইজনে বেরুয়ে গেলি নবকুমার তারদের পিছন পিছন চুপ করে উঠে যেয়ে দেখল, তারা কি করে। দেখল, দুইজন একটা আমগাছে উঠে হাতে তুড়ি দিল আর তুড়ির সঙ্গে গাছটি শুন্যের উপরে চলতি লাগল। তাদের যাওয়া দেখে এসে নবকুমার আবার শুইয়ে পড়ল। পরের দিন নবকুমারকে রেখে যখন তার ডাবীরা আবার বের হল তখন নবকুমার চুপে চুপে ঘর থেকে বেরুয়ে এক দৌড়ে তাদের আগে যেয়ে ও গাছের আগার ভাল ধরে থাকল। নবকুমারের পর তার দুই ডাবী এসে উঠল। গাছে উঠে তিন তুড়ি দিল—এক দুই তিন বলে। সঙ্গে সঙ্গে গাছ আগের মতন করে শুন্যের উপরে উড়ে চলতি লাগল। এ দিকে ওরা যাতি থাকে—এর মথি বাদশার মেয়ের বিয়ের কিছু বলা থাক। বাদশার মেয়ের যে বরের সঙ্গে বে হবার কথা তার এক চোখ কান্না ছেল। বর দেখবার সময় বরের বাপ উজিরের ছেলেকে দেখাইয়ে বিয়ে ঠিক করেছে লো। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সেই উজিরের ছেলে মরে গেল। তখন আর বরের পক্ষ কি করে, তাই তাড়াতাড়ি তারা একটা নকল বর খোঁজ করতি আরম্ভো

করল। তারা বাদশার বাড়ীর কাছে এসে পড়লি নবকুমারকে দেখে বর-
স্বাত্রীরা তাকে ধরে বরের পোশাক পরাইয়ে বর সাজাইয়ে ফেলল। নব
কুমারের সঙ্গে বরপক্ষের কথাবার্তা হল, বে পড়ানোর সময় সাত পাক
হইয়ে গেলি যখন কালরাত্রি বাদশার মেয়েকে ঘরে দেবে তখন সে বের
হয়ে আসবে।

সে বের হইয়ে আসলে কানা বরকে ঘরে দে দেওয়া হবে। নবকুমারকে
বর সাজাইয়ে বিয়ে দেওয়া হল।

বিয়ের সময় যখন তার দুই ভাবী বরণ করতি আসল তখন বরকে
দেখে উনিশের বৌ বিশের বউ-এর কানে কানে বলতি লাগল। বু এনা আমাদের
নবকুমারের মত মনে হয়। তখন বিশের বৌ বলল, নবকুমার আসবে
কেরাম করে, তারে ত বাড়ী রেখে আইচি। সে এত পথ আসবে কেরাম
করে। তখন উনিশের বৌ চালাকি করে খানিক সিঁদুর বরণ বরার সময়
নবকুমারের কানের মধ্যে দেল। হাক, বরণ বরার পর বে পড়ান হলো।
বে পড়ে যখন বাদশার মেয়েকে কালরাত্রি কাটাবার জন্য বাসর ঘরে দেল
তখন নবকুমার বলল, আমি তোমার আসল স্বামী না, আমি বের হইয়ে
গেলে তোমার কানা স্বামী ঘরে আসবে।

এই কথা শুনে বাদশার মেয়ে তখন নবকুমারের পা জড়াইয়ে ধরে
বলল, না আমি তোমারে ছাড়া আর কারউ স্বামী বলে মানব না। তখন
নবকুমার বললো, আমি তোমায় বে করেচি, এ কথা যদি আমার ভাবীরা
জানে তাহলি তারা আমার মেয়ে ফেলবে। তুমি একনকার মত এখানেই
থাক, আমার দুই ভাই উনিশ বিশ বালিজো গেছে, তারা ফিরে যাবার
সময় তাদের সংগে যেইও। আমি আমার ঠিকানা তোমার শাড়ীর আঁচলে
লিখে দিতেছি—এই বলে নবকুমার হাতের একটা আঙ্গুল কেটে লিখে দিল।
'উনিশ বিশ দুই ভাই, নবকুমার তার ছোট ভাই, বাদশা যদি সদায় হও
সঙ্গে দিও, যদি উনিশ বিশ ভাটিয়া গেলে তুলে দিও তোমার মেয়ে'। এই
বলে নবকুমার ঘর থেকে বের হয়ে এসে সেই গাছে উঠে বসল।

এ দিকে নবকুমার ঘরতে বের হলি পার বাদশার মেয়ে ঘরে দোর
দেল। নবকুমার বের হলি কানা ঘরে যাবার জন্য ঘরের দোরে যেয়ে

খাজা দিতি লাগল। তখন বাদশার মেয়ে বললো, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও। তুমি আমার স্বামী না। আমার স্বামী চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা বাদশার কানে গেল। তখন বাদশা শুনে লোক-লঙ্করদের বলল, তোমরা এখানতে চলে যাও, আমি সব বিষয় শুনে নেই। এই বলে বাদশা মেয়েকে বলল, 'মা দোর খোল, আমাকে সব কথা খুলে বলতি হবে। তখন বাদশার মেয়ে দোর খুলে বলল, আপনি যে বরের সাথে আমার বে ঠিক করেছেন তার এক চোখ কানা। তাই চালাকী করে—পথের একজনকে ধরে এরা বর সাজিয়ে সাত পাকে বে পড়াইয়ে কাল রাত্রিতে সে বের হইয়ে গেলে কানা ঘরে আসবে। যার সঙ্গে আমার বে হয়েছে সে হাতের আগুল কেটে তার তিকানা আমার শাড়ীর আচলে লিখে বেরিয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলি এই দেখেন বলে শাড়ীর আচল বাদশাকে দেখাল। বাদশা দেখে বাদশার লোক লঙ্করকে হুকুম দেলেন বরযাত্রীদের সব তাড়াই দেবার জন্য। বর-যাত্রীরা অপমান হইয়ে গে বেরুল।

বাদশার মেয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতি লাগল। নবকুমার গাছে এসে উঠার খানিক পরেই উনিশ বিশের বৌ গাছে এসে উঠলো এবং হাতে তুড়ি দিলে গাছ শূন্য করে ওড়ে যেখানকার সেখানে মেয়ে খামল। নবকুমার গাছ থেকে নেমে অন্য পথদে দৌড়ে মেয়ে কলাগাছের মধ্য গুল্মে ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাকল। সকালে উঠে নবকুমারকে চ্যান করাতি লাগল উনিশ বিশের বৌ। গোসল করবার সমস্ত উনিশের বৌ দেখলো, সেই সিঁদুরের চিহ্ন নবকুমারের কানে রয়েছে। তখন বিশের বৌকে বললো, আমি যা বলিচি তাই ঠিক। তখন উনিশ বিশের বৌ যুক্তি করতি লাগল, এখন কি করা যায়। উনিশ বিশ বাড়ী আসলি নবকুমার তার ভাইদের সব কথা বলবে, তারপর আমাদের মেরে ফেলবে। এক কাজ করা যাক, ওরে আমরা যাদু দে পাখী বানাইয়ে ছেড়ে দেই ওর ভাইরা আসলি বলবো, তোমরা যাওয়ার একমাস পরে জ্বর হয়ে নবকুমার মরে গেছে। আমরা তার জন্য মাটি উতু করে রাখবো, বলবো ঐ জায়গায় তার মাটি দিছি। এই বলে একটা বড়ি বানাল, বড়িটা বানাইয়ে যখন নবক-

মার হুমিয়েছিল তখন বাড়ীটা তার কপালে টিপদে লাগিয়ে দেল। লাগিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমার একটা টিয়ে পাখীর রূপ পেল। টিয়ে পাখী হয়ে বহুদিন সে বাড়ীতে এ গাছে ও গাছে কাটাতি লাগল। এক সময় তার মনে হল, আমি ভাইদের কাছে যাব। তখন সে শূধু নদী ধরে উজানে যাতি লাগল। এদিকে উনিশ বিশ বাণিজ্য করে ফেরার পথে উনিশের বৌ এর জন্ম সোনার এবং বিশের বৌ এর জন্ম পাটের শাড়ী কিনল, কেনার পরে বাড়ীর দিকে রওনা হল। নবকুমারের লেখা অনুযায়ী নবকুমারের স্বত্ব নদী দে মারাই উজোন বেয়ে যাতি লাগল তারদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতি লাগল। টেফারা বাজাতে উনিশ বিশ সে দিকে এসে পড়ল। নদীর পাহারাদার তাদের নৌকো ঠেকাইয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলি উনিশ বিশ বলল, 'উনিশ বিশ দুই ভাই, নবকুমার তাদের ছোট ভাই'। এই কথা শুনে বাদশার লোকজ্ঞান মেয়ে বাদশাকে খবর দেল যে, উনিশ বিশের নৌকো পাটচি। তখন বাদশা উনিশ বিশকে তার বাড়ী ডেকে আনলো। আনার পর যত্ন করে তাদের বাড়ীর মধি লে মাইয়ে নবকুমারের বৌ এর সাথে পরিচয় করাই দেল। তখন তারা নবকুমারের বৌকে বহুত টাকা পরসাদে আশীর্বাদ করলো। তারপর তারা নবকুমারের নৌকো নে বাদশার বাড়ী থেকে রওনা হলো। নদীতে আসতি আসতি তারা দেখল যে, একটা টিয়ে পাখী ডাকতি-ডাকতি উজান থেকে তাদের নৌকোর দিকে আসতেছে, তখন বিশ বললো, ভাই আমরা সব জিনিষই ত আনলাম কিন্তু নবকুমারের জন্ম তো টিয়াপাখী আনা হয়নি।

সে কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই টিয়া পাখীটা যদি ধরা যেত তাহলি নবকুমারকে দেওয়া যেত। এই বলে টিয়া পাখীটারে আয় আয় বলে তারা দুই-ভাই নৌকোর ছইয়ের ওপর থেকে ডাকতি আরম্ভ করল। টিয়া পাখী এসে তাদের নৌকোর মাস্তুলের ওপরে বসলো। নৌকোর মাস্তুলের ওপরে বসে একবার এ নৌকো একবার ও নৌকো যাতি লাগলো। তারপর যখন নবকুমার বুঝলো যে, এরাই তার ভাই তখন সে তাদের হাতে ধরা দেল। টিয়া পাখীটা ধরে নিয়ে উনিশ বিশ নবকুমারের বৌএর হাতে দেল আর বলল, যেন টিয়াটারে ঠিক সময় মত চ্যান করান ও খাওয়ান হয়।

আর আরও বলল, এই টিয়া পাখীটা নবকুমারের জন্য নেওয়া হল কারণ বাণিজ্যে আসার সময় নবকুমার টিয়া পাখী নে যাতি বললো। নবকুমারের বোকে খুব যত্ন করে টিয়া পাখীটারে রাখতি বললো। যাক, টিয়া পাখীটারে খাঁচার করে যত্ন করে রাখতি লাগল। হঠাৎ একদিন খুব শিলা বৃষ্টি হতি লাগলো, তখন টিয়া পাখী ছেল বাইরে, কারও টিয়ার কথা মনে ছেল না। বর্ষায় ভিজতি ভিজতি শিলের চোটে নবকুমারের কপালের সেই মাদুর ফোটাটা উঠে গেল। নবকুমারের সেই টিয়ার আকৃতি বদলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষের আকৃতি ধরল। মানুষ হয়ে শিলা বৃষ্টিতে ভিজ্জি^১ নবকুমার একেবারে মরার মত হইয়ে পড়ে থাকল। এর মধ্য হঠাৎ বিশের মনি হল, তাইতো টিয়া পাখী যে খাচার মধ্য বাইরে পড়ে রয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি করে বাইরে আসলো। বাইরে এসে দেখে টিয়াপাখী নেই। খাঁচার কাছে তার ছোট ভাই নবকুমার মরার মত হইয়ে পড়ে রইয়েচে। তখন সে কেকাইয়ে^২ উঠলো—নবকুমার নবকুমার বলে জড়াইল^৩ ধরে কোলে তুলে নেল। উনিশ আর নবকুমারের বো তখন নৌকোর মধ্য থেকে বাইরে এসে নবকুমারকে নৌকোর মধ্য নে গেল। তারপর সেবা যত্ন করতি লাগল বহত সময় ধরে। তারপর নবকুমারের জ্ঞান ফিরে এসলো। তারপর নবকুমার সবাইকে পেয়ে তার দুখের কথা সব এক এক করে বলতি আরম্ভে করল। নবকুমারের মুখে সব ঘটনা শুনে উনিশ-বিশ যুক্তি করলো, বাড়ীর ঘাটে যেয়ে জিজ্ঞেস করবো নবকুমার কোথায়। তারপর দেখব তারা কি উত্তর দেয়। যাক, তারা তিন ভাই এখন খুব ধুমধাম করে বাড়ীর দিকে আসতি লাগল। ঘাটে নৌকা লাগাইয়ে উনিশ আর বিশ বাড়ী যেয়ে তাদের বৌদের জিজ্ঞেস করলো, আমাদের ছোট ভাই নবকুমার কোথায়? তখন তারা বললো, তোমরা দুই ভাই বাণিজ্যে যাবার একমাস পরে একদিন নবকুমারের খুব জ্বর আসে, তারপর সে মরে যায়। তারপর উনিশ বিশ বললো, যাও নৌকোর মধ্য থেকে যে সব মাল-পত্র আছে সব বের করে আনো। দুই বৌ তখন নৌকোর মাল নামাতি এসে দেখে যে

নবকুমার আর তার বৌ এক সঙ্গে নৌকোর ছাইয়ের মধ্যে বসে বসে গল্প গুজব করতেন। এই দেখে তারপর তারা দুজনা নবকুমারের কাছে মাহু চেল। এদিকে দুইভাই এসে দুই বৌকে ধরে খুব মার মারতি লাগলো। এমন মার দিতি লাগলো যে দুই বৌ জোরে চোঁচাতি আরম্ভ করল। তখন নবকুমার আর তার বৌ যেয়ে দুই ভাইয়ের কাছে তাদের জন্য মাপ চাতি লাগল। উনিশ ও বিশ মাপ করে দেল। তারপর থেকে তারা মনের শান্তিতে আবার বসবাস করতি আরম্ভ করল। আমার গল্প শেষ হল।”

বেলবতী কন্যা

সংগ্রহটি অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চোসেন আলী, ওয়াশা স্ট্রাফ
কোয়াটার, ২৪ নং রোড, ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা কর্তৃক
সংগৃহীত।

রাপকথাটি টাংগাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

বেলবতী কন্যা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক সওদাগর। তাহার চারিপুত্র ছিল। ছোট পুত্রের নাম ছিল হুম্মন সওদাগর। হুম্মন সওদাগর হরিণ শিকারে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাবু করিয়া ঘুমাইয়াছিল। ঐ পথে শিব-পার্বতী কৈলাসে যাওয়ার সময় ঘুমন্ত হুম্মনকে দেখিয়া বেলবতী কন্যার দেশে লইয়া ঘুমন্ত বেলবতী কন্যার ঘরে রাখিয়া দিল। দুই জনই ঘুম হইতে জাগিয়া উঠের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া যায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া দুই জনই ঘুমাইয়া পরে। শিব আর পারবতী দুই জনের ভ্রামসা দেখিয়া আবার ঘুমন্ত হুম্মনকে সৈন্য দিয়া রথে করিয়া আসিয়া তাঁবুতে দৌছায়। হুম্মন সওদাগর ঘুম হইতে জাগিয়া বেলবতী কন্যাকে না পাইয়া পাগলের মত ছুটিতে থাকে। যাইতে যাইতে বহদুর যাওয়ার পর এক সম্মানী কর্তৃক টিয়া পাখী হইয়া অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া হুম্মন সওদাগর বেলবতী কন্যাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া আবার বিবাহ করিয়া সুখের সংসার করিতে থাকে।

কাহিনী শুরু

এক দেশে আছিল এক সওদাগর। হেই সওদাগরের আছিল পাঁচটি ছাইলা^১। ছোট ছাইলার নাম ছয়মন সওদাগর। ছয়মন নাবালক থাকা কালীন ছয়মনের বাপ মইরা গেল। ছয়মনের আর চাইর ডাই ব্যাপসা বাণিজ্য করিয়া কুনমত সংসার চালাইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ছয়মন সওদাগর বেশ বড় অইল। এহন ছয়মনের ভায়েরা ছয়মনকে বাড়ীর কাছেই এক স্কুলে ভর্তি কইরা দিয়া তাহার বাণিজ্য কইবার নাইগ্যা^২ দূর দেশে চইলা গেল।

ছয়মন খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান আছিল। সে ছাত্র হিসাবে খুব ভাল আছিল এবং ওস্তাদের কোন কথা অমান্য করিত না বলিয়া মাষ্টার সাহেবরা ছয়মনকে খুব ভালবাসিত। এইভাবে কয়েক বছর লেহাপড়া করার পর ছয়মন বেশ নায়েক^৩ অইয়া গেল। একদিন ঐ স্কুলের হেড মাষ্টারের বউ সোয়ামীকে কইল, ওগো হনছো, আমার হরিণের গোস্ত খাওয়ার সখ অইছে। তখন হেড মাষ্টার কইল, তুমি কও কি, আমরা ঐতাছি^৪ গরীব মানুষ, আমি তোমাক হরিণের গোস্ত খিলামু^৫ কোন থাইকা^৬। মাষ্টারের বউ কইল, তুমি না ছান পড়াও, তোমার ছাত্রদেরকে কইলে হয়তো হরিণের গোস্ত আইনা দিব। মাষ্টার উত্তরে কইল, তা হয়তো অইতে পারে। পরে মাষ্টার দুখে নিয়াই স্কুলে গেল। ছাত্ররা মাষ্টারের মন খারাপ দেইখ্যা কইল, ওস্তাদ আজ আপনার মন খারাপ ক্যা? মাষ্টার তখন কইল, মন খারাপ ক্যা কি আর কমু। গত কইল আমার বউ আমার কাছে হরিণের গোস্ত খাওয়ার আবদার কইরছে। দেখতো বাবা, তোমরাই দেখ আমরা অইতেছি গরীব মানুষ আমাগারে^৭ কি ঐ সাজে? ওস্তাদের কথা হইনা ওস্তাদের কওয়ার আগেই ছয়মন সওদাগর কয়া উঠিল, ওস্তাদ আমরা থাকতি আপনার কুন^৮ চিন্তা নাই। আমরা

হরিণের পোস্ত আইনা দিমু। ছয়মন সওদাগরের কওয়ার হাতে হাতেই^১ অন্যান্য ছানরা কয়া উঠিল, ছয়মন ভাই যদি হরিণ শিকারে যায় আমরা ব্যাগটি^২ যামু। তখন ছয়মন সওদাগর ছাত্রগারে কইলো, আগামী কালই আমরা হরিণ শিকারে যামু, তোমরা সকলেই বাপ-মায়ের কাছে থাইহা^৩ বিদায় নিয়া আইস। ছয়মন সওদাগর আরও কইল, তোমরা মার মার খাবার বাড়ীত থাইকা নিয়া আইসপা এবং এমন খাবার আইনবা যাহা ওজনে কম খাইতে বেশী। এই বলিয়া ছয়মন সওদাগর নিজেও বাড়ীতে গেল। অন্য ছাত্ররাও বাড়ীতে গেল বিদায়ের জন্য। ছয়মন সওদাগরের তো বাপ-মাও নাই। সে চাইল তার চারি ভাবীদের কাছে বিদায়। প্রথমে তো ভাবীরা কইল, তোমার ভাইরা নাই বাড়ীত। আমরা কেমন কইরা তোমাক বিদায় দেই। অনেক বোঝা পরার পর ভাবীরা কইল, বিদায় দেওয়াও যায়না না দিলেও চলে না, তার কারণ ওস্তাদের কাম যদি না করা যায় তবে মহা অমানাগে^৪ তাই তোমাক বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। তোমাকে কয়েকটি কথা কয়া দিলাম, কথাগুলো পালন কইর, না কইরলে কিন্তু অমঙ্গল অইবার পারে। তখন ভাবীরা কইল—

গান :

আগে জানি যাওনারে ছয়মন
ও ছয়মন পাছে জানি যাওনা ॥ (২)
মুড়াত জানি বওনারে ছয়মন
ও ছয়মন মধ্যে জানি শোওনা। (২)

ভাবীদের পরামর্শ শুনিয়া ছয়মন তাহার ওস্তাদ সহ তাহার দল লইয়া হরিণ শিকারে চলিল। মাটিতেই^৫ আইত^৬ অইল, হেই খানেই ছয়মন তাহার দলবলসহ তাদু^৭ পাইরা আশ্রয় লইল। ছয়মনের ঘুমানের আগেই মনে অইল বাড়ীত থাইকা ভাবী কয়া দিছে, রাত্তা আটার সময় আগেও যাইবার না কইরছে, পাছেও যাইবার না কইরছে। হোয়ার সময়

১। সাথে সাথে ২। সবাই ৩। হইতে ৪। অভিশাপ লাগে
৫। রাস্তাতে ৬। রাতি ৭। তাবু।

মুড়াতও হইবার না কইরছে, মধ্যেও হইবার না কইরছে। মুড়াত হইলে হয়তো বাঘ ভান্নুক বা ভূত পেতনী আইসা নিয়া যাইবার পারে, মধ্যে হইলেও হয়তো চিবাইয়া মাইরা ফালায়া দিবার পারে। তাই ভাবীর কথা মনে কইরা মধ্যে ও মুড়াত না হইয়া মধ্যে ও মুড়ার মাঝামাঝি হইয়া ঘুম আইল।

এমন সময় শিব আর পার্বতী রথে কইরা তাম্বুর উপর দিয়া যাইতে ছিল। যাইতেই ছয়মন সওদাগরের উপর পার্বতীর নজর পইড়া শিবকে কইল, শিব দেখ, এই ছয়মন সওদাগরের কি চেহারা, তাহু আলো কইরা বয়া আছে।

সাত-সমুদ্র তের নদী পার যে বেলবতী কন্যা আছে তিক তাহার মতই চেহারা। দুইজনকে একত্রে রাইখলে কেবা^১ দেহা যায় এলা^২ একত্রে কইরা দেখতাম। তখনই বাজ কইরল কি, শিব আর পার্বতী ছয়মন সওদাগরকে রথে কইরা নিয়া বেলবতী কন্যার ঘরের ভিতর খুইয়া শিব আর পার্বতী কৈলাসে চইল্যা গেল। যাওয়ার পর পরই ছয়মন সওদাগর ও বেলবতী কন্যার ঘুম ভাগিয়া গেল। দুই জনই ঘুম খেইকা চৈতন হওয়ার পর দুইজন দুইজনকে দেইখ্যা মুগ্ধ অয়া গেল। দুইজন সারা রাত্রি আমোদ-প্রমোদের পর আবার ঘুমাইয়া পইরল। এমন সময় শিব আর পার্বতী কৈলাস খেইকা আসার সময় ঘুমন্ত ছয়মনকে বেলবতী কন্যার কাছ থেকে আইনা আবার তাম্বুতে রাইখা চইলা গেল।

এদিকে সকাল ভোর অয়া গেল। ছয়মন সওদাগরের সাথেকার যে সমস্ত ছাত্ররা ছিল তারা সকলেই ঘুম হইতে উঠিল কিন্তু ছয়মন সওদাগর আর ঘুম হইতে উঠে না। এদিকে ছয়মন সারা রাইতে আমোদ-প্রমোদ কইরছে, ঘুম থেকে ওঠার তো দেৱী অইবই^৩। হঠাৎ কইরা হাতেকার^৪ এক ছাত্র যান্না ছয়মনকে ঘুম খেইকা ডাক দিছে। অমনি ঘোমের বিতালেই^৫ হান্ন বেলবতী কন্যা, হায় বেলবতী কন্যা কইতে কইতে পাগলের মত

ছুটিয়া বাহির অইল। কেহই আর ছয়মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পাগল হইয়া সে বেলবতী বেলবতী বইলা ছুটিয়া চলিল। যাইতে যাইতে গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের সামনে গিয়া কইল বাবা, দরবেশ বাবা, আমি বড় বিপদে পইড়ে তোমার কাছে আইচি^১। বাবা তুমি আমাকে দয়া কর বাবা। তখন দরবেশ কইল, কি দয়া তোকে করমু তা কবি তো? তখন ছয়মন সওদাগর কইল যে, সাত সমুদ্র তের নদী পার এক বেলবতী কন্যা আছে, হে আইতে^২ থাকে দাগানের মধ্যে আর দিনে থাকে বেলের মধ্যে। সেই বেলবতী কন্যাকে রাইত-দিন সব সময় গ্রহরীরা পাহারা দিয়া রাখে। হেই বেলবতী কন্যার নিকটে পাঠায়া দেওয়ার ব্যবস্থা কইরা দেও বাবা। আমি বেলবতী কন্যাকে ছাড়া বাঁচতে পারিমনা। দরবেশ বাবা ছয়মন সওদাগরের কথা হইনা^৩ তখনই বাজ করলো কি, ছয়মন সওদাগরকে একটা টিয়া পক্কি^৪ বানয়া কইল, তুই উইরা যায়া সোজা মুখে ঠোক দিয়া বেলটি নিবি, কিন্তু নিয়া ভাগিসনা, ভাগিলে কিন্তু বেলবতী কন্যাকে পাবিনা।

ছয়মন সওদাগর দরবেশ বাবার কথামত টিয়া পক্কি অয়া উড়াল দিয়া সাত-সমুদ্র-তের নদী পার অয়া হেই বেলটি, যে বেলটির ভিতর বেলবতী কন্যা লুকাইকা আছিল সেই বেলটি ঠোট দিয়া নিয়া ছয়মন সাত সমুদ্র-তের নদী পার অইয়া আইসে। এ দিকে প্রহরীরা টিয়া পক্কির পাছে পাছে খাওয়া করে কিন্তু টিয়া পক্কিকে আর নাগাল পাইলো না। এ দিকে ছয়মন সওদাগর বেলটি নিয়া আইসা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আনলাম একটা বেল এরি মধ্যে নাকি বলে মানুষ আছে। আমার তো বিশ্বাস অয়না। এই কথা ছয়মন সওদাগর বেলটি আহর মাইরলে আহর মারার সাথে সাথে বেলের মধ্যে থেকে বেলবতী কন্যা বারায়ো হে তার দেশের দিকে রওনা দিল।

ছয়মন সওদাগর আর বেলবতী কন্যাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

হুম্মন সওদাগর উপায়ত্তর না দেখিয়া আবার সে দরবেশ বাবাজীর নিকট গেলো। দরবেশ বাবাজী আবার তাহাকে পল্লি বানিয়ে দিল। সেই পল্লি অইয়াই সে বেলবতী কন্যা নিয়া আইল। কিন্তু আগের বারের মত আর সাটায়^১ আইল না। সে বেল ভাঙিল না। হুম্মন সওদাগর সোজা মুখে তার বাড়ীর নামায় পুকুরের 'গাওয়ারে'^২ গিয়া বসিল এবং আরাম করতে আরম্ভ করিল। এমন সময় তার মনে অইল, এই বেলা বেলটা ভাঙিয়া বেলবতী কন্যাকে একটু দেখিয়া নেই। এই ভাবিয়া হুম্মন বেলের ভিতর থেকে বেলবতী কন্যাকে বাহির করিল এবং বাহির করিয়া সে তাহার পাশে^৩ বসাইল। এমন সময় হুম্মন সওদাগরের ঘুম পাইল। বেলবতী কন্যা তখন তার হাটু ডাক করিয়া দিল। হুম্মন সওদাগর তখন বেলবতী কন্যার আঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া আরামে ঘুম আসিল। এদিকে হুম্মন সওদাগরের বাড়ীর উপর থেকে মাজা মোটা গোয়ালনী নামে এক চাকরানী সবকিছু দেখিয়া বেলবতী কন্যার নিকটে আসিয়া বেলবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোনে^৪, তোমার পরিচয় কি, তুমি এখানে কেবা^৫ আইলা বেলবতী কন্যা? তখন তার দেশের নাম পরিচয়, কেমনে আইছে সব খুইলা কইল। তখন মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কন্যাকে কইল, সত্যি বুঝ তুমি এত সোন্দর^৬ কাপড় পিন্দিছো,^৭ তোমাকে খুব সুন্দর লাগে। আমরা গরীব মানুষ, এত সোন্দর কাপড় চোপর কিনবার পারি না পিন্দিবারও পারিনা। তোমরা সব পিন্দি থাক, আমগোরে এল্লা পিন্দিবার আউস অয় তা পামু কোনে। বুজি, এল্লা তোমার পেন্দার শাড়ীখান দিগি পিন্দি দেখলা আমাক কিবা দেহা যায়। বেলবতী তখন কইল, কাপড়ই আমার একখান তা তো পেন্দা। তোমাকে খসায়ে দিমু কেবা^৮ কইরা? মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল, আমার কাপড়ের আঁচল তুই পেন্দেক, আরেক আঁচল আমাক দে, এই ভাবে অদল বদল কইরা মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কন্যার কাছ থাইকা শাড়ী নিয়া পিন্দি, তার পর তার গায়ের শ্লাউজ ও অন্যান্য গহনাদি নিয়া মাজা

১। রাস্তা ২। ধারে ৩। কোথায় ৪। কেমন ৫। সুন্দর
৬। পরিয়াছো ৭। কেমন।

মোটা গোয়ালনী নিয়া নিজেকে গায়ে দিল আর মাজা মোটা গোয়ালনীর কাপড় চোপড় নিয়া বেগবতী কন্যাকে গায়ে দিল। তার পর বেগবতী কন্যাকে কইল, তুই কেডা? তুই এহেন^১ থাইক হইরা^২ যা, আমি তো বেগবতী কন্যা। এই বলিয়া মাজা মোটা গোয়ালনী বেগবতী কন্যাকে গুড়ি দিয়া পুকুরের মধ্যে ফালায়া দেয়। বেগবতী কন্যা পুকুরের মধ্যে ফুল অম্মা ভাসিতে লাগিল। এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী ছয়মন সওদাগরের মাথার নীচে আঁটু দিয়া বেগবতী কন্যা অম্মা বইসা অইল। তার পর কিছুক্ষণ পরে ছয়মন সওদাগরের ঘুম ভাঙ্গিল। সে তখন ঘুম থাইকা জাগিয়া কহিল^৩ তুমি কেডা, তুমি তো বেগবতী কন্যা না, তুমি আমাগারে বাড়ীর চাকরানী। মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল; না না আমি তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী অইবার যাম্ ক্যা। এতদিন বেগের মধ্যে আছিলাম তাই মোটা অইবার পারি নাই, এখন বেগের মধ্যে থেইকা বাইরে আছি। বাইরের আলো বাতাসে একটু তাড়াতাড়ি মোটা-তাজা অইছি; তাই আমাক চেনা তোমার অসুবিধা অইতেছে।

তার পর ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া বাড়ীত আইল এবং তার ভাবীকে কইলো, আমি বিয়ে কইরা আনছি। ভাবীরা দেওরের^৪ বউরে আদর কইরা ঘরে নিয়া তুইল এবং মনে মনে ভাবিল, একেতো আমাগারে চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনীর মত দেখা যায়। একেকা ছোট মিহা ঘরের বৌ বানাইয়া আইসপ। আবার মনে মনে ভাবে, মানুষের মত মানুষও আছে, যাইগ্যা সুন্দর চোখেই দুইজনকে ঘরে তুইলা দিয়া আইসে। রাইতে দুইজন ভালমত আমোদ আহলাদ করে। তার পর অনেক রাইতের সময় বেগবতী কন্যা পুকুরের ভিতর হইতে ফুল অইয়া গান গাইতে থাকে।

গান :

মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া

ও পতি ভুইলা রইলা মরে ॥

ফুল হইয়া জাসি আমি

তোমার ঐনা পুকুরে দারুণ বিধিরে ॥

বেলবতী কন্যার এই গান শুনিয়া ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীকে কইল,¹ কেডা জামি বাইরে গান কইতেছে, আমি এম্মা বাইরে যামু। মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল, না তোমাকে বাইরে যাইবার দিমু না। বাইরে ভুত গান কইতেছে। তুমি বাইরে গেলে তোমাকে মাইরা ফায়লা দিব। আর নূতন বিয়ার ছয়মাস পন্ত² নূতন জামাইর হাতে ভুতে আড়ি-বাদ করে। আইনাতা বাইনাতা³ কয়া ছয়মন সওদাগরকে সে রাইতের জন্য ভুলাইয়া আইখলো।

তার পর পরের দিন সকালে মাজা মোটা গোয়ালনী গোসল করার জন্য পুকুর ঘাটে গিয়ে ঐ ফুলটিকে ধইরা আনার জন্য সাঁতার দেয় কিন্তু ফুলটি মাজা মোটা গোয়ালনীর আতে ধরা দেয় না। নিজে ধইবার না পাইরা তার চার জাম্বেক কয়, তারাও ধরার জন্য চেপটা কার কিন্তু ধইবার পারে না। শেষে মাজা মোটা গোয়ালনী তার সোয়ামী ছয়মন সওদাগরকে কয়, সোয়ামী, পুকুরের ঐ ফুলটা কত সোন্দর, ঐ ফুল আমাক⁴ আইনা⁵ দাও। আমি ঐ ফুল দিয়া খেলামু⁶। ছয়মন সওদাগর যখন ফুলটা ধরার জন্য আত পাতে, অমনি ফুলটি ছয়মন সওদাগরের আতে আপনা আপনি আইসা ওঠে। ফুলটা নিয়া ছয়মন সওদাগর তার বৌ মাজা মোটা গোয়ালনীর আতে⁷ দেয়। মাজা মোটা গোয়ালনী ডুব দিয়া যান্না ফুলটা পাতাট বাইটা ঘরের কানিতে⁸ মাটির তলে গাইরা থোয় এবং আইতে সোয়ামীর হাতে হইয়া থাকে। এদিকে এক রাইতের মধ্যেই আবার ঐ গারাকুল নাই গাছ অম্মা ঘরের চালের উপর উইটা কইতে থাকে— ‘মাজা মোটা গোয়ালনীক নিয়া ও পতি ভুইলা রইলা ঘরে। নাই গাছ অম্মা কান্দি আমি ও পতি তোমার ঐনা ঘরের চালে দারুণ বিধি রে।’ ছয়মন সওদাগর তখন বেলবতী কন্যার এই গান হইনা⁹ বাইরে আসার

১। বলিল ২। পযন্ত ৩। আজো বাজে। ৪। আমাকে ৫। আনিয়া
৬। খেলিব ৭। হাতে ৮। কোনে ৯। শুনিয়া

জনা পাগল অম্মা যায় কিন্তু মাজামোটা গোয়ালনী তখন ছয়মন সওদাগরকে
বঝায়, দেখ আমি তোমার সেই বেলবতী কন্যা। বাইরে গান কইতেছে
ওতো ভুত। তুমি ও ভুতের কথায় কান দিও না। বাইরে যাইও না। বাইরে
গেলেই তোমাক কইল^১ মাইরা ফালায়া দিব।

আর তা ছাড়া বিয়ার ছয় মাস পর্যন্ত নূতন জামাইর পাছে ভুতের পিছা
গিরি থাকে। ছয়মন সওদাগর কোন কথাতেই আর বুঝ মাইনল না।
জোর কইরা উইটা বাইরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা কইরলো কিন্তু মাজা মোটা
গোয়ালনীর আড়াই মইন্যা মাজা ছয়মন সওদাগরের উপর তুইল্যা দিয়া
চাইপা খইরলো তখন আর ছয়মন সওদাগর উইটপার পাইরলো না,
বাইরেও যাইবার পাইরলো না। এই রকম করতে করতে রাইত পোহাইয়া
গেল। এ দিকে সকাল বেলা মাজামোটা গোয়ালনী ঘোম খাইক্যা উইঠাই
নাইগাছ ঘরের চাল খাইক্যা নামায়া কাইটা কুচা কুচা কইরা ঢেকিতে
পারায়। হাতু ছাতু কইরা নদীর চড়ে ফালায়া দিয়া কইতে লাগিল, একবার
তোক পাটাত ছাইচা মাটির মধ্যে পাইরা 'আকছিলান', তাও এবার ভুট
দেহি বেইচা থাকস 'কেবা' কইরা। এই বইল্যা মাজা মোটা গোয়ালনী মাজা
পাক পারতি পারতি বাড়ীত আইল।

সেদিন রাইতে মাজা মোটা গোয়ালনী খাওয়ার পর আচ্ছা ঘোম' আইসে
আরা সারা রাইতে চেতন পাইনা। এদিকে চরের উপকার ফায়লা দেওয়া
কুচা কুচা করইনা নাইগাছ^২ আই অম্মা কান্দিতে থাকে।

মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া

ও পতি ভুইল্যা রইলা মোরে।

আই গাছ অম্মা কান্দি আমি

তোমারই নদীর চরে দারুণ বিধিরে ॥

বেলবতীর এই দুঃখের গান শুনিয়া ছয়মন সওদাগরের ঘম ভাজিগা
চেতন পায় এবং বেলবতী কন্যার জন্য পাগল অম্মা ছইটা যায় চরের উপর।

এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী তখনও ঘোমেই কাতর আছিল। ছয়মন সওদাগর ঝাইগাছের কাছে যান্না কল্প, কে তুমি? ভূত না প্যারত, মানুষ না দৈত্য? তুমি যেই হওক্যা তুমি তোমার আসল রূপ ধইরা সামনে আইসা খাড়া অও^১। তখন বেলবতী কন্যা ঝাউ গাছের ভিতর হইতে তার আসল রূপ ধরে এবং ছয়মন সওদাগরকে কল্প, আমি সেই বেলবতী কন্যা। তুমি আমাকেই সাত সমুদ্র-তের নদী পার হইতে আনহ^২। তুমি যাকে বেলবতী কন্যা বলে ঘরের বউ বানাইয়া ঘর সংসার কইরতাছো সে আসলে তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনী। বেলবতী কন্যা তখন আগের কথা উল্লেখ কইরা কইল, আমার কাছ খাইকা গায়ের যাবতীয় কাপড়-চোপড়, গয়না-পাঠী খুইকা নিয়া মাজা মোটা গোয়ালনী পেন্দে আর তার পরনের কাপড় আমাকে পেন্দায়। তার পর আমাক ভুড়ি দিয়া পুকুরের মধ্যে ফালায়া দেয়। আমি তখন ফুল অয়া ভাসি। সেই ফুল নিয়া পাটাত বাইটা মাটির মধ্যে গাইরা রাখে। সেখানে খাইকা আমি নাইগাছ অয়া ঘরের চালে রাইতে কান্দি। আমার কান্দন হইনা^৩ মাজা মোটা গোয়ালনী আমাক চালে খাইকা পাইরা দাও^৪ দিয়া কুচা কুচা কইরা নদীর চরের উপর ফালায়া দিয়া আইসে। সেখানে আমি ঝাই গাছ অয়া আছিলাম। ছয়মন সওদাগর বেলবতী কন্যার দুঃখের কাহিনী হইনা বেলবতী কন্যাকে বাড়ীত নিয়া আইসে। বাড়ীত আইনা বেজের মধ্যে তুইলা ঝাপির^৫ ভিতর রাইখা খিলা^৬ নাগায়া থোয়। ঝাপিত খিলা নাগায়া খুইয়া ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীর কাছে হুইয়া পড়ে। তখনত মাজা মোটা গোয়ালনী অভরে ঘোমাইতে আছিল। এ সমস্ত কিছ মাজা মোটা গোয়ালনী টেরই পায় নাই। তার পরের দিন সকালে ঘুম খাইকা উইঠা ছয়মন সওদাগর চিন্তা কইবার নাইলো কেবো^৭ কইরা মাজা মোটা গোয়ালনীকে চিরদিনের জন্য খতম কইরা দেওয়া যায়। অনেক চিন্তা ভাবনার পর বুদ্ধি আটিল, একটা কুয়া কাইটা মাজা মোটা গোয়া-

১। হও ২। আনিয়াছ ৩। শুনিয়া ৪। দা ৫। একপ্রকারের বাস্ত ৬। তাল।

জনীকে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপায়া^১ মাইরা দিমু। যেমন কথা তেমন কাজ। সেই দিনই কামলা জামলা নইয়া একটি কুয়া কাইটলো^২। কুয়া কাইটা ছয়মন সওদাগর তার চাইর ভাবীগারে কইল যে, যাকে আমি আজ বৌ বইলা ঘর কইরতাচি সে আসলে আমার বৌ না এবং সে বেলবতী কন্যাও না। সে আসলে মাজা মোটা গোয়ালনী, কিন্তু বেলবতী কন্যার মুখস গিন্দিয়া আমাক ভুলায়া আইখছে^৩। বেলবতী কন্যা আমার ঘরেই আছে। তোমরা যদি দেইকপার^৪ চাও তালি আমি তোমাগারে দেখাইবার পারি। বেলবতী কন্যাকে আমি বেলের মধ্যে তুইলা আইপার মধ্যে আইখা দিছি।

তোমরা আগে ঐ মাজা মোটা গোয়ালনীকে কুয়ার^৫ মধ্যে ঝাঁপায়া খুইয়া আইস, তার পর আমি বেলবতী কন্যাকে দেখামুনি। তার পর ছয়মন সওদাগরের চাইর ভাবী মাজা মোটা গোয়ালনীকে কইল, নও^৬ হাই, তোমার সোয়ামী নতুন কুয়া কাইটলো দেইখা আসি, আবার পাছে খারাপ বা এহা-বেহা^৭ অতিপারে। তখন কইবা যে কুয়াত থেইকা পানি তুইলবার পারিনা। ওর চাইতে যায়া দেইখা আসি গুদি খারাপ অয় তো হাইরা দিবানে। আগের ব্যাজার^৮ ভাল তে পরের ব্যাজার ভাল না। তখন মাজা মোটা গোয়ালনী হাতে হাতে^৯ কুয়া দেখার জন্য গেল। যায়া মাজা মোটা গোয়ালনীর কুয়াতে ফুকি^{১০} দেওয়ার হাতে হাতে কুয়ার ভিতর খেকা^{১১} দিয়া কুয়ার মধ্যে ফালায়া দেয়। ফালায়া দিয়া অমনি চারিদিক থেইকা মাটি দিয়া কুয়া ঝাঁপায়া^{১২} দেয়। কুয়ার মধ্যে থাইকা আর মাজা মোটা গোয়ালনী উইট-^{১৩} পার^{১৪} পারে না। কুয়ার মধ্যে মাজা মোটা গোয়ালনী মইরা যায়।

মাজা মোটা গোয়ালনীকে ষতম কইরা আইসা ছয়মন সওদাগর বেলবতী কন্যাকে বাহির কইরা তার চাইর ভাবীকে দেখায়। ভাবীরা তখন বেলবতী কন্যাকে দেইখা তাদের খুব পছন্দ অয়। তখন আবার নতুন কইরা ছয়-

১। ডুবাইয়া ২। কাটিল ৩। রাখিয়াছে ৪। দেখিতে। ৫। কুপ
৬। চল ৭। অঁকা বাঁকা ৮। অসন্তুষ্ট ৯। সাথে সাথে ১০। উঁকি
১১। খসকা ১২। বন্ধকরা। ১৩। উত্তিতে

মনের বিয়ার বাজনা বাজায়া বেলবতী কন্যাকে ঘরে ন্যায়। আবার নূতন
কইরা চন্ডমন সওদাগরের সংসার আরম্ভ হয়।

ছন্ডমন সওদাগর সুখে শান্তিতে বেলবতী কন্যাকে নিয়া সংসার কইরতে
নইল। আমার হস্তার ফুইরা^১ গেল।

যা হস্তার বনে

যখন কই

তখন আসিস মনে ॥

বানর রাজা

এটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব
হোসেন আলী ।

রূপকথাটি টাইপাইল অফস থেকে সংগৃহীত ।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক রাজা। তাহার পুত্র সন্তান না হওয়াতে একে একে তিনি সাত খানা বিবাহ করেন, তবুও তাঁহার সন্তান হয় না। একদিন রাজার নিকট এক ফকির আসিয়া রাজাকে বলে, আপনার পুত্র সন্তান হয় না। আমি আপনাকে ঔষধ দিব, আপনার সন্তান হবে কিন্তু আমাকে একটা সন্তান দিতে হবে। রাজা মহাশয় ফকিরের কথাতে রাজী হইলেন। ফকির ঔষধ দিল। রাজা তাহার সাত রানীকে ঔষধ খাওয়াইলে হয় রানীর পেট থেকে ছয়টা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল কিন্তু ছোট রানীর পেট থেকে একটা বানর জন্ম গ্রহণ করিল। এইজন্য রাজা ছোট রানীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা মহাশয় বানর ছেলেকে সু-নজরে দেখতেন না এবং বানরের কোন কাজ গৃহস্থ করতেন না। রাজার ছয় পুত্র বাগিচা করিতে গেল। বানরও তখন রাজার অনুমতি নিয়া বাগিচা করিতে গেল। রাজার ছয় পুত্র বার্থ হইয়া বাগিচা হইতে ফিরিয়া আসিল কিন্তু বানর ছেলে পাতাল-পুরীর সৈন্তের দেশ থেকে এক রাজকন্যাসহ আরও দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া অনেক টাকা-পয়সা, মানিক-মুক্তা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর ফকির আসিয়া রাজার নিকট হইতে পুত্র চাহিল। রাজা বলিল, তুমি যেটা পার ধরিয়া লইয়া যাও। ফকির তখন বানরকে লইয়া গেল। বানর সেখান হইতে বাঁচিয়া আসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক আজা^১ আছিল। তার বাটা পুত্র কিছুই আছিল না। বাটা পুত্র না অওয়াতে^২ রাজা একে একে সাত খানা বিয়া করেন। সকলের চেয়ে ছোট রানীকে বেশী ভালবাসতেন। আজার ছেলে মেয়ে না অওয়ার দরুন আজা মশাই খুব খারাপ মনে বাড়ীর কাছারী ঘরে চুপ করে বসে থাকেন। এমন সময় একজন ফকির বা দরবেশ আইসা আজার কাছে কিছু ভিক্ষা চায় এবং কয় যে আজা মশাই এত খারাপ মনে বইসা আছেন ক্যা? তখন আজা কয়, আমার ছেলে মেয়ে কিছু অয় না। আমার এ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কে খাবে। তখন ফকির কয় যে, আমি কিছু ঔষধ পত্র দিতে পারি। আশা করি আমার ঔষধে কাজ হবে কিন্তু আমাকে একটা ছেলে দিতে হইবে। যদি দেন তবে আমি ঔষধ দিমু, যদি না দেন তবে আমি ঔষধ দিমু না। তখন আজা দেখল যে, যাক যদি সাত রানীর সাত ছেলে হয় তবে এক ছেলে দিলে আমার কি হবে।

এই ভাবিয়া আজা স্বীকার অইল। তখন ফকির সাতটা বড়ি দিয়া আজাকে কইল যে, এই বড়ি একজন একটা করিয়া খাবে। কিন্তু খাবে যে-গোছল কইরা আইসা ভিজা চুলে ভিজা কাপড়ে খাইতে হইবে। এই বইলা ফকির চইলা গেল। আজা বাড়ীর ভিতর গিয়া সাত রানীকে ডাইকা আইনা সাত জনের হাতে সাতটা বড়ি দিয়া খাওয়ার নিম্নন বইলা দেখ। খাওয়ার পর আইতে আজা মহাশয় যে কাজ তাহা করিল। আশুদিন^৩ রানীরা ঘুম খাইকা দুপুর বালা উঠে, হে দিন এর আগে ওঠে। এইভাবে উঠে পুকুরে যাইয়া তুপ সান^৪ দিয়া যার যার বড়ি হেই খাইল। খোদার রহমে সকলের প্যাটেই সন্তান ধরে। এই ভাবে একমাস দুই মাস চলিতে থাকে। তার পর দশ মাস যেদিন অয় সেইদিন ছয় রানীরই পুত্র সন্তান অয়, আর ছোট রানীর বানর ছেইলা অয়^৫। তখন দাই যাইয়া আজাকে কাছারিতে সংবাদ দেয় যে আর কি চাও, ছোট রানীর যে বানর ছেলে অইছে^৬।

১। রাজা ২। হওয়াতে। ৩। অনাদিন ৪। খান ৫। হয়
৬। হইয়াছে।

এই কথা হইনা আজা হুকুম দেয়, যাও ওর বুকের উপর বাইশ মইনা তিনটা পাথর চাইপা দিয়া ঐ অন্ধ কারাগারে রাইখা দাও। হুকুম পাইয়া কোতওয়াল মাইয়া ছোট রানীক নিয়া বুকের উপর বাইশ মইনা তিনটা পাথর দিয়া কারাগারে খুইয়া দিল। এদিকে আজার ছেলে সব কথা বলিতে শিখলো। একদিন উজির আজাকে বলত্যাছে যে দেখেন রাজা মশায় আপনার ছেলেরাতো কথা বলতে শিখিয়াছে, এখন ল্যাখা পড়া করান উচিত। অন্য জুলে দিনে লোকে খারাপ কইবে। আপনি নিজেই একটা ইসকুল দিয়া সেই খানেই ছেলেরকে লেখা-পড়া করান। রাজা বললো, এ কথা ঠিক উজির। তার পরের দিনই ইসকুল দিয়া সেই খানেই ছেলেরকে লেখা-পড়া করায়। এদিকে বানর তার মায়ের কাছে বলত্যাছে যে, মা আমার সব ভাই পড়ত্যাছে আর আমি কি করমু। আমাক সিলেট পিসিল দাও, আমিও পড়তে যামু। তখন ছোটরানী কইত্যাছে যে, দেখ বানর ছাইলা, আমি সিলেট পেসিল পামু কোনে, দেখত্যাছে তো আমার বুকের উপর কি চাপানি। সেখান হইতে আইসা আজাকে বলত্যাছে, আব্বাজান, আমাকে বই পুস্তক দেন আমি লেখা পড়া করতে যামু। এই কথা শুইনা রাজা দুই বেত বানরের গোয়ায় লাগাইল। ব্যাত খাইয়া বানর তিন লাফ দিয়া ফাকে বসলো। তখন উজির বলত্যাছে, দেখেন আজা মশাই হাজার হলেও তো আপনারই ছেলে, কি করবেন। তখন আজা বললো, যাও উজির, শুনেছি যে পোল দাদার নাকি ছেড়া বই পুস্তক আছে ঐ চাপের উপর, সেখান হইতে কয়েকটা ছেড়া ছুটা বই দিয়া দাও, তাই নিয়া ও লিখাপড়া করুক গে। তাই শুইনা উজির চাপের উপর থেকে ছেড়া ছুটা বই দেইখা সেই ছেড়া বই বানরের হাতে দিল। তাই নিয়া বানর ইসকুলে যায়। বানরের অন্য ভাইরা লেখাপড়া কইরা ছেড়া ছুটা যে গুলি ফাইলা দেয় বানর সেই গুলি খুইটা নিয়া তাই দেইখা ল্যাখে এবং পড়ে। তবুও বানরের হাতে অন্য ভাইরা পড়াত পারে না। এই ভাবে আজার ছেলেরা পড়িতে পড়িতে যেমন 'এলবালে' পাস করিল। আজার বানর ছেলেও এলবালে পাস করিল। একদিন আজার হয় ছেলেরা আজার নিকট

কইল যে বাবা, আমরা ছয়ভাই বাণিজ্য করবার যামু, হেইজন্য^১ আমাদেব নৌকা বাইন্দা^২ দেন, হেই নৌকা নিয়া বাণিজ্য করমু। তখন আজা কইল, হ্যা পুত্র, তোমরা ঠিক কথা কইছো। যখন ল্যাখা পড়া কইরাছ তখন আর আমার অসুবিধা কি, বেশ যাও। তহন উজিরকে ডাইকা কইল যে যাও উজির, আমার বাড়ীত যত ব্যাঘা গাছ ও খরমুজ^৩ গাছ আছে সব গাছ ভাগাইয়া তুলা বাইনা আমার ছয় পুত্র বাণিজ্য যাইবে তাহার নৌকা বানাও।

উজির তাহাই করিল এবং নৌকা বানাইতে লাগিল। এদিকে বানর ছেলে দেখে লযে আমার ভাই সবই বাণিজ্যে যাইতেছে, তহন আমিও যামু। এই ভাইবা বানর তার মায়েব কাছে কয়—মা আমি বাণিজ্যে যামু, আমাক নৌকা বাইনা দাও। তহন^৪ বানরের মা কয়, দেহ বাবা আমি কি কইরা নৌকা বাইনা দিমু, আমার কি সাধ্য আছে। তোমার বাপের কাছে যায়্য কওগা^৫। বানর ছেলে তার বাপের কাছে যায়্য কয়, বাবা আমিও বাণিজ্য কোরবার যামু আমাক একটা নৌকা বাইনা দেন। তখন আজা কইতাছে, দ্যাছোছেন বানরের কথা, ও বলে আবার বাণিজ্য কোরবার যাইবো। আজা খুব আগ কইরা কইল, উজির এই বানরকে হত্যা করেছেন। তহন উজির কইতাছে, হজুর যহন ছাড়েনো তহন আর কি করবেন। অক দ্যান একখান ভাগাচুরা নৌকা, ও যা মন লয় ভাই করুক গা। আজা কইলো, হ্যা উজির দিতে পারি, আমি যে নায়েব কথা কমু হেইখান যদি নিতে পারে তবে হেইখান নেকগা। তহন উজির কইল, তাহলে কোন হানের^৬ কথা কন^৭ হুজুর। তহন আজা কয় যে ওনেছি আমার দাদার কাছে বাড়ীর পূবে যে পুকুর আছে সেই পুকুরের নাম কালিদাস সাগর, হেই সাগরের মধ্যে একখান নাও আছে, যদি হেইখান তুইলা নিবার পারে তবে হেইখান নিয়া বাণিজ্য করবার যাকগা। আমি মাখি মাল্লা দিতাছি। তাই হুইনা^৮ উজির বানরকে কয়, বাবা তোমার বাবা আমাক এই কথা কইছে। বানর কয় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাই

১। সেইজন্য ২। তৈয়ার ৩। পেঁপে গাছ ৪। তখন ৫। গিয়ে বল
৬। কোনটির ৭। বলেন ৮। ওনিয়া।

করমু। তাই শুইনা বানর মাঝি মজ্জা নিয়ে সেই কালিদাস সাগরের পারে যায়া মাঝি মাজাগারে কয় যে, হে মাঝি মাজারা, যাও এই কালিদাস সাগরের মধ্যে একখান নাও আছে, তোমরা হেই নাও হান তুইলা দাও। তখন মাঝি মাজারা কয় যে, বাবা তোমার ট্যাছা পয়সা আমরা চাইনা, এই কালিদাস সাগরে ডুব দিয়া আর আমরা উঠবার পারুম না। হ্যানে আমাদের ছাইলা মাইয়া ও বৌ না থাইকা মরবে। ও ট্যাছা পয়সা আমরা চাইনা বাবা। তখন বানর কয় যে, আচ্ছা তোমরা পারে থাক, আমি মাজার হাতে কাছি বাইন্দা এই পানিতে ডুব দিমু, যখন আমি কাছিত টান দিমু তখন তোমরা পারে থাইকা টানতে শুরু কোরবা। এই কওয়াও সারা মাঝার হাতে কাছিবান্দাও সারা। ওমনি লাফ দিয়া একবারে কালিদাস সাগরের মধ্যে যায়া পোইরা ডুব দিল। ডুব দিয়া এগালা পানির নীচে যায়া দ্যাখে যে এক নাও সোমানে জল জল করতাকে কিন্তু নায়ের গোলোইর উপর এক দ্যাও চুল ছাইড়া দিয়া বইসা আছে। বানর দ্যাইখা তার কাছে গ্যাল এবং বললো যে, বাবা নায়ে থাইকা নামো। নাও আমাক দাও। এই কথা হইনা দ্যাও নায়ে থাইক্যা হোইরা গেল। তখন বানর নায়ের ওরায় কাছি বাইন্দা দিয়া কাছি ঝাকি দিল, পারের উপর থাইকা মাঝি-মাজারা খুব জোরে হ্যায় হ্যায় ও কয়া টান মায়ে কিন্তু নাও কয়ওনা যে আমরা টানতছে, নাও নড়েও না চড়েও না। তাই দেইহা বানর পারের উপর আইসা কাছি ধইরা যেই টান মায়ে অমনি নাও সো সো কইর! পারের কাছে আসলো। সকলে খেদেলা যে খুব ভাল নাও - যাকে কয় ময়ুর পক্ষী নাও। বানরের হয় ভাইরা তখন কয় যে, দেখছো আমাগোরে নায়ের চেয়েও বানরের নাও ভাল হইল। হয়ভাই মালামাল নিয়ে যাটে থাইকা বাগিড়া করবার জন্য নাও ছাড়িল। তারা মাইতে মাইতে বহদুরে গেল যেমন অন্য আজার দেশে গ্যাল। হেই দ্যাশের আজার মেয়ে আজকন্যা হে তাক পিটা দিছে, যে আমাক নুতন জিনিষ দ্যাখাইবার পারে আমি তার হাতে বিয়া বসমু^১। আর যে না পারবে তারে অঙ্গ কারাগারে খোয়া হবে। তাই হইনা হয় ভাই আজার

বাইর বাড়ী যায় ঢাকে দিল বারি, ওমনি বাড়ীর ভিতর থাইকা আজ-
কন্য়ার পাইক-পেয়াদা আশিয়া গার মোরা দিয়া নিয়া গেল। তারা এক
এক কইরা আজকন্যাকে নূতন জিনিষ দ্যাখাইবার নইল। যতই দ্যাখায়
আজকন্যা কয়, এতো পুরান। যহন আর পারলোনা তহন অগারে ছয়
ভাইকে নিয়া অঙ্গ কারাগারে ছয় মুইনা পাথর চাপাইয়া খুইয়া দিল।
আবার বানরও মাঝি-মাল্লা ঠিক কইরা তাগারে^১ বাড়ীত দূ'তিনডো
ট্যাহা দিল। মাঝি-মাল্লারা বাড়ীত নুন-মরিচ-ত্যাগ-সাবান-চাল ভাইল
সব কিনা দিয়া তাগারে হাতে নিয়া বাগিজা করবার জন্য রওনা দিল।
যাইতে যাইতে বহু দূরে গেল, যায় একটো গাছ পাইলো, তহন বানর
মাঝি মাল্লাগারে কইতাছে, এ মাঝি মাল্লারা নাও থামাও, এই গাছ দেখছো,
এই গাছের হাতে^২ পাও বান্দা, পাক-শাক করে খাওয়া দাওয়া কর।
তহন মাঝি-মাল্লারা মনে মনে কয় যে, এ আবার কি কয়রে। এ শালার
হাতে ব্যান কি 'হামে' এইলাম। শালার নি আকল আছে। দ্যাহেছেন
এই সমুদ্রের মধ্যে নাও বানাবার কয়। কহন জানি ঝড় তুফান আইসে
হ্যাসে নাও হুমুভা তুইবা মোরমু। কিন্তু কি করবে, এক মাঝি কইত্যাছে
ম্যাক যহন আছি ও যা কয় তাই কর। তহন হেই গাছের হাতেই নাও
বানলো। বানদ্যা^৩ খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবার জন্য সব হাড়ি পাতিল
খুইয়া আইসালের উপর তুইলা দিল। এদিকে বানর গাছের দিকে নজর
কইরা দ্যাছে যে গাছের মধ্যে একটো সুড়ঙ্গ দ্যাহা যায়।

পাক-টাক শ্যাম কইরা খাওয়া-দাওয়া করে ও মাঝি-মাল্লাদের কয়, আমি
মাজার^৪ হাতে কাছি^৫ বাইন্দা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়া পাতালে যামু। যতদিন
যায় শাক, তোমরা নায়ের উপর খালি আইন্দা^৬ বাইরা খাইবা আর যহন
কাছি খইরা টান দিমু তহন বুঝবা যে কাছি টানা লাগবো। এই কথা কয়
বানর একলাফে একেবারে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়া পাতালে যাইতে নাগলো^৭।
যাইতে যাইতে একেবারে সোনার মত ঝকঝক করে এই রহম একটো দেশ

১। তাদের ২। সাথে ৩। কি জন্য ৪। বাঁধিয়া ৫। কোমর ৬। রশি
৭। রান্না ৮। আরম্ভ করিল।

পাইল যাক কয় পাতালপুরী আজ^১। হেখানে যায়া দ্যাছে যে সবকিছু সোনার—দালান কোঠাও সোনার। ক্যাবল সেন^২ সব সোনার কিন্তু মানুষ গরু অন্য কিছু নাই। বানর সব ঘুইরা ঘুইরা সব দ্যাছা নইলো। ঘুরতে ঘুরতে একটো দালানে যায়া দেখলো গ্র্যাকটো আজকন্য গুইয়া আছে।

বানর তার কাছে গ্যাল। যায়া দ্যাখে আজকন্যর চোখ বোঁজা, আজকন্যাকে বানর কয়েকবার ধাক্কা দিল, তাও আজকন্যা কথা কয় না। শ্যামে^৩ দেখলো যে আজকন্যার হিতানে^৪ ও পইতানে দুইটা কাঠি আছে, তহন বানর হিতানের কাঠি পৈতানে ও পইতানের কাঠি হিতানে নিল। অমনি আজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেইলা দ্যাছে^৫ যে সামনে বানর। বানরকে দেইছা আজকন্যা চুমকা ওঠে ও বানরকে কয়, তুমি এহানে^৬ কি কইরা আইলা, শীগগীর^৭ পালাও। নইলে তোমাক ধইরা আক্কোশেরা^৮ খাইবোনে। জাননা গ্র্যাডা আক্কোশের দ্যাশ, এ দ্যাশে যত মানুষ গরু আছিল সব খায়া শ্যাম কইরা ফালাইছে। আমাক ধইরা আইনা এই ঘরে থুইছে। তহন বানর কইতাছে—দ্যাখ আজকন্যা, আমি এহান খাইকা যামুনা। তোমাক বিয়া কইরা নিয়া সেন যামু, নতুবা যামুনা।

তহন আজকন্যা কোন উপায় না দ্যাইছা বানরেক কয়, আচ্ছা তা হলে থাকো দেহি, আক্কোশ গারে মারা যায় কি কইরা। এহন তো সব আক্কোশ আহাৰ কোরবার নাইয়া গ্যাছে, তারা আইলে আমি যেই ভাবে পারি তাগারে কি ভাবে মারা যায় সব হনবার পারমানি^৯। তহন বানর কয়, আমি এহন কোনে যামু। তহন 'আজকন্যা'^{১০} তাড়াতাড়ি বানরকে একটো বাস্তের মধ্যে রাইখা দিল। আক্কেশেরা দিনের ভাগে আহাৰ টাহাৰ কইরা আইতে সব বাড়ীত আইল, আইসা আজকন্যাকে ঘুম হইতে জাগাইল। জাগাইয়া আক্কোসের যে পর্দনে^{১১} হোতি কইতাছে, আমার

১। রাজ্য। ২। সেখানে। ৩। পরে। ৪। মাথার কাছে। ৫। দেখিল। ৬। এখানে। ৭। তাড়াতাড়ি। ৮। দৈত্য। ৯। পারিব। ১০। রাজকন্যা। ১১। প্রধান।

হাত পা টিপা দে। এখানে কি কি যেন গন্দ পাওয়া যায় রে। তখন আজকন্যা কয় যে, কো কি গন্দ কয় এখানে^১। তো কিছু নাই যে গন্দ করে।

আককোশ কয়, নী কয় গন্দ। তুই আমার হাত পা টিপ। আজকন্যা তখন হাত-পা টিপ নইতে নইতে আককোশেক কয় যে, তোমরা আর মোর-বা না বৃষি। তোমাগারে আর কেও মরবারও প্যারবো না। তাইনা? আককোশ কয়তাছে তখন আমাগারে মরণ আছে ঠিকরে, আমরা ম্যানত্যাছি, এক বানর আসবে এই দাঁশে, তার আঁতেই আমাগারে মরণ আছে। আজকন্যা কয় যে, তোমাগারে ম্যারবো কামন কইরা। তোমরা তো তাক দেখলেই শাষ কইরা ফানাইবা। আককোশ কয় যে, এই যে বাড়ী আছে এই বাড়ীর পূবে একটো দীঘি আছে, ঐ দীঘির মধ্যে একটো থায়া আছে, ঐ থায়ার মধ্যেই একটো কোটা আছে, হেই কোটার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা-ভুমরি আছে, ঐ ভোমরা-ভোমরি মারলেই আমরা সব মোরমু। আজকন্যা আককোশগ্যারে মরার খবর জানল। পরের দিন যখন আককোশরা আহাৰ করবার নাইগা গেল, তখন বানর বাক্সের মধ্যে থাইকা বারাইয়া আজকন্যার কাছে গেল। হেই দুইডো কাতি যে আছিল হেই কাতি হিতানের ডো^২ পাইতানে^৩ নিজ আর পইতানের ডো হিতানে নিজ। ওমনি আজকন্যা জগিয়া উঠিল। বানর আজকন্যাক কইলো, আককোশগারে কি ভাবে মারা যাইবো। তখন আজকন্যা কইল, এই বাড়ী আছে, এই বাড়ীর পূবে যে দীঘি আছে হেই দীঘির মধ্যে একটো থায়া^৪ আছে, হেই থায়ার মধ্যেই একটো কোটা আছে, হেই কোটার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা-ভুমরি আছে, হেই ভোমরা-ভুমরি নাড়লেই তাগারে^৫ মৃত্যু ওইব। যে দিন আককোশ কয় যে আজ খুব কাছে আহাৰ করমু, হেই দিন তারা খুব দূরে যায়। আর যেদিন কয় যে আজ খুব দূরে যামু, হেইদিন খুব কাছে থাকে। যদি পার তবে তাড়াতাড়ি কাজ কর। আজ আককোশরা আমার কাছে কইষে যে খুব কাছে আহাৰ কোরবে। কিন্তু ওরা দূরে গ্যাছে। এই

১। এখানে। ২। মাথার কাছে ৩। পরের কাছে ৪। খুঁটি
৫। তাদের।

কথা না হইনা^১ বানর তিন নাফে একেবারে হেই দীঘির কাছে গেল।
 ষায়া আজাহ হরির নাম স্মরণ কইরা নাফ দিয়া হেই দীঘির পানির
 মধ্যে পইরা হাতার^২ দিয়া হেই খাঘার কাছে গ্যাল, এক মোচোর দিয়া
 খায়া ভাইসা ফেইল্যা দ্যাছে যে ঠিকই একটো কৌটা আছে, তহন কৌটাটা
 হাতে নিল, নিয়া কৌটার মুখ খুললো, খুইলা পাইল দুইডো ভোমরা-ভুমরি।
 খেলার হাতেহাতে^৩ আককোশগারে নাড়ীত টান নাগল যে ক্যারে আমা-
 গারে আজ এ রহম^৪ নাগে ক্যারে। আজ বোধ হয় মৃত্যু ওবা^৫।
 বানর হেই দুইডো ভোমরা ভুমরি আত^৬ দিয়া ধইরা একটো কইরা পাহা^৭
 ছিড়া দিল। তহন দেহে যে, সব আককোশের একখান কইরা পাহা নাই,
 সোনানে আসতাহে, তহন আবার আর একখান ছিড়া দিল, তাও দ্যাছে যে
 হাত ছাড়া সোমনে আইসে। আবার দুইডোরই সব পাও ছিড়া ফালাইলো।
 তাও দ্যাছে যে গোর পাইরাই সব আইসে, কিছু মানে না। না এহন আইসা
 ধরেই, তহন বানর ভোমরা-ভুমরির মাথা ছিড়া ফালাইল, ওমনি ভোমরা
 ভুমরি মইরা গ্যাল। হাতে হাতে আককোশরাও মইরা গেল। তহন বানর
 আইসা আজকন্যাক কইতাছে যে, তে নাও এহন তো^৮ সব মারলাম,
 এহন কি কোরমু। এ দিকে আজকন্যাক কইতাছে, তোমার কাছে যখন কথা
 দিছি এহন তো কথা উলটাইবার পারমু না। দু একদিন এহেনে^৯ থাকা
 যাক। বানর কইতাছে আচ্ছা। এ দিকে আজকন্যাক অনেক যাদুমন্ত
 জানে। আইতে^{১০} বানর আর আজকন্যাক গুইয়া আছে। আজকন্যাক বানরেক
 কইতাছে, দ্যাহেন শুয়াতো ওইলে, নই সাবধান, আইতে যেন ঘরের বাইরে
 যান না তাহলে খুব অসুবিধা ওইবে।

আজকন্যাক যেই ঘুমাইছে বানর ওমনি লাফ দিয়া ঘরের বাইরে আইছে।
 আইসা দ্যাছে যে কলাগাছে কলা পাইহা কলা ধইরা অইছে, ওমনি তিন
 নাফে হেই কলা গাছে ওঠে। উইঠা কলাত যেই কামড় দেয় ওমনি বাদুর
 অন্না খুলতে থাকে। তহন বানর বাদুর অবস্থায় আজকন্যাক ভাইহা

১। শুনিয়া। ২। সঁতার ৩। সাথে সাথে ৪। এমন ৫। হইবে
 ৬। হাত ৭। পাহা ৮। এখন ৯। এখানে ১০। রাঙিতে।

কইতাছে, 'শোন শোন অহে আজকন্যা বলি যে তোমারে, কলা খাইবার আইসা হে কন্যা বাদুর হয় কেন ঝুলি।' এই কথা হইনা আজকন্যা ঘুম থেইকা চ্যাতন^১ অয়া^২ দ্যাছে যে বানর নাই, তহন ঘরের বাইরে যায়—যায়া দ্যাছে যে বানর কলা গাছের হাতে ঝুলতাছে। তহন আজকন্যা গাছ খাইকা নামাইয়া আগের মতন হেই বানর বানাইলো। বায়না^৩ কইতাছে, যা খাইবার তো গেছিলেন, দ্যাছেন আর যানি বাইরে যান না। এই কথা কয়া আবার পরের আইতে^৪ হইয়া^৫ আচে এমন সময় আগের আইতের মত তিন নাফে বানর ঘরের বাইরে অয়। অয়া দ্যাছে কি বড়ই গাছে লাল টক টকা বড়ই পাইয়া অইছে। এই দেইহা কি আর বানরের মনে সয়। তিন নাফে বানর বড়ই গাছে ওঠে। যেই বড়ইত কামড় দেয় ওমনি এক সুন্দর টিয়া পহী^৬ অয়, বানর পহী অয়া মহা চিত্রায় পইল আর কি করে। তহন আজকন্যাক ডাইক্যা কইতাছে যে, 'শোন শোন ওহে আজকন্যা বলি যে তোমারে, বড়ই খাইবার আইসা হে কন্যা টিয়া হয় রইচিরে দারুন বিমিরে।'

এই কথা 'হইনা'^৭ আজকন্যার ঘুম ভাইয়া গেল। দ্যাছে যে বানর নাই, তহন আর কি করে। বাইরে যায়া দ্যাছে যে টিয়া অয়া অইছে। তহন আজকন্যা মুনতোর টোনতোর কয়া আগের মতন হেই বানর বাইনা ঘরে আনে। ঘরে অইনা কইতাচে, দ্যাছেন আজ কয়েকদিন তো অয়া গ্যালো এহন আপনার দ্যাশে যাওয়া যাক। তহন বানর কইতাছে যে, আচ্ছা তালি যেগুলি দামী এবং খাইতে বেশী কিন্তু বইতে অল্প হেই সব মাল মাততা নিয়া যাই। কয়া দুইজন হিরা, মানিক, সুক্তা হেই সমস্ত জিনিষ চালার মধ্যে বোঝাই কইরা হেই যে কাছি^৮ হেই কাছির হাতে বাইন্দা দিয়া কাছি টান দ্যায়, তহন হেই মাঝি মাজারা কাছি টান দ্যায়, টান দিয়া কিছুই কোরবার প্যারতাছে না। তহন বানর দ্যাখতাছে যে মাঝিরা ঠিকই টানত্যাছে কিন্তু কিছুই কোরবার প্যারতাচে না। তহন

১। চেতন ২। হইয়া ৩। বানিয়ে ৪। রাঙিতে ৫। শয়ন ৬। পাখী
৭। কনিয়া ৮। রপ।

বানর হেই আজকন্যাক নিয়া কাছি বয়া নায়ের উপর আইসে, মাঝিরা আজকন্যাক দেইহা এহাবারে^১ চুমক্যা উঠে আর মনে কল্প যে, বাবা বানরের তো কম খ্যাম^২ না। কি এক সুন্দরী আজকন্যাক বিয়া কইরা নিয়া আইচে। বানর আজকন্যাক নায়ে তুইলা মাঝিগ্যারে হাতে কাছি টান দেয়। যেই টানতে নাগলো ওমনি সমানে কাছি শো শো কইরা আসা নইলো। আর মাঝিরা কাছি গোচান নইলো। টানতে টানতে কাছি যেই শ্যামের^৩ মধ্যে তহন কাছিত এল্যা জোর নাগে, তহন মাঝিরা বানরেক কইতাচে, হজুর কাছিত এহন জোর নাগে ক্যা।

তহন বানর মাঝিগ্যারে কইতাছে, যা আছে তা সবই দ্যাখবার প্যারবানে^৪। আর বেশী দূর নাই, কাছাকাছির মধ্যেই আছে, আর কয়েক-বার টান দাও। তাই হইনা মাঝিরা আমোদের হাতে টানতে লাগলো। ১৫/২০ বার টানবার পরই হেই ছালা পানির উপর উইঠা পরে। বানর তহন কইতাছে, এই ছালাগুলি খুইলা নায়ের মধ্যে খুইয়া দাও। মাঝিরা এই ভাবে যে ছালা পানির উপর ওঠে হেই ছালা হানই নায়ের মধ্যে খুইয়া দায়। এই ভাবে প্রায় ১৫/২০ হান ছালা অয়। ছালা টালা খুওয়া যহন অয়াগ্যাল^৫ তহন বানর মাঝিগ্যারে কইতাছে, তে নাও তোমাদের যদি খাওয়া-দাওয়া নাগে তালি পাক শাক-কর, তাড়াতাড়ি কর। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া কইরা নাও ছাড়। মাঝিরা তাড়াতাড়ি পাকশাক কইরা খাওয়া দাওয়া কইরা নাও ছাইড়া বাড়ীর দিকে যাত্রা কোরলো। কিছুদূর আশার পর হনলো^৬ যে সামনে বাক^৭ আছে, তিন নদীর মোওনা,^৮ যহন তিন নদীর মোহনায় আইলো, আইসা দ্যাছে যে নদীর গাবারে^৯ একটা নাহা আলো টিন ঝুলাইয়া খুইছে। আর ম্যালা নাও নদীর গাবারে নাগান আছে। বানর তাই দেইহা কইতাছে, এ মাঝি ভাইরা, নাও ভিড়াও, দেহিকি আছে ল্যাহা। মাঝিরা নাও গাবারে ভিড়ায়। আর বানর হেই ল্যাখা পড়ে। দ্যাছে যে ল্যাখা আছে এই যে—এই দেশে এক আজকন্যা আছে, হেই আজকন্যাকে যে নুতন নুতন খেলা বা নুতন নুতন জিনিষ দ্যাহাইবার পারবো তার হাতে

১। একেবারে ২। কুমত্তা ৩। শেষ ৪। পারিবে ৫। হইয়া গেল
৬। শুনিল ৭। মুখ ৮। মোহনা ৯। কিনারের সাথে।

তার বিয়া হবে, আর যে না পারবে তাক নিয়া কারাগারে খুইয়া দিবে। বানর ল্যাখা পইড়া কইল, মাখি মাঝারা, তোমরা এখানে থাকো, আমি হেই আজকন্য়ার কাছে যামু। এই কথা কয়া বানর আর তার বৌ এই দুইজন রওনা দিল। যায়া আত্মবাড়ীর বাইরে একটো চাক আছে, তাকে যায়া যেমনি বারি মারে ওমনি পাইক-পেয়াদা আমলা ফেইলা সব আইসা বানরেক খইরা নিয়া গেল। এদিকে বানরের বৌ আগেই মস্ত টুটু যা হিখান দরকার আছিল তা হিখা দিয়াছিল। বানরেক দেইহাইতো অনেকে না পছন্দ করলো, কইলো যে, হ্যা কত আজা-গজার ছেলেরা আইসা পারলো না, এতো বানর এ আবার কি দ্যাহাইবার^১ পারবে। পরের দিন আজার আজ কাচারিত সভা যহ্ন আরম্ভ অইলো তহ্ন বানরেক আইনা সকলে কইলো যে, ন্যাও তোমার যা দ্যাহাইবার পারো তো দ্যাহাও। প্রথম বার দ্যাহায় যে, হাতে এল্যা মাটি নয়, মাটি নয়া মাটিতে ফু দেয়, তহ্ন^২ একটো কলাগাছ অয়, অয়া হেই গাছে কলা ধরে, তহ্ন তহ্ন বেশ কয়েকটো কলা পাইহা উঠে। পাহা কলা দেইহা কোথা খাইকা যে বাদুর আইসা হেই পাহা কলা বাদুর খাইতে লাগলো। তহ্ন বানর আজসভার^৩ মধ্যে আজকন্য়াক জিগ্গাসা করে যে, এ রকম জিনিষ কি দেখেছেন? তহ্ন আজকন্য়া কয় যে না। আবার দ্যাহায়, একটো বোরই গাছ অই হেই বোরই গাছে ম্যালা^৪ বোরই^৫ ধরে এবং অনেক বোরই পাইহা টুবা টুবা অয়, তহ্ন এক ঝাঁক চিনা পহী আইসা হেই বড়ই খাওয়া আরম্ভ করলো। তহ্ন আবার আজকন্য়াক জিগ্গাসা করে। তহ্ন আজকন্য়া কয় যে, না এ রকম জিনিষ আমি কোন দিন দেহি নাই। যহ্ন আজকন্য়া আইরা^৬ গেল তহ্ন তো আর ‘বানর বিলা’^৭ অস্বীকার কোরবার পারবে না। শেষে বানরের সাথে আজকন্য়ার বিয়া অয়া গেল। বিয়া অয়া যাওয়ার পর সব লোকজন খাওয়া-দাওয়া কোরবার নাগলো। এদিকে বানর বন্ধ করা যত লোক আছিল তাগারে^৮ সব মুক্তি দিল, তার যে সব হতালো ভাই বন্দী আছিল তাগারেও মুক্তি দিল। বানরের হাতে যে একটো আংটি আছিল হেই আংটি

১। দেখাইবার ২। তখন। ৩। রাজসভা। ৪। অনেক ৫। কুল।
৬। হারিষা ৭। বলিয়া ৮। তাহাদেরকে।

পুইড়া তার প্রত্যেক ভাইয়ের গোহায় একটো কইরা ছাপ মাইয়া দিল। এই কারণে যে এরা তো বাণিজ্য কোরবার আইসা বন্দী অয়া আহিল। এখন বাড়ীত যান্না বাবার কাছে কি কবে, আমি যদি বন্দীর কথা বলি তবে না যেন কোরবার না পারে। তবে আজকন্যাক বিয়া কইরা নিয়া হেই না, নায়ে^১ চইরা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। এদিকে তার ছয় ভাই মনে মনে ফন্দি করলো যে আমরা সোনা-দানা কিছুই নিবার প্যারলাম না। আর বানর অয়া^২ নাও বোঝাই কইরা সব মালামাল নিয়া যাইতেছে, আমরা বাড়ীত যান্না কি কম। শ্যাষে ফন্দি আটলো যে বানরেক শ্যাষ^৩ কইরা ঐ সব মালামাল আমাগারে নায়ে নিয়া বাড়ীত যামু আর দুইটো আজকন্যা দুই ভাই বিয়া কোরমু। বানরের নাও আগে আগে যান্ন আর ছয় ভায়ের নাও পাছে পাছে যায়। ছয় ভাই কয় যে, ও বানর ভাই, দেয়ী করনা এন্না^৪ আমরা একসাথে যাই। তহন বানর কয় যে, আইসো আমি ধীরে ধীরে যাইতেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর ছয় ভায়ের নাও, বানরের নাও যহন এক সাথে অইল^৫ তহন দুই ভাই লাফ দিয়া বানরের নায়ে ওঠে, উইঠা বানরের সাথে এডো ওডো^৬ আলাপ করতে করতে বানরের কাছে গেল, যান্না গাড় মোরা^৭ দিয়া ধইরা বানরের হাত পাও বাইপা নদীর মধ্যে ফাইলা দিল। এদিকে পাতালপুরীর আজকন্যা নায়ের ছইয়ের জানলা দিয়া সব দেখবার পারলো। তহন আর কি করে। আজকন্যার একটো কোল বালিশ আহিল।^৮ হেই বালিশেক কইল যে, বালিশ এতদিন আহিলা কার? বালিশ কইল, এতদিন আহিলাম তোমার। আজকন্যা কইল, যদি তাই অও তবে আমার স্বামীক নদীর মধ্যে থাইকা উদ্ধার কর। এই কয়া^৯ বালিশটো নদীর মধ্যে ফাইলা দিল। তহন বালিশ ভাসতে ভাসতে যান্না বানরের প্যাটের নীচ দিয়া মাথা দিয়া বানরেক উপরে তুইলা ভাসতে ভাসতে নদীর এক গাবারে ঝাইগাছের কাছে নিয়া গেল তহন বানর দেখলো যে, বোধ হয় শোকনা আছে। এই ভাইবা হেই ঝাইগাছের উপর উঠলো। উটলো বটে দুই তিন দিন অইলো না খাওয়া, তো শরীল^{১০}

১। নৌকা ২। ছইয়া ৩। মারিয়া ৪। একটু ৫। হইল
 ৬। এটা সেটা ৭। পিছন হইতে। ৮। বালিয়া ৯। শরীর

এহাবারে^১ দুকল অগ্না গ্যাছে। গাছে উইঠা এহাবারে চেতর^২ অগ্না পইরা অইলো। এদিকে সকাল ব্যালা সব গরুর রাখালরা নদীর গাবারে চরের উপর গরু আখবার নাইগা আইছে। আইসা নদীর গাবার দিয়া সব খেলা ধুলা কোরতাহে, তহন ঐ রাখালের মধ্যে থাইকা একজন ডাক পাইরা আর সব রাখালগারে কইতাছে, দ্যাখরে দ্যাখ আই গাছের উপর এক বানর হইয়া^৩ অইছে^৪। আর সব রাখালেরা দোড় পাইরা আইসা ঠিক তাই দেখবার পারলে। বানর রাখালগারে দেইহা কইল, ভাই রাখালেরা আমি আজ কয়েক-দিন অইল অনাহারে, দয়া কইরা তোমরা আমাক কিছু খাইবার দাও। তহন রাখালেরা বানরেক নিরা কিছু দুধ খিলাইল^৫। মাক বানর এহন এহানে থাকে। এদিকে হেই যে তার হয় ভাই নৌকা-টৌকা নিয়া বাড়ীর ঘাটে হাজির। তহন আজার লোকজন খবর পাইল যে আজার ছেলেরা বাগিযা কইরা ফিরা আইছে। আজার মত আমলা ফৈনা, নওনা, কাতল, রুই এই সমস্ত ছোট বড় সব আইসা ঘাটের পারে আজির^৬ হইল। আজির অগ্না দাছে যে বানরের নাও আছে ঠিকই কিন্তু বানর নাই আর বানরের নায়েই মালা-মাল বেশী, তা ছাড়া দুইডো আজকন্যাও আছে। দেইহা একটু সন্দী অইল^৭ ও বটে তবু কেউ কোন কথা কইল না। সব মালামাল নাইমা নিয়া বাড়ীত তুললো। পাতালপুরীর আজকন্যা কইল, মাঝি ভাই, তোমরাতো সব দেখ-লাই, দয়া কইরা একটু যাওনা ভাই, আমার মনে হয় সে মরে নাই, বাইচাই আছে। মাঝি কইল, হ্যা আনী মা, হে জানি কবে মইরা গ্যাছে। তহন আজকন্যা কইল যে, তুমি ভাই যে নদীর নাও নিয়া আসলা হেই নদীর গাবার দিয়া যাও আর গায়ে গায়ে হোজ^৮ কইরো।

মাক আজকনার কথা মত মাঝি খাওয়ার জিনিষ পাতি পোটলাতে বাইজা রওনা দিল আর নদীর গাবারে লোকজোন পালি তাগারে কয় যে, বাপু সব তোমরা কি কোন বানর টানল দেখছো? এই ভাবে যায় আর জিঙ্গাসা করে। মাতি মাতি যেখানে বানর রাখালের হাতে বাঁচে হেই

১। একদম ২। চিত ৩। শুইয়া ৪। রহিয়াছে ৫। খাওয়াইল
৬। হাজির ৭। সন্দেহ হইল ৮। বলিল ৯। জিজ্ঞাসা।

আইগার হেই রাখালদের কাছেই মাঝি জিজ্ঞাসা করে, তখন রাখালেরা কয় যে হ্যা, আমরা একটো^১ বানর ধইরা ছিলাম। সে বানর তো এখনও আছে। মাঝি কয় যে, আচ্ছা ভাই তার কাছে একটু নিয়া চল না। রাখালেরা একজন মাঝিকে সাথে নিয়ে বানরের কাছে গেল। বানর তার নামের মাঝিকে দেইহা দুই চোখ দিয়া পানি টপ টপ কইর পড়া নইল, আর বানর কইলো যে, তোমরা বাইচাই আছ তো আর আমার বৌ দুইভো কেমন আছে। মাঝি কয় যে, তারা দুইজন ভালই আছে। তারাই আমাক আপনার তালোশে পাঠাইছে। চলেন আমার হাতে^২ বাড়ী চলেন। তখন বানর মাঝির হাতে বাড়ী রওনা দিল। বাড়ীত যান্না দ্যাছে যে তার ছয় ভাই সব মালামাল নিয়া নিছে। তখন বানর তার বাপের কাছে যান্না কইতাছে, বাপজান এইযে মালামাল দেখতাছেন এই সব আমি বাণিজ্য কইরা নিয়া আইছি। আজা^৩ তার ছয় বাটাক^৪ ভাইকা কইল যে কি, বানর কইতাছে যে তোমরা বাণিজ্য কইরা কিহুই আনো নাই। এসব মালামাল বলে বানরের। ছয় বাটা কয় যে, বানর যা কয় সব মিছা কথা। বানর কইল যে, আমার কথা যদি অবিশ্বাস হয় তালি^৫ দ্যাছেন যে আমার আতের আংটির ছাপ অগারে ছয় জনের গোয়াই আছে। তাই হইনা^৬ ছয় ভায়ের কাপড় তুইলা দ্যাছে যে ঠিকই গোয়াত ছাপ আছে। শেষে বানর সব মাল পাইল। তখন বানর যান্না অজ্ঞ কারাগার থাইকা তার মায়েক মূজ কইরা নিয়া আইল। বানর তার দুই বৌ নিয়া দিন কাটাইতে নাগলো। এদিকে হেই ফকির একদিন আইসা আজাক কইল, কি আজা, কথা বার্তা ঠিক আছে তো। কোন ছেলেক দিবেন? আজা তখন মহা চিন্তায় পড়লো, আজা চিন্তা করে, কার কথা কমু^৭। সবইতো আমার কাছে সমান। তা ছাড়া কার কথা কমু, তার মা বা নানা বদদোস্তা করবো। যাকগা ফকিরের যাক পছন্দ অন্ন তাহীক ধইরা নিয়া সাইবার কমু। শ্যামে আজা ফকিরেক কইল যে, ফকির বাবা আমি কার কথা কমু? তবে কাল সকালে যাকে বাহির বাড়ীত পাইবেন তাকে ধরে নিয়া যাবেন। এই কথা বাড়ীর ভিতরে যান্না তার সাত বৌ-

১। একটা ২। সাথে ৩। রাজা ৪। পুত্র ৫। তাহা হইলে ৬। শুনিয়া। ৭। বলিষ :

যেকও কইল যে, কাল ভোরে যাক বাড়ীর বাইরে বুরি পাইবে তাকেই ফকির নিয়া যাবে।

এই কথা না হইনা সাত রানী তার যার যার বাটাক নিয়া ঘরের মধ্যে আইটকা ফালাইল। পাইহানা প্রসাব আইলেও ঐ ঘরের মধ্যেই তাক আইগবার মৃতপার কয়। তবুও কাহুক ঘরের বাইর আইবার দেয় না। কিন্তু শালার বানর হে কি আর নক কইরা থাকে, সকাল অয়ার আগেই তিন লাফে ঘরের বাইর অয়। বাইর বাড়ী আইসা লাফালাফি করতে নয়। ঐ সময় ফকির আইসা বানরের ঘাড় মোরা দিয়া ধইরা নিয়া গাঁটা দিয়া রওনা দেয়। এদিকে বানরের মাও আর দুই বৌ অনেক কান্নাকাটি করে তবুও ফকির কিছু শোনে না। ফকির বানরকে নিয়া যাইতে লাগলো। যাইতে গাইতে ফকিরের বাড়ীর কাছাকাছি গেলেই একটো গাঁও পাইল, হেই গাঁয়ে আবার এক পরামানি হ' থাকে। তার একটো মিষা ঘরে আছে। কোন জাইগাও বিয়া সাদী আইসে না। ফকির যে আবার কি ধরনের লোক তা ভাল ভাবেই পরামানিকের মাইয়া জানে। সে তো মানুষ না রাক্ষস। মানুষ ধইরা নিয়া বলি দেয়। তিন তালার উপর বইসা বইসা বই পুস্তক পড়ে আর ঐ ফকিরের সব মানুষ বলি দেওয়া দ্যাছে^১। বই পড়তে পড়তে দ্যাছে হে বইয়ে ল্যাখা আছে যে, তার বিয়া হবে এক বানরের হাতে। তখন দ্যাছে যে এক ফকির একটো বানর ধইরা নিয়া যাইতেছে। তখন পরামানিকের বিটি^২ ফকিরেক অন্য লোক দিয়া ডাক পাইরা বাড়ীর উপর নিল, নিয়া সব লোক কইল যে, বাড়ীর মধ্যে পরামানিকের বিটি বানরডো বলে দেখবো। তখন ফকির কয় যে, না বাড়ীর মধ্যে ন্যাওয়া যাইব না। বাড়ীর লোক আর ছাড়লো না। ফকিরের আত^৩ থাইকা জোর কইরা নিয়া পরামানিকের বিটির কাছে গেল।

পরামানিকের বিটি জোর কইরা তার কাছে একদিন রাখল আর বানরেক কইল যে, দ্যাছো তোমাক নিয়া তো নদীর পারে বলি দিব। তোমার

মত আরও শত শত মানুষ ফকির বলি দিছে। যান্না দ্যাহো গা বলি দেওয়ার জন্য কাতলা গাড়া আছে। যদি তোমাক হেই কাতলার মধ্যে গাড়^১ দিবান্ন কয় তালি তুমি আইগা দিবা আর কইবা যে, কিবা কইরা জানি দেওয়া নাগে আপনে আগে দিয়া দ্যাহান। যেই ফকির গাড় দিবো ওমনি তুমি খড়গ দিয়া এক কোপে শ্যাষ^২ কইরা ফালাইবা। পরে টুকরা টুকরা কইরা নদীর মধ্যে ফালাইয়া দিবা বুঝলা। বানর সব কথা নিয়া পরের দিন ফকিরের হাতে রওনা দিল। যান্না দ্যাহে যে পরামানিকের বিটি যা যা কয়া দিছে হেই কথাই। নদীর গাবারে এক বিরাট কাতলা গাড়া, তার কাছেই এক খড়গ। বানর হোছ করে বে এ গুলি কি? তহন ফকির কয় যে, এই কাতলার উপর মাথা থুইয়া ঘুম পাড়ি। যাক, ফকির বানরেক নদী খাইকা ডুব সান দিয়া নিয়া আইল। আইসা বানরেক কই-তাছে, এই কাতলার উপর মাথা দ্যাও। তহন বানর পা দেয়। ফকির কয় যে, ও রকম কইরা না। তহন বানর কয় যে, তালি আগে আপনে দ্যাহা দান। যেই ফকির মাথা দিছে ওমনি বানর খিল আটকা দিয়া খড়গ দিয়া এক কোপে দুই ভাগ কইরা ফালায়, তারপর টুকরা টুকরা কইরা নদীর মধ্যে ফাইলা দিয়া আবার হেই পরামানিকের বিটির কাছে আইসে। আইলে পরামানিকের বিটি তো সব জানবার প্যারলো। তহন বানরেক কিছু খাইবার দিল। দিয়া সব কথা হনলো, হইনা খুশী। বানর পরামানিকের বিটিক কইলো যে, তুমি আমার জান বাঁচাইয়া দিলা, তোমাক ছাড়া আমি বাড়ীত যামুনা। তহন পরামানিকের বিটি মুখে একটু একটু করে না করে, আসলে রাজী আছে।

বানর তহন একটো মসুল্লি তাইকা আইনা বিয়া পড়ায়। বিয়া পইড়া নিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করবার চায় কিন্তু মনে মনে ভয়ও করে যে, কি জানি আবার গাঁটাত^৩ খাইকা কেউ যদি কাইড়া নেয়। শ্যাষে এক বুজি করে যে, পরামানিকের বিটিক পুরুষের কাপড় পড়ায়, পয়রা রওনা দেয়। গাটার মানুষ দ্যাহে যে একটো পুরুষ মানুষ বানর নিয়া যাইতেছে। কোন

কিছু আর কয় না। দুইজন যখন বাড়ীত আইসে, বাড়ী আসা দেইহাই তো সব অবাক। বানরের হতালু ছয় ডাই কয় যে, ক্যারে শালাক না ফকির খইরা নিয়া বলি দেওয়ার কথা। শালা কেবা কইরা হেখান থাইকা ছুটছে। ছুটছে তো আবার বিয়া কইরা নিয়া আইছে। শালার মরন নাই, খুব বুদ্ধি আছে। বানরের মা ও বৌ দুইজন খুশী অইল। তহন বানর তার তিন বৌ নিয়া থাকা নইল। রাইতে বানর করে কি, তার খেলকা খুইলা বেশ আজকুমার হয়, অয়া হইয়া থাকে। সকাল অওয়ার আগেই ঐ বানরের খেলকা গায়ে দিয়া বানর সাজে, তা কেউ ধরবার পারেনা। পরামানিকের বিটি খুব চালাক। হে বেশ টের পাইল। পায়্যা একদিন ঐ বানর যখন খেলকা খুইলা হইয়া ঘোমায় তহন পরামানিকের বিটি খেলকা নিয়া হামলায়। পরে বানর চ্যাতন পায়্যা আর খেলকা পায়না। তহন বানরের আসল রূপ সকলের কাছে ধরা পড়ে। পরের দিন হেই খেলকা আঙনে পুইরা ফালায়। তহন বানর আর কি করে, তারপর বানর সুন্দর আজ্ঞপুত্র অইল। ছয় ডায়ের চেয়ে রং চং এই বানরের বেশ ভাল। বানর তখন তার বাপের কাছে গেল। তার বাপ প্রথমে দেইহা চিনবার পারলো না। আজ্ঞা কয় যে, তুমি কে? তহন হেকয় যে, আমি আপনার হেই বানর ব্যাটা। তহন তার বাপের কাছে বাণিজ্যে যাবার ঘটনা, ডাইয়েগারে বন্দী থাইকা উদ্ধার করলো কেবা কইরা, তারপর ফকিরের আত থাইকা কেবা কইরা বাঁচলো—সব কথা আজ্ঞার কাছে খুইলা কয়। তহন আজ্ঞা দেখলো যে, এই বানরের তো খুব বুদ্ধি আছে। আমার আর যে হয় ছেলে আছে তারাতো এর অর্ধেক বুদ্ধিও পালে না। বুঝলাম, আজ্ঞা চালান মতো এই বানরেরই বুদ্ধি আছে। আজ্ঞা দেখলো যে, এখন তো আমার মরণের সময় অয়া আইলো, কহন জানি মারা যাই। মরার পর হইতে সিংহাসন নিয়া মারামারি কইরা আজ্ঞের মধ্যে গোলগোল বুইয়া আজ্ঞাই আত ছাড়া অয়া যাইবো। এই ডাইবা আজ্ঞা তার ছয় ব্যাটা আর উত্তির নাজীর আমলা কোইলা, নওলা, কাতল সব ডাইকা আজ্ঞসভা আরম্ভ করে। হেই সভার মধ্যে আজ্ঞা কয় যে, আজ হইতে আমার পুত্র এই বানর সিংহাসন পাইল আর আজ্ঞা পরিচালনার ভার এই বানরের হাতেই। বানর যা করবে

ভাই আর যত লোক আছে শুনবে, যা আদেশ কোরবে ভাই পালন কোরবে। আর যে ছর পুত্র আছে তারা এই বানরের গোলাম হিগাবেই কাজ কোরবে। এই বইলা আজ্ঞা শেষ কোরলো। হেই দিন হইতে বানর হে দ্যাশের আজ্ঞা অইল আর আজ্ঞা চালান নইল। ভাই বেরাদার মা, বৌ, নিয়া বানর সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে নাগলো। হেইদিন থাইকা হে দ্যাশের মানুষ সব তাক কয় 'বানর বাদশা'। আজ্ঞা বেশ ভালভাবে চালান নইল, দ্যাশের লোকজন সব ভাল কয় নইল। আমার হাতের খানিও শ্যাখ অইল।

মহোন মুরালী বাশশার কেচ্ছা

পটুয়াখালী থেকে সংগৃহীত 'মোহন মুরালী বাশশার কেচ্ছা' সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান, সাহা পাড়া, দক্ষিণ কামিকাপুর, পটুয়াখালী। কেচ্ছাটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব জিন্না বিবির কাছ থেকে। সংগ্রহকাল - ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

মোহন মুরালী বাদশার কেচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

মোহন মুরালী বাদশার ওপরে বৈতাল পরীর নজর পড়লে সোনা কন্যার সাথে তার বিয়ে হয় এবং বিয়ের রাতে বৈতাল পরী তার রক্ত নিয়ে চলে যায়। পরের দু'রাতে এসে তাকে সজাগ করে তার সাথে খানা পিনা করে। আবার অস্ত্রান করে রেখে চলে যায়। তৃতীয় রাতে সোনা কন্যার সাথে তার মা মৃত পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে এগিয়ে গেলে বৈতাল পরী লাশসমেত মোহন মুরালী বাদশারে বহুদূরে নিয়ে যায়। সোনা কন্যা গণনার মাধ্যমে স্বামীর অবস্থান নির্ণয় করে ছ'মাস পরে এক জঙ্গলে গিয়ে তাকে মৃতবৎ পায়। তারা পরস্পর কথা বলে পালানোর পন্থা স্থির করলে পরীর গণনায় তা ধরা পড়ে এবং এবারে মোহন মুরালী বাদশারে সে কোকাক শহরে নিয়ে যায়। সোনা কন্যা সেই কোকাক শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে পথি মধ্যে ভোতা পাখীর কান্নাধাক্কী এক দেওনের সাহায্যে সে কোকাক শহরে যায়। সেখানে চুলীওয়ালার গায়ে জর ঢালান দিয়ে ভোল বাজানের সুযোগ লাভ করে পরীদের নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারপর বৈতাল পরীর মাতার নিকটে কণ্ঠ মালা বেনী তার স্বামীকে দাসী করে তা লাভ করে এবং বৈতাল পরীকে ক্ষমা করে দিয়ে তারা তিনজন দেশে চলে আসে। দেশে এসে এক গণনার সাহায্যে সোনা কন্যা এবং বৈতাল পরী জানতে পারে—মোহন মুরালী বাদশার অদৃষ্টে আরো বার বছরের দুঃখ লেখা আছে। অতঃপর তারা বাসগৃহের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকল। মোহন মুরালী বাদশা ঠগ-রাজার মেয়ে দু'টি নারীকে বিয়ে করে ঘরে আনল। বাপ মারা গেল। তার ঔত্থনের কথা পিতার নিকট থেকে দু'টি নারী জানতে পেয়ে তা তার অগোচরে রাখল এবং দু'টি নারীর কথামত সাতদিন পর্যন্ত দান খয়রাত দিয়ে শেষতক পঁচ টাকার জন্য তার বাদশাহী একজনের দায়বদ্ধ রাখলো। স্বামীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতেই দু'টি নারী পিছানয়ে চলে গিয়ে এক কোডোয়ালের সাথে অভিসারে লিপ্ত হল। তারপর মোহন মুরালী বাদশা আম এবং কলা হাটে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে তাও তারা স্থিত

করে খেলো। তারপর দুট্ট নারীর ডাইয়ের বিয়েতে মোহন মুরালী বাদশা দাওয়াত খেতে গিয়ে অপমানিত হল দুট্ট নারীর হাতেই। জল্পাদ দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা দিল। তারপর সে আড়ালে লুকিয়ে থেকে দুট্ট নারীর নিকট হতে পৈত্রিক ধনের সন্ধান লাভ করে সেওলো লুকিয়ে রাখল অন্যত্র। দুট্ট নারী কোতোয়ালকে নিয়ে সে ধন আনতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে কোতোয়াল কর্তৃক প্রহতা হল। মোহন মুরালী বাদশার সুধৈর্য্য আবার ফিরে এল। সোনা কন্যা এবং বৈতাল পরীর আবার আবির্ভাব হল। দুট্ট নারীকেও আবার স্বপ্নে আনল। কোতোয়াল নদীতে ডুবে মরল। দুট্ট নারীকে শুলে চড়ান হল। তারপর উজীরের মেয়ে তার সমালোচনা করায় তাকে বিয়ে করল, অতঃপর তার জামাতা তাকে নিতে এলে মোহন মুরালী বাদশার সাথে নিপুণ অভিনয় করে সে তার পূর্ব স্বামীর সাথে চলে গেল।

কাহিনী শুরু

এক বাশশার এউককা^১ পোলা অলছে^২। পোলার নাম মোহন মুরালী বাশশা। তাহার একদিন ঐছে কি, ঐ পোলায় খাট পালংগের উপর শুমাইয়া রইছে। রইছে পর ঐ পোলার উপরে পরীর নজর পড়ছে। নজর পড়ছে পর পোয়া ত এহন বেউস। মায়ে উড়াইতে গেছে, পোয়া উত্তেনা। আর কোন কতাও কয়না। মায়ে এত বোলায়^৩ কোন রাও শব্দ^৪ নাই। তাহার এহন দোচতে আইছে। ঐ পোলার দোচতে। তাহার মায়ে হেই দোচতের তে কয়। কইছে পর এহন হইন্যা দোচতে কয় কি, তয়ে দেহি মাঐ আমি একদিন যাইয়া আমার দোচতে আমার লগে কতা কয় নিহি। তাহার দোচতে গেছে। এহন যাইয়া জিগায় কি, দোচত আমনের^৫ ঐছে কি ?

তাহার কোন কতা কয় না। তাহার আবার জিগাইছে। জিগাইছে পর না কওনে এফির দোচতে কয় কি, দোচত আমনে বিয়া করবেন নাহি। তাহার এহন ঐ পোয়ায় কয় :

সপনে কইরাছি বিয়া আমি

বেংরদ পরীর মাইয়া

বৈতাল পরীরে।

তাহার এহন দোচতে বোজল, হের দোচতে বুজি হাচাই বিয়া হরবে। তাহার এহন আইয়া কয়, হ মাঐ আমি কতা কওয়াইছি। দোচতে বোলে বিয়া হরবে। আসলে তো মোহন মুরালী বাশশায় যা কইছে হেইয়া হের দোচতে বোজে নাই। হে মনে করছে যখন দোচতে বিয়ার কতাই কইছে আমার কাছে তর বুঝি তিকই বিদ্ধা হরবে।

তাহার এহন দোচতের মোহে এই কতা হইন্যা হেরা বিয়ার খুব আয়োজন করতে আছে। মালামাল বেবাক^৬ যোগাড় কইর্যা হালাইছে। তাহার যোগাড় কইর্যা হালাইয়া এহন মাইয়া দ্যাখতে যাইবে। তাহার এহন রায়বার^৭ পাড়াইছে। রায়বারে যাইতে যাইতে অনেক উত্তরে যাইয়া

১। একটি ২। ছিল ৩। তাকে ৪। সাড়া শব্দ ৫। আপনার

৬। সতি ৭। সব ৮। ঘটক

আরাক বাশশার রাইজো আইয়া পড়ছে। তাহার হেইখানে যাইয়া একটা পুইয়ের^৮ পাড়ে উইট্যা হইয়া রইছে। রায়বারে পোয়ার বিয়ার কাবা^৯ লইয়া গ্যাছে। তাহার ঐছে কি, হেই দ্যাশে আরাক বাশশার মাইয়ার লাইগগা ও রায়বার আইছে। হেই বাশশার ঐছে কি, দিন ঐজে হ্যাক গর উডাইতে আর রাইত ঐজে হেই গরে আঙন লাগতে। তাহার বাশশার গণক আনাইছে। এইয়ার কারণ কি। তাহার গণকে গইন্যা দ্যাছে যে বাশশার গরে বড় এক মাইয়া আছে। হেই মাইয়ার নোশ^{১০} ছাড়ে আর হেই নোশের লগে বাশশার সব গরে আঙন লাগে। তাহার এখন বিয়া যোবদে^{১১} না দেবে হোবদে^{১২} এই রহমই আঙন লাগবে। তাহার এখন ঐ মাইয়ার বাহেও এক রায়বার পাডাইছে। হেও কাবা লইয়া মাল্লা^{১৩} করছে। হে মাল্লা করছে দহিন দিগে। তাহার এখন হে আইয়া ওটছে পুইয়ের দহিন পাড় দিয়া। তাহার এখন আইয়া পুইয়ের দুই কল দিয়া দুইজন উইট্যা দুই দিগে ডুমাইয়া রইছে।

তাহার এখন নেইল গেছে। তাহার এখন ডুমেরতন উইট্যা একজন আর একজনের জিগায়—আমনে আইছেন কেয়া? তাহার হে কয় যে আমি মাইয়া বিয়া দিনু। এখন ও কয় যে আমি পোয়া বিয়া করাটমু। তাহার এখন ঐ কাবা দেইখা মিইল্যা গেছে পর এখন হেরা কয়, তয় বিয়া ত ঐয়াই আছে। তাহার এখন মাইয়া আলায় পোয়ারডা আর পোয়া আলায় মাইয়ারডা ঐ ছবি দুই হান দুইজনে লইয়া গেছে। হের পর শুককুর বার দিন তারিখ হালাইছে পর ত এখন শুককুর বার পোষাবার^{১৪} আইবে। এখন এদিগে ঐছে কি, ঐ পোষায় বিয়া হরবেনা। তাহার ত এখন ব্যাবাকতে^{১৫} কয়, হেদিন কইলে বিয়া হরবে আর এখন কয় কিনা হরবেনা, তয় দর হালায়ে। কেউন্যা^{১৬} আছা মতন। তাহার ত হেরা অরে মারছে। মাইর্যা টাইর্যা এখন নাওয়াইয়া দোয়াইয়া আতীর

৮। পুকুর ৯। ছবি ১০। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ১১। যতদিনে না ১২। ততদিন ১৩। রওনানা করিয়াছে ১৪। বরষাঙ্গী ১৫। সকলে ১৬। হাতের কনুইয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা।

দিতে আবার বওয়াইছে—কেমন তারা। কাপড় দিয়া অর চটক বাইন্যা তারপর অরে লইয়া হেই বাড়ীত পোষাবার গেছে। তাহার এখন বিয়া ঐবে। তাহার এখন পোষাবাররা কয় যে, আমাগ দ্যাশে একটা চল^{১৭} আছে। তাহার মাইয়া আলাসা কয় যে, কি চল? কয় যে, মোগ দ্যাশে পোয়াগ চটক বাইন্দা বিয়া অয়। তাহার ত বিয়া ঐছে। ঐছে পর এখন অন্তর বাড়ী^{১৮} নেছে। নেছে পর এখন হালা বউরা তামাশা কইর্যা অর মূহে একটা পান দিছে। পানডা ও আবার হিরাইয়া গোড়াইয়া বাইর কইর্যা হালাইছে। তাহার মাতায় এক কুপা^{১৯} ত্যাল দিছে। তাহার ত এখন পাগড়ী ভিইজা ত্যাল মাথা বাইয়া পড়ে। হালা বউরা এই তামাসা করছে যেই মাতা না অয় আর চোক বাইন্দা না থাকতারে^{২০}। তাহার এখন নাওয়ানীতে নেছে। নওয়াইয়া হজাইতে বওয়াইছে। তাহার ত এখন আর না চাইয়া কামনে পারে। তাহার ত এখন ঐ হগলডা^{২১} কথা বার্তা কয় হালা বউরা। আশতামগা^{২২} করে। অয় টিপ টিপ^{২৩} কইরা চায়।

অয় না চাওয়ার ভান কইর্যা আড়ে আড়ে চায়। তাহার এখন এই বউরে দেইখ্যা অয় মনে মনে কয় আরে, পরী ত রাইতে অয় রাইতে যান্ন। হেইয়ার চাইয়া এটাইত ভাল। এই সোনা কন্যায়^{২৪}। তাহার খাইয়া দাইয়া রাত্তির যে কালে পরায়^{২৫} শাষ ঐয় গ্যাছে হেইকালে জোর বান্দির গরে নিছে। নিছে পরত ও গুম পাড়ছে। গুম পাড়ছে পর এখন ঐ পরী আইয়া কান্দে, কেওর^{২৬} ম্যাল দুয়ার ম্যাল গো মোহন মুরাজী বাশশা, আমি তোমার বৈতাল পরী। তাহার অরে উড়াইছে। তাহার এখন ঐ পরী কান্দে। কাইন্দা টাইন্দা এখন অরে কয়, নেও আমার আতে এটটু পান খাও। তাহার যেই পান নেওয়া দরছে আর অর আতুরা^{২৭} টাইন্যা নিছে। টাইন্যা

১৭। রেওয়াজ বা রীতি ১৮। অন্দর মহলে ১৯। তৈল মাখিবার সরঞ্জাম বিশেষ। গ্রাম দেশে লেপ বা কুপি বলা হয়ে থাকে। ২০। থাকতে পারে ২১। ঐ সব ২২। হাসি তামাসা ২৩। আড় নয়নে। ২৪। বাদশার মেয়ে বা কনের নাম সোনা কন্যা ২৫। প্রায় ২৬। কপাট বা দরজা। ২৭। হাতখানা।

নিয়া এহন অর রুহ লইয়া গেছে। তাহার ও এহন মরার মতন পইত্যা আছে। মানে মইর্যাই গেছে। তাহার এহন ঐ যে বাশশার মাইয়া পোনা কন্যা হে এহন উইট্যা কান্দে, হে উইট্যা চাইয়া দ্যাছে বিরকী^{১৮} দিয়া যে পরীতে অর রুহ লইয়া যায়। তাহার এহন ও কাইন্দা কয় যে, বু^{১৯} তোর পাও ধোওয়া পানি আমি জনোমভর টান্‌মু, তুই অর রুহডা নিহনা। এহন ঐ পরীতে এই কথা হইন্যা খাড়াইয়া চাইয়া দ্যাছে কি, ঐ পরীর চাইয়া দুই-গুণ দূরত অর বেশী।

তাহার এহন চিন্তা কইর্যা ও রুহডা খুইয়া গেছে। তাহার বাশশার কাছে খবর গেছে, সে কতা হইন্যা এহন ব্যাবাকতে কান্দে। আর ঐ বাশশার মাইয়ারে ব্যাবাকতে মন্দ কয়। কয় যে এইডা কোন জাতের মাইয়া। অর কহাশডাই ডালা না। তাহার এই কতা হইন্যা এহন ঐ মাইয়ায় কয়, না আমি এইখানে থাহম না। আমি আমার হউরের^{২০} লগেই যামু। তার পর ত এহন খাওয়া লগি আর ঐরনা। পোষাবাররা বিদায় লইয়া যায়। তাহার এহন আর ঐ বাশশার বিবি চিন্তা করে, আহারে আনার এউককা পোয়ার বিয়া।

পাঁচ শ পোষাবার গ্যাছে বউ আনতে। হেগ ক্যা^{২১} কোন সাড়া শব্দ নাই। আবার পোষাবাররা চিন্তা করে, হায় অন্ন। এই সংবাদ যদি বাড়তে যায় তন্ন বিবি সাবে হাউফেল করতারে। হেইয়ার কাম নাই। হেইয়ার চাইয়া হেরা বাশশারে কইলো যে, বাশশা আমনের খবর লইয়া আমনেই যান। হেরপর বাশশায় গেছে। মাইয়া এই খবর কইছে পর ত কান্দা কাভির ধুম। তাহার এহন কয় যে পোয়া নিয়া দাফন কর। এহন বউ কয়, আমার স্বামীরে কবরে খুইতারবেননা। হেরে দাফন করবেন না। তাহার কয় যে আমনেরা নদি না রাখতারেন আমি হেরে পরি দিম^{২২}।

২৮। জানাঙ্গা ২৯। বুবু বা 'আপা' সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বড় বোনকে সম্বোধন করা হয়। দাদীকেও অনেক সময় বুবু বলা হয়। ৩০। স্বত্তরের ৩১। তাহাদের কেন ৩২। গাহাড়া দিব।

তাহার ঐ পোয়াল হেই পরে থাকতো। হেই ঝড়কান^{৩৩} নীচে হাজাইয়া পোয়া খুইছে। তাহার হেইয়ার নীচে একটা গর্ত কইয়া ঐ বউ বইয়া রইছে। তাহার রাত্তিরে ঐ পরী আইছে। ঝাইয়া এহন হিতানের^{৩৪} একখান ঘাক খুইছে পৈথানে^{৩৫} আর পৈথানের একখান ঘাক খুইছে হিতানে। তাহার ঐ পোয়াল হজাপ ঐছে। তাহার ঐ পরীতে খাওয়াইছে খাইছে, পাশা খেলাইছে। ফুলালী তোল মাতায় দিছে। তাহার এই ভাবে ঐ পরীতে পর পর তিন রাত্তিরে আইছে।

আর অরে নইয়া ঐ হগল তাম শা করছে। আর ঐসে বউ সোনা কন্যায় হ্যায় নীচে বইয়া ব্যাকই দ্যাখছে, কোন কথা কয় নাই। তাহার ঐছে কি এই ভাবে তিন দিন গ্যাছে পর এহন মায়া আইয়া ঐ বউরডে কয়, যে বউ আমার পোলাউগতা^{৩৬} কেমন আছে আমি হেইয়া একটু দেখতাম পচছে না গলছে। তাহার বউ কয় কি নাহ পচে নাই। আমনে দ্যাছেন, তাহার হে দ্যাখতে গেছে। এহন দ্যাযেকি, রাইতে যে ফুলালী ত্যাল মাখায় দিছে হেইয়া এহনও মাখা বাইয়া পড়ে। হেই যে পান খাইছে হেই পানের চিবতি^{৩৭} এহনও মুহে লাইগ্যা রইছে।

তাহার এহন হাউরী কয়, বউ আমি আইজ তোর কাছে রইম। তাহার এহন বউ কয় যে নাহ আশ্মা আমনে হেইয়া পারবেন না। আমনে সহ্য কইয়া থাকতে পারবেন না। হায়রীত কয়, হ'বউ আমি পারম। তাহার হায়রী ও রইছে ঐ বউর পাশ দিয়া। তাহার আইজও পরী আইছে। পরী আইয়া আইজও হজাপ করচে। খাওয়াইয়া লওয়াইয়া যেই পাশা খেলাইতে বন্না-ইয়া মোহন মুরালী বাশগার গুডি পাক লইছে আর পরীরতা কাঁচা রইছে পর এহন খটখটাইয়া আশ দেছে। আশ দেছে যে হে জিতছে আর একজন ঠগজে। হেই কালেই অর মায়া উঠছে।

উইঠা কয়, আরে বাবা তুই আমার লগে একটু কথা ক। এইয়া কইছে মত্তর ঐ পরী এফির অরে টাইন্যা লইয়া গোছে। তখন বউ কয়,

৩৩। সুসজ্জিত ঘাসের ঘর। ৩৪। মাখার দিকে ৩৫। খায়ের দিকে
৩৬। ছেলটি ৩৭। পানের ছিবানো রস।

আমনের পোরা গাছে, পোরারে পরীত লইয়া গাছে। তর এখন আমি আর
খাইক্য কি করম। আমিও যাইম। তাহার বউও গেছে। ছর মাস
সোত আট্টে আট্টে বউ কতদুর যাইয়া আবার ধ্যান^{৩৭} দরজে
দ্যাখ্বে আছে অরা কইহানে য়। তাহার একির ধেরান দইয়া দ্যাছে কি,
পরীতে অরে জোঙ্গলে মাইয়া থুইছে। তাহার ঐ বউও গ্যাছে। যাইয়া
হিতানের খাট খান পৈথানে আর পৈথানের খাট খান হিতানের দিকে নেছে।
তাহার উইট্যা অর দিগে চাইয়া কান্দন লইছে ও-ও কান্দন লইছে। এখন
কান্দে আর কয়, তোমার এত সুরত আলহে বিয়াব কালে, তাহার তুমি এখন
এমন ক্যা? তাহার ও কয় যে, তোমার লাইগ্গাই ত আমার এই অবস্থা।
আইজ ছরমাস তরি জোঙ্গলে জোঙ্গলে গোরতে আহি। তাহার এখন মোহন
মুরালী বাশশায় কয়, পরীতে তো মোরে লইয়া যাইবে। মোরে তুমি রাখ-
তারবা না। তাহার কয়, ও কতা এখন খাউক। তুমি এখন শিগগির যাইয়া
ঐ আড় গোড়ের তলে পলাইয়া ধাহ। কাইল আইয়া আবার আমারে জেন্দা
করবা। তাহার আমরা পলাইয়া যাইম। তাহার ওনারে জেন্দারতন^{৩৮}
মরা কইয়া থুইয়া ও যইয়া পলাইয়া রইছে। হের পর ঐ হাজের কালে^{৩৯}
পরী আইছে। আইয়া কয় মনুষ্য মনুষ্য গোন্দ কয় যে। তাহার পরীতে
ধ্যান দরছে। দইয়া দ্যাছে ওই আর গোড়ের মইদো। তাহার এখন
কয়, আরে চুন্নীতোর লাইগগা যেই জোঙ্গলে আইলাম হেইহানেও তুই।
তোর লাইগ্গা অরে জোঙ্গলেও রাখতারলামনা। তর যা, একির অরে
লগেই লইয়া যাইম। তাহার মোহন মুরালী বাশশারে অর গলার কাঠ মাজা
বানাইয়া এক্কারে কোকাপ শহর লইয়া গেছে।

তাহার ঐছে কি, আর এক ব্যাড়া চৌদ্দ ডিংগা লইয়া মাজা করছে
নদী দিয়া। তাহার ঐছে কি। ঐহানে নদীতে একটা দেও আলহে। তাহার
ঐদেঙডার চৌদ্দ ডিংগার মাল-পত্তর ব্যাক খাইবে কইয়া কাল চেউ দেয়।
তাহার ঐছে কি, ঐ ডিংগার মইদেই একটা জংশের্যা^{৪০} কাল ফহীর আলহে।

৩৭। ধ্যান ৩৮। জীবিত অবস্থা হইতে ৩৯। সম্প্রদায় সময়ে ৪০। যুগ।

তাহার ঐ কহীয়ে দেওতারে একটা মন্তর দিয়া পাখা বানাইছে। পাখা বানাইয়া হের পর মন্তর দিয়া একটা তোতা পক্ষী বানাইছে। বানাইছে পর এখন দেও তো কান্দা-কান্দি করে আর কয়, মোরে কোন অপরাধে এই রহম করলি।

তাহার ঐ কহীয়ে কইল যে, যেদিন তুই সতী নারী সোনা কন্যারে পাড় কইয়া দিবি ওপাড় যেদিন তুই আবার দেও অবি। আর নহিলে আর দেও ঐতারবিনা। এতদিন তুই তোতা পক্ষী ঐয়াই ঐ গাহের ডালে বইয়া থাক'বি। তাহার ত অয় গেছে। অয় এখন ঐ নদীর কূলে কূলে নল ভাংগে জল খায়, খাক ভাংগে হাঁস খায়। আর গাহের পাতা হেইয়া ফেলে। কাপড় চোপড় ত নাই। এখন ঐ তোতা পক্ষী ডায় দ্যাখ্ছে। দেইয়া তাহার তোতা পক্ষী ডা ডাক লইছে--তুই কে? তুই-ই কি সতী নারী সোনা কন্যা? এখন ঐ সতী নারী সোনা কন্যায় কান্দন লইছে—

দয়াল অজ্ঞা দয়া কর তুমি আমারে
আমি ঐলাম সতী নারী সোনাকন্যা
কে ডাকলে আমারে।

দয়াল অজ্ঞা তুমি দয়া কর আমারে।

হের পর এখন ঐ পক্ষী ডায় কয়, এই সতী নারী সোনা কন্যা, তুই ওপাড় যাবি নাহি। হেইলে তুই লতা-পাতা আইনা তোর চউক দুইটা বাইন্না আমার পিড়ে ওড়। তাহার ও কয়, এইয়া কও কি? তুমি তোতা পক্ষি আমারে তুমি কেইমনে নেবা? সাত-সমুদ্র তের নদীর ওপাড় কোকাপ শহর। তাহার ও কয়, হেইয়া দিয়া তোর কাম কি? তুই যাবি নাহি, হেইলে চউক বাইন্না পিড়ে ওট। পিড়ে ওট্ছে পর এখন ত আর পক্ষী না, দেও ঐয়া গেছে। তাহার একটা মোড় দিয়া উইটাই কয়, সোনা কন্যা নাম না। তাহার ঐ সোনাকন্যায় কয়, এইয়া কই নাম্ম নদীর মইন্দো। তাহার হেই দেওডায় কয়, না তুই পাও হালাইয়া দ্যাখ। তাহার পাও হালাইয়া দ্যাখে যে পায় পেরা^{৬২} বাজে। তাহার ত সোনা কন্যায় হাইয়া ওপাড় ওট্ছে, আর গাংগের দেও গাংগে রইছে।

হের পর ওপর যাইয়া দ্যাখে, এক বাহেস্যা^{৪২} ঐ পরীক্ষা চোল বাজায় । তাহার বাহেস্যারে^{৪৩} জিগ্মস, নেভাই,^{৪৪} তুমি এই দ্যাশে আইলে ক্যামনে ? তাহার বাহেস্যায় কয়, আমারে চেউতে আনছে । সোনা কন্যার হৃদুবেশে পুরুষের বেশে গেছে । তাহার অর লগে গল্প শুজব করে যে আমার মায় কইছে অমুক খানে তোর এক খালাত ভাই আছে । তুমিই ত আমার হেই ভাই । তাহার এহন বাহেস্যারে এক তুলুক তামোক^{৪৫} বাজাইয়া দিছে । আর ঐ তামোকের লগে বাহেস্যার গায় জর ঢালান দিছে^{৪৬} । বাযাইট্ট মাছা^{৪৭} জ্বর । বাহেস্যার গায়, তাহার এহন তামোক খাইয়া বাহেস্যা কয়, তোরা তরাতিরি খাতা-টাতা গায় দে আমার । তাহার দিছে ।

এহন ঐ খাতায়ও অয়না । তাহ র কয়, তোরা দুইজনে আমারে টাইন্যা দয় । তাহার দয়ছে । হেইয়ার পব এহন বাহেস্যায় কয় ব্যাড়া, ডোল বাজা-ইতারবি ? তাহার ও ডোল আনছে । ডোল আইনা বাজায় । তাহার এহন ঐ বাহেস্যায় কয়, দ্যাখ, আমার ল্যাহেন^{৪৮} বাজাইতারবি নিহি । তাহার এহন বাজাইতে বাজাইতে দ্যাখে অর খিচাও^{৪৯} সরস বাজাইতারে । তাহার কয় যে, হ তুই পারবি । হের পর বাহেস্যায় কয় যে, পরীক্ষা মইদো সবার বুড়া পরী ঐল বেৎরদ পরী । হেরডে যা চাবি হেইয়াই দেবে । তাহার পরীরা কয়জনে নচত নাচতে বেউশ ঐয়া যায় । তাহার ও তো ডোল বাজাইতে আছে । তাহার বেৎরদ পরী কয়, কি চান তুই ? তাহার এহন একখান খাট দিছে । দিছে পব ও আবার বাজায় । এইবার আরো

৪২ । তুলিওয়ালা । ৪৩ । তুলিওয়ালার নিকাট । শোনা যায় পরীরা নাকি বিস্তার রাত নাচগান করে এবং সেই সময় চোল-বাদ্যের দরকার হয় । যতক্ষণ বাদ্য বাজতে থাকে ততক্ষণ নাকি ওদের নৃত্য-গীতও চলতে থাকে । ৪৪ । মিয়া ভাই । সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই নামে সম্বোধন করা হয় । ৪৫ । একবারে ধূমপান করা যায়—এই পরিমাণ তামাক কলকীর মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হয় । ৪৬ । মস্তবলে অলৌকিকভাবে জানা । ৪৭ । জরানক জ্বর । ৪৮ । মড় । ৪৯ । ওর ঢেরে-ডু ।

জোরে জোরে। এখন শুভকণ ডোল বাজায় পরীরাও নাচতে থাকে।
এখন নাচোন আর থামেনা। তাহার কন্ঠ যে, কি চান ক। তাহার
এখন ও কন্ঠ যে, ঐ যে বৈতাল পরীর গলায় কাটমাঝা ঐ মালাহান
আমি চাই। তাহার এখন ঐ বেৎরদ পরী কন্ঠ যে, বৈতাল পরী, দে তোর
মালাহুড়া দে।

তাহার ও কন্ঠ যে, না দিমনা। তাহার না দেখেনে এখন ও টাইন্যা মাল
হুড়া হালাইয়া দিছে। টাইন্যা হালাইছে পর ঐ মালার মইদে গোনে মোহন
মুরাজী বাশশা বাইর ঐয়া পাড় ঐছে। এখন ঐ সোনা কন্যায় বুড়া পরীরতে
বিচার চায় যে, আমার পুরুষ^১ আমনের মাইয়ায় আইজ বার বছর
অয় চুরি কইয়া আনছে। এইয়ার বিচার আমনে কইয়া দেবেন।
এখন বেৎরদ পরী বিচার করলে যে একশ একটা দোররাহ মার বৈতাল
পরীর গায়। এখন বৈতাল পরী কান্দন লইছে। সোনা কন্যারে কন্ঠ, জনম
জন্ম তোমার পানি টাইন্যাই আমি যাম্। তোমার পাও ধোয়াইয়াই খামু।
ত আমারে পরানে মাইরোনা। তাহার সোনা কন্যায় অরে মাফ কইরা
দিগ। তাহার বিচার শায়ে তিনজনে দ্যাশে আইছে। তিনজনে দ্যাশে
আইয়া মোহন মুরাজী বাশশার বাড়তে আইছে। আইয়া অরা ধোয়ান
খইয়া দ্যাছে যে মোহন মুরাজী বাশশার কহালে আরো বার বছর দুঃখ
ল্যাছ। এইয়া নিহি দেইখ্যা হেরা দুইজন দালানের লগে মিইশা রইছে
যেন কেঐ না চেনে। এখন মানে গাইব ঐয়া রইছে। এখন ত পরীরা
সব দ্যাছে কিন্তু বাশশায় পরীগ দ্যাছোনা। হেরা ত পলাইয়া রইছে।
এইভাবে মাস পাঁছ-ছয় গেছে। এখন ব্যাবাক্তে ক'লে যে মোহন
মুরাজী বাশশা বুড়া ঐয়া গেছে। হেরে পরীতে হালাইয়া দিয়া গেছে।
তাহার এখন আবার আলাকজন বিয়া করাও। তয় এখন হরলে কি,
সারবার, দিছে টগ রাজার মাইয়া “দুশ্টি নারী” নাম—হেই বাড়তে পাঁচশ
সেছে পোষাবার, বিয়াও ঐছে। বিয়া ত ঐয়া গেছে। তাহার এখন কন্ঠ-
হেঁকদিন সেছে পর ঐ বাশশার এখন বেরাম ঐছে (মোহন মুরাজী বাশশার

বাহের), তাহার এহন মরবে। এহন মরার কবলে মোহন মুরাজী বাশশার খুঁট দুন্ট নারী দারে আলহে। আর ঐ মোহন মুরাজী বাশশার গেছে ডাক্তারের লাইগলা।

তাহার বাহে এহন কয়, মোহন মুরাজী বাশশা দারে আছে ? তহন ঐ খুঁট কয় হ আছি। তাহার বাহে কয় যে, এ হৈসটা মাইট আছে। হাতরা দরজার মাতায় হাতবা পায়খানার দারে আর হাতরা যে মরে হের হিতানে। এইয়া কইয়া এহন বাশশার মরছে। তাহার ত মোহন মুরাজী বাশশার ডাক্তার লইয়া আইয়া দ্যাছে যে মরছে। তাহার মোহন মুরাজী বাশশার হের বউরে কয় যে, বিবি আমার বাহে মরার কালে কিছু কইয়া গেছে। আমনের এই যে বাশশাই সাতদিন তরি কোল দান-বিদান করতে কইছে। আন্নার অস্তে দিতে ঐবে। সাত দিনের মইদো কেঐরে আর মানা করতে পারবেনা।

তাহার দান করতে করতে দালানের চুনা পর্যন্ত মাইনশে লইয়া গেছে। তাহার এহন আর কিছুই নাই। তাহার এক ভিখারী আইয়া কয়, আমারে পাঁচটা টাছা দেও। হে কয় আমারডে ত আর টাছা নাই। তয় নেও, টাছার বদলে এই বাশশাই-ই তোমারে দান কইরা দিলাম। পাঁচটা টাছা যেদিন দিতারুম বা দান করতে পারুম হেদিন আবাব বাশশাইতে বহম। তাহার কয়হেক দিন গেছে। গেছে পর এহন আর কিছুই নাই। থাইবে কি ? তাহার এহন খুঁট কয়, আন্মা আমারে যদি আমনের পোয়ায় এটটু লইয়া মাইন্তে তয় আমি বাহের বাড়ী মাইতারতাম। আমার বাহের বাড়ী এত বিড়^১ বেসাদ আর এই হানে আমি না খাইয়া আছি।

তাহার মোহন মুরাজী বাশশারডে কইছে পর কয় যে হ, আমি পারিনা বৈড়া বাইতে, আমি তোমারে নিমু কেইমনে। তাহার ঐ নাক্সেত চইড়্যা বৈড়রা দইয়া বইয়া রইছে। তাহার আন্নার নাম লইয়া নাও ভাসতে ভাসতে

গেছে। তাহার গাড়ে গেছে পর এখন বউ কয় যে, বাশশা আমনের গায় ত ভাল জামা নাই। তর আমার ভাইগ ত কত জামা। হেইয়া আইন্যা দিম-হনে। তাহার আমনে গায় দিয়া যাইবেন। তাহার ত বউ গেছে। আর অন্ন নৌকায় বইয়া রইছে। তাহার ঐছে কি, বউর পরনে পাঁচশ টাহার একখান শাড়ী আলহে। হেরপর এখন ঐ মোহন মুরাজী বাশশার বউ দুট্ট নারী এক গোয়াইল্যার^{৭২} পরিবারে কয় যে, তোর হিননের^{৭৩} কাপড়টা (শাড়ীটা) আমারে দে আর আমারটা তুই নে। তাহার ও নেছে। নেছে পর ঐটা পইর্যা—ঐ গোয়াইল্যার বউর শাড়ী পইর্যা হে বাইত^{৭৪} যাইয়া কান্দন লইছে। তাহার দেইখ্যা বাপ-মায়ও কান্দে আর কয়, এত বিড় ব্যোশাদ দেইখ্যা তোরে বিয়া দিলাম তাহার এখন এইয়া কি? তাহার জিগাইল যে তোর ব্যাডায় আছে? কয় যে নাই। হেইয়ার পর ঐছে কি, ঐ মোহন মুরাজী বাশশায় ত সবই দ্যাখল। হের পর দেইখ্যা টেইখ্যা হে ঐহানতনই চইল্যা গেল। আগের ল্যাহেন বৈডা দইর্যা নায়ের উরপে বইয়া রইছে পর মাও আমনে আমনেই ডাস্তে ডাস্তে যাইয়া হের গাড়ে বিড়ল। তাহার এখন বাত্ তে গেছে পর মায় জিগায়, ভাত খালি কিদ্দিয়া। ও কয়, মা আমার অবচ্ তা শুইর্যা গেছে। ভাত টাত আর খাইম কি। আমি এই মনেই চইল্যা আইছি। তাহার এই ভাবে কয়হেক দিন গেছে পর এখন এক-দিন গাছে একহাড় ক্যালা পাক্ছে। হের পর এখন মায় কয়, তোর হউর বাড়ীর দারেই ত ঠগ রাজাদের আড। ঐ আডেই এই ক্যালাছড়া লইয়া যা। তাহার এখন আবারও কয়, আইম কি মা, আমি ত আর বৈডা বাইতে পারিনা। তাহার মায় কয়, বাসন লাগব কিনে। তুই বৈডা দইর্যা বইয়া থাক্বি, হেইজেই ঐবে। তাহার ও হেই কলা লইয়া হেই আডে গেছে। তাহার এখন অর হউর বাড়ীর দরজার মাতায় গেছে পর দ্যাছে যে, অর পরিবার ও আর একজন কোতপাল^{৭৫} হেইহানে। তাহার এখন অর পরিবার হেই কোতপালরে কয়, ঐ মোহন মুরাজী বাশশায় আম লইয়া আইছে। তাহার ও জিগায়, তোমার আমের দাম কত। কয় যে, একটাহা। তাহার অর

খাইছে। খাইছে পর এখন টাছা চাইছে পর কয়, আর একদিন নিও। তাহার ও বাড়তে আইছে। তাহার এখন মায় জিগায়, পয়সা কইরে। তাহার ও কয়, মা, আমি ত বাশশার পোয়া। আমি পয়তা লইম কেইমনে। কেঐ খায় ছোলা কেঐ খায় আড়ি, ক্যারডে পয়সা চাইম? তাহার ও ঐ যা দেখছে হেইয়ার কতা আর কেওরডে কয় নাই। তাহার আর একদিন কালো পাকছে পর এক ছড়া কালো লইয়া আডে গেছে পর আবার ওর পরিবারেই বোলা-ইছে কোতপালেরে দিয়া। তাহার গেছে পর জিগায়, ক্যালার কুড়ি কত? ও কয় যে, আলেটা আনা। তাহার কালো খাইছে পয়সা দেয় নাই। তাহার ও বাড়তে আইছে। বাড়তে আইছে পর মায় জিগায় পয়সা লইছো? ও কয়, লইম কেইমনে?

কেঐ খায় ছোলাডুক কেঐ খায় ক্যালাড়ুক। ক্যারতন পয়সা লইম। তার পর আর একদিন আডে গেছে। আডে গেছে পর আডের তন হইয়া আইছে ঠগ রাজার পোয়ার বিয়া ঐতে। তাহার মারডে আইয়া কয়, মা ঠগ রাজার পোয়ার বিয়া ঐবে। আমি যাইম। তাহার মায় কয়, তুই যে মাখি তোরে দাওয়াত করছে? ও কয়, মা আমারে দাওয়াত করবে কি? আমার গেছে অবচ্তা পইড়া, আমি গেছি গরীব ঐয়া। আমারে দাওয়াত দিব কে? তাহার অয় গেছে। এখন যাওয়ার ব্যালা মায় কয়, বাবা, আমার লাইগ্গা দুগ্গা^{৫৬} ভাত আনিছ।

তাহার ত ও গেছে এখন দাওয়াত খাইতে। তাহার এখন অরে দেইখায় কোতপালেরে কয় হের পরিবারে—আইজগা^{৫৭} অরে মারমু। তাহার দুই-জনে মজি করে অরে মারে। তাহার অহন ঐ দুগ্গা মাইয়ার কয়, এত যে মানু^{৫৮} আমি এট্টু খাদিম^{৫৯} দিমু। তাহার রাজার রাগ ঐছে—হেরা ক্যেমন্তে। আমার একটা মাইয়া, হে খাইবে খাদিম দিতে। তাহার ত মাইয়ার কয়, না, আমি না হনুম না। শ্যামে অরে খাদিম দিতে দিছে। মোহন মুরালী বাশশারে দুগ্গা ভাত দিয়া তাহার কান্দন লইছে—এই ব্যাডা

৫৬। কিছু ৫৭। আজকে ৫৮। লোক ৫৯। খাবার পরিবেশন করিব বা কষ্টন করিব।

আমারে একটা মুহি^{৬০} দিছে। তাহার রাজার হকুম দিছে, এই ব্যাভারে নিয়া এককারে কতল কইয়া আয়।

এহন ব্যাভারে দইয়া লইয়া গেছে। তাহার জন্মাদের আতে দিছে। এহন জন্মাদের আতে দিছে পর কতল করার সময় মোহের উপর লাইট মারতেই দ্যাছে বাশশাই টাছা^{৬১} জলে। তাহার কয়, আরে সব-বোনশ, এইয়া দ্যাছি মোহন মুরালী বাশশা। যে দুশট নারীয়ে যেবার নিল্ছে যেবার হোর বাড়তে যাইয়া আমরা দাওয়াত খাইয়া আইছিলাম। তাহার অরে আর কাটল না, ছ্যাইড়া দিছে। তাহার বড় একটা কুস্তা মিছি কাইট্যা হেইয়ার রক্ত আর কইলজাড়ুক নিয়া বিবির দারে দিছে। তাহার ঐ দুশট নারী অনেক রাইত এহে পর হেই কোতপাইল্যার লাইগ্গা^{৬২} বড় একটা খালে কইয়া খাবার জিনিষ-টিনিষ সব লইয়া গেছে।

হের পর দেবী দেইখ্যা কোতপাইল্যা হেরে হাপলা পাতার^{৬৩} ল্যাজ দিয়া তিনডা বারী দিয়া কয়, এত দেবীকা ক। নাইলে তোর কোন খাওয়া আমি খামুনা। তাহার ও কয়, ঐ যে কালো আর আম রাখছিলাম হেই মোহন মুরালী বাশশারে আইজগা মাইয়া হোর কইলজাডা আর রক্ত টুকু জ্ঞানছি। হেইয়া দিয়া আইজগে আমি গোসল করুম। তাহার এদিগে এহে কি, মোহন মুরালী বাশশারে জন্মাদে ছাইড়্যা দিছে পর হ্যারে কুস্তার কামড়াইছে। তাহার ত হোই এহন পাগলের মত। তাহার অনেক রাইত এহে পর এহন মার লাইগ্গা আর খায়ন পাইব কই।

তাহার মার লাইগ্গা আর ভাত নিতারলনা। আর নিজেও খাইতার-জনা। তাহার অরা যেই দলানে আছে--হেই দলানের পাশে ও পইড়্যা রইছে। তাহার ত অরা খাওয়া-লয়ি করছে। তাহার খাডের উপরে উইট্যা বইছে

৬০। মুহি বিশেষ। ৬১। রাজ টিফ। ৬২। কোতোয়ালের জন্যে।

৬৩। জন্ম লেজ বিনিষ্ট গোলাকার আকৃতির এক রকমের মাছ। এই মাছের লেজে নাকি ভীষণ বিষ। এটা দিলে আত্মত করলে সেই আত্মতের টিফ লক্ষ্যে বহুৎ খার না।

পল খাও ভাইংগা গ্যাছে। তাহার এখন অরে কয়, পালল তুই ক্যাভা এই হানে। তাহার ও কয় ওহঁ। তাহার এখন আবার জিগায়, তুই খাও দর-ভারবি? তাহার এখন ও কয়, মোরে দেবা কি? কয় যে, আশ্ট আনা পলসা দিম আর খায়ন দিম, তুই এই চাইর পলসা দইর্যা আনবি। তাহার ও তো চাইর পলসা দইর্যা রইছে। তাহার এখন ঐ দুষ্ট নারী কয়, মোহন মুরানী বাশশারে ত মাইর্যা হালাইছি। হোর বাহে মরনের কালো কইয়া গেছে তিন সাতা এউকটা " মট্কা অমুক অমুক খানে আছে।

লও আমরা এইয়া উডাইয়া আনি যাইয়া। তাহার এখন ঐ কোত-পাইল্যা কয় দুষ্ট নারীরে, তোমার কাছে কি আছে? কয় যে, পঞ্চাশটা টা টায়া আছে। তাহার কয়--হেই বাড়তে এখন কে আছে। কয় যে, এক বুড়ী আছে। তাহার এখন কোতপাইল্যা কয়, তোমারে পঞ্চাশটা টায়া দিম-হনে। আমরা এক রাত্তির এইখানে থাকম। তাহার ব্যাহানে^{৬৫} উইট্যা ও পলসা চাইছে পর দুষ্ট নারী অর কহালে তিনডা যাতি দিয়া কয়, কিসের পলসা। তাহার পলসা আর দেয় নাই। অল বাড়তে হইরা আইছে। আইয়া এখন অর মারডে কয়, মা আমারে কুড়ায় কামড়াইছে। এই ভাত শুন তুমি খাও। মার খুব সন্তুষ্ট ঐয়া খাইছে। তাহার কয়, মাগো দুইজন মানু আইয়া কইবে এ বাড়তে কে আছে। এক রাত্তিরের লাইগ্গা কওন্না চাইবে। হেইয়ার পর মারডে ঐ মাইটের কতা কইয়া একটা খতা আইয়া হেই মাইট গুলন উডাইয়া একটা পুইরের মইদে খুইয়া ও যাইয়া দুরে সইর্যা রইছে। তাহার হেই বউ আর কোতপাইল্যায় গেছে। পঞ্চাশটা টায়া নিয়া রাত্তিরে ঐ বাড়তেই রইছে। তাহার হালাইছে। হালাইছে পর-এখন মাইট টাইট আর কিচছ দ্যাহেনা। তাহার এখন কোতপাইল্যায় রাগ ঐয়া দুষ্ট নারীরে ভীষন মাইর দিছে। মাইর দিয়া কয়, তোরে আর নিম না। তো এখন ও কাইন্না কাইট্যা দরছে। মোরে না নিজে কই যাইম সুই^{৬৬}। তাহার নিছে।

৬৫। একশটি। ৬৬। সকালে। ৬৬। মাটি খুঁড়িয়া দেখিয়াছ।

৬৭। আদি।

তাহার ত ঐ মোহন মুরালী বাশলার আতে টাহা আইতেই আবার হোর সাবক অবত্তা। তাহার এহন ঐ দুইজন বাটর ঐছে। হেই বৈতাল পরী আর সোনা কন্যা'। তাহার এহন মোহন মুরালী বাশলা হোগ কেঐর^{১৮} কাছেই যায় না। মোহন মুরালী বাশলার মনের মইদো রাগ যে হোরা হোর দুখের দিনে কেঐ পাশে আউগগাইয়া^{১৯} যায় নাই হেইজন্য। তাহার এক দিন মোহন মুরালী বাশলার দোচতাইনে^{২০} হোর ব্যাডার^{২১} লগে কয়, তোমার দোচতে যে হোর জননাগ^{২২} কেঐরতন^{২৩} কিছু নেয় না, কেঐর লগে কতাও কয় না। তাহার এহন একদিন হেই দোচতে আইয়া কইছে। কইছে পর হে এহন পাঁচশ মানুষ লইয়া অবার ঠগ রাজার বাড়তে গেছে। যাওনের কাজা লগের মাইন্যেরে কইয়া লইছে, মাইয়া যত দিনে না দিব অত দিন তোরা হেই জাগায় থাকবি। তোরা গাছের নাইরকল^{২৪} গোলার চাউল ব্যাবাক খাবি, যোবদে না মাইয়া দেয়। তাহার ত হেরা মাইয়া ঐ পাঁচশ খানে মাইতে আছে। তাহার ত এহন ঠগ রাজায় দ্যাছে বড় বেতাল, তাহার একদিন দুষ্ট নারীরে বোলাইয়া কয়, আরে দুষ্ট নারী, তুই কি কইছিলি। তুই দেহি কইছিলি যে মোহন মুরালী বাশলায় নাই। তাহার এহন দুষ্ট নারী কয় যে, আমি মিথ্যা কইছি। তাহার ত এহন আর কিয়ারবে। জামাই আইছে মাইয়া না দিয়া পারে? তাহার মাইয়ারে হাজাইয়া দিছে। তাহার এহন ঐ দুষ্ট নারী কোতপাইল্যারে লগে নিব কেইমনে। তাহার বড়ছে একটা সুনদুকের^{২৫} মইদো। তাহার এহন দুষ্ট নারী মার কাছে কয়, মা আমি আমার এই পানের সুনদুকটাও লগে লইয়া মাইম। তাহার মায়-জামাইরতে কইছে। কইছে পর ঐতারে চৈদ ডিংগার উপরে খুইছে। হের পর খুইয়া হেইহানে দুইজন মানু রইছে। তাহার ডিংগা ছাড়ছে পর হরছে-কি, হেইতারে ঠেইল্যা নদীর মইদো হালাইয়া দিছে। তাহার এহন দুষ্ট নারী টিককৈর^{২৬} লইছে। আমার পানের সিনদুকটা পানিতে পইড়্যা গেছে। তাহার এহন ঐ জুড়জুড়ি ওঠতে আছে।

৩৮। তাহারে কাহারও নিকট ৩৯। এগিয়ে আসে নাই ৭০। বহু-পরী ৭১। তাহার দ্বারীর সাথে ৭২। স্ত্রীদের ৭৩। কাহারও নিকট হইতে। ৭৪। নারিকেল। ৭৫। সিন্দুক। ৭৬। টিংকার দিয়া উড়িয়াছে।

ঐ দেইখ্যা মোহন মুরালী বাশশায় কয়, পানের সুন্দুকের মইদোর তন ছুড়ুড়ি ওড়ে কেইমনে। এইয়ার মইদো মানুষ। তাহার ঐ সুন্দুকটা আর ওড়ান নাই। তাহার দুষ্ট নারীয়ে লইয়া বাড়তে আইছে। আইয়া এহন ও আর কেএর দারে যায় না। তাহার এহন একদিন দোচ্তে কয়, আমনে দোচ্ তাইনেগ লগে কতা কননা কেন? তাহার মোহন মুরালী বাশশায় হোর দোচ্ তোরো কয়, আমনে এই তিনশ টাহা কইয়া আমনের দোচ্ তাইনেগ দুয়ারে বাহেন। এইয়ার মইদো মোর টাহা বলবে আমি হের লগে কতা কমু। তাহার দোচ্তে নিয়া তিনজনেরে তিনশ টাহা কইয়া দিছে, তাহার ঐযে দুষ্ট নারী হোরো দুগ্গা টাহা কম দিছে।

তাহার দুষ্ট নারী ঐ টাচা গইনা কয়, দুই টাহা দেহি কম এই হানে? তাহার দোচ্তে আইয়া জিগায়, কি দোচ্ত, আমনে দোহি ছোড দোচ্ তাইনেরে দুই টাহা কম দিছেন। এইয়ার কারণ কি? তাহার কয় যে, আমার আমের দাম এক টাহা, কালার আণ্টো আনা আর চহিদরার লাইগ্গা আণ্ট আনা—এই দুই টাহা পুরাইয়া লইতে কন্ যাইয়া। তাহার দোচ্তে যাইয়া এই কতা কইছে পর দুষ্ট নারী কান্দন লইছে—আমি টাহা পাইম কই? আর আমনের দোচ্তে এই কতা কয় ক্যা? তাহার ছোড জনেরে এই দুষ্ট নারীয়ে তাল গাছের লগে গুলে দিয়া থুইছে।

তাহার ঐছে কি, একদিন উজিরের মাইয়ান আর হগল মাইয়ান লগে পুগেরে^১ গোহল করতে আইছে। তাহার পুগেরের পানির মইদো দুষ্ট নারীর ছাওয়া পড়ছে। তাহার এহন ঐ ছাওয়া দেইখ্যা কয় উজিরের মাইয়ান, মাইয়া লোকেরে আবার শুলে দেয় কেইমনে বাশশায়? হেই রহম মাইয়া ঐলে বোঝাদে। এই কতা মোহন মুরালী বাশশায় হোন্ছে। হইনা এহন হে কয়, অরেই বিয়া হরম। তাহার উজিরেরতে কইছে যে, আমি তোমার মাইয়া বিয়া হরম। তাহার এহন উজিরে পড়ছে মহা ক্যাসাদে। মাইয়ান ত আমেই বিয়া ঐয়া গেছে। জামাই আছে। মাইয়ান আইছে বাহের বাড়ী বেড়াইতে।

এহন হেই মাইয়ারে বাশশার চায় বিয়া হরতে। এহন হে কোম্মতে বিয়া দিব। তাহার এহন উজিরে খুব চিন্তা করতে আছে। কয়, আরে সববোনাশ, হেই বাশশায় দুশ্চি নারীয়ে এই রহমতাবে শুলে দিছে হোরে কোম্মতে আমার মাইয়া দেই। তাহার এই কতা উজিরের মাইয়ার হোনছে। হইনা এহন হোর বাহেরে কয়, হ বাবা, তুমি দেও। তাহার বিয়া দিছে। এদিকে ঐছে কি, উজিরের মাইয়ারে আগের হেই জামাইরডে বিয়া দিছিল। এহন হেই জামাই আইছে উজির বাড়িতে। এহন উজিরের মাইয়া এউক্কা আর জামাই দুগ্গা। তাহার এহন হরছে কি, উজিরের মাইয়া খবর কইছে মাইয়ারডে যে, তোর জামাই আইছে। জামাই ডিংগা লইয়া নদীর গাড়ে রইছে। তাহার এহন উজিরের মাইয়ার করল কি, বাশশার বাড়িতে হোই যেই গরে থাকত হেই গরের খাড়ের লগ ঐতে গাং তমাই^{১১} একটা সুঁড়িম^{১২} করছে। সুঁড়িম করছে আবার উনদুর^{১০} চালান দিয়া। এহন বাশশার বাড়িতে তিন গরে তিন বউ থাকে। আর বাশশার থাকে আরেক গরে। তাহার এহন উজিরের মাইয়ার কি হরে হেইয়া বাবাঝকঐ আর দুইজনে দ্যাংহে। অয় যে অদ^{১৩} করছে হেইয়াও হোরা দেখছে। তাহার এহন হেরা কয়, ঐ উজিরের মাইয়ার কাঁচা ক্যালা পাহা কইর্যা যায়। তাহার ত এহন উজিরের মাইয়ার সুঁড়িম দিয়া গাং তমাইত আওরা যাওরা করে।

এসিগে ঐছে কি, উজিরে মাইয়ারে বাড়িতে আইনাঐ বাশশা হ্যারে হ্যার পনের মইদো সাতরা চাবি দিয়া আটকাইয়া রাইখ্যা যায় যেন কোন সিলে বাইতে না পারে। তাহার এহন ঐছে কি, বাশশার উজিরে কইছে যে, আমার জামাই আইছে আমনে যাইবেন। তাহার বাশশা উপর দিয়া যায় আর উজিরের মাইয়ার যায় সুঁড়িম দিয়া। তাহার এইভাবে সাত দিন যায় আর। বাশশায় আর দরতাবে না। বাশশার ক্যামন যেন সজেই লাগে। কিন্তু না দরতারলে কিনারবে। একই মানুষ নৌকায় গেছে হাজী, বাড়িতে আইলে বউ। পরার এক রহমই দ্যাংহে। তাহার এহন

৭৮। মাটির নিকট হইতে নদী পর্যন্ত, ৭৯। গর্ত, মাটির নিচ দিয়া গহ্ব
 ৮০। ইঁদুর ৮১। গর্ত।

ঐছে কি, জামাই কয়, কাইলকা যাইমগা। তাহার এখন ও কয়, কাইল ত আমার বইনে যাইবগা। তয় আমনে যাইয়া এটটু উড়াইয়া দিয়া আইয়েন। তাহার বাশশায় করছে কি, একটা লেমু^৮ আনছে। আটনা হেইডা উজিরের মাইয়ারডে দিয়া কয়, এইডা দিয়া কচলাইয়া^৯ আমারে ভাত দিবা। তাহার লেমু কচলাইয়া বাশশায়ে ভাত দিছে। বাশশায় ভাত খাইছে। তাহার খাইয়া বাশশায় হের হালীয়ে উড়াইয়া দিতে গেছে। এ দিগে ঐ উজিরের মাইয়া হরছে কি, সাবান দিয়া আত ভাল কইয়া খুইয়া বাস তাল মাখছে।

তাহার বাশশার মাতায়ও খানিক মাইখ্যা দিছে। তাহার এখন নৌকা ছাইড়া যাইবে—কয়, দুলাডাই, যতক্ষণ তবি আমাগ নাও দেহা যায়, অতক্ষণ তরি আমনে গাংগের পাড়ে খাড়ুইয়া থাকবেন। তাহার বাশশায় খাড়ু ঐয়া রইছে শালীর লাইগগা। এই কই দিনে ভীষণ বাসনা ঐয়া গেছে। তাহার বাশশার বাড়তে আই.ছ। আটয়া সাত পাল্লা চাবি খুইলা দ্যাংহে যে ক চা কলা পাহা হইয়া গেছে। তয় এখন দ্যাংহেন, মাগী গ বুজির লগে কি আর ব্যাডারা পারে।

দুই দোস্তের কেছা

পটুয়াখালী থেকে সংগৃহীত 'দুই দোস্তের কেছাটি' সংগ্রহ করেছেন
জনাব আবদুর রব খান। এটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব শাহজাহান তালুকদার,
জাব-দুর্গাপুর, থানা ও জেলা-পটুয়াখালী-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল
১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

বাদশার ছেলে এবং উজীরের ছেলে--এই দু'বন্ধু রাক্ষস মারার উদ্দেশ্যে মণিমালার দেশে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে এক বৃড়ী একটি কুদরতী ছালার সাহায্যে বাদশাব ছেলেকে একটি ছাগল বানিয়ে ফেলে। অতঃপর উজীরের ছেলে এসে অশাব সাহায্যে বৃড়ীর কুট-কৌশল বানচাল করে দিয়ে বৃড়ীসহ রাক্ষসদের হত্যা করে বাদশাব ছেলেকে উদ্ধার করে। তারপর উজীরের ছেলে বাদশার মেয়েসহ সাথে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং বন্দী অবস্থায় কারাগারে থাকে। বাদশাব ছেলে একটি সর্প মেরে মানিক্য লাভ করে এবং গ্রামের লোকেরা তাঁকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে তারও বন্ধুর মত দণ্ড হয়। অতঃপর বাদশাকে রাক্ষস মেরে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তারা মুক্তি পায়। কুদরতী ছালার সাহায্যে রাক্ষসদের ছাগল বানিয়ে নিয়ে আসে। তাঁদের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ বাদশার ছেলের নিকটে তার কন্যা দান করেন। তারপর তারা তিনজন মণিমালার দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মানিক্যের সাহায্যে হল নির্ণয় করে বাদশার ছেলে পাতাল-পুরীতে চলে যায়। অনেক কষ্টে রাক্ষস হত্যা করে মণিমালাকে উদ্ধার করে আত্মক বল নিয়ে দেশে এসে অস্ত্র দিতা-মাতাকে আরোপ্য করে তোলে।

তাহিনী শুক

আল্‌হে এক বাশশা। তাহার বাশশার এক ছেলে আলহে। তারপর ছেলে দোচত বানাইছে এক উজিরের পোয়ার লগে। তারপর বলে যে এই রহম—দোচত আমরা মণিমালার দ্যাশে যামু। হেহানে রাক্কস মারতে যাইবে। তাহার দুই দোচতে মারতন বিদায় টিদায় লইয়া যায়। হেইয়ার পর আঁটিতে আঁটিতে অনেক দূর গেছে পর ভমে দরছে তারপর গোড়া-টোরা বাইন্দা রাইখা বাশশার পোয়ার উইট্যা বাঁশী বাজায়। তাহার একটা রাক্কস আইয়া অর দোচতেরে দইয়া লইয়া গেছে। তারপর নিয়া গেছে পর হেইহানে এক বুড়ী আলহে। হেই বুড়ীও রাক্কস, তাহার হরছে কি, ঐ বুড়ী একটা কুদরতী ছালা^১ মাইয়া বাশশার পোয়ারে একটা ছাগল বানাইয়া খুইছে। তাহার এহন ঐ দোচতে (উজিরের পোয়ার) আইয়া বিচরায়^২ আমার দোচতে গেল কই? তাহার বিচরাইতে বিচরাইতে একটা হরিমের^৩ মত দেইখ্যা মনে করে যে, এই ছাগল দিয়াই গেছে। তাহার যাইয়া দ্যাছে এক বুড়ী আর কি বইয়া রইছে। তাহার দেইখ্যা ও পিছন থেকে নানী নানী হইয়া বোলান দিছে। তাহার বুড়ী ঐ কুদরতী ছালা মারছে পর অর আশা^৪ আলহে—হেইডা দিয়া ও ফিরাইয়া দিছে। তাহার অরে আর ছাগল বানাইতে পারে নাই।

তাহার ঐছে কি—গরে গোনো দুইডা রাক্কস নামছে, অরা ঐহানে বইয়া যুদ্ধ করে। তারপর ঐ বুড়ীয়ে আইয়া দরছে যে, আমার দোচতেরে করছ কি? তারপর ও আবাব ঐ কুদরতী ছালা মারছে। মারছে পর অর দোচতেরে ফিইয়া পাইছে। হেইয়ার পর ঐ কুদরতী ছালা ও লইছে আর বুড়ীয়ে মাইয়া খুইয়া^৫ গেছে।

হেরপর যাইতে যাইতে এক বাশশার দারে গ্যাছে। তারপর হেই দ্যাশে আল কি রাক্কস, মণিমালার দ্যাশে গোনো উইট্যা মানু খাইতে। তারপর

১। একটি অলৌকিক ক্রমভাষুজ ব্যাগ, যার সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় ২। খোঁজ করে ৩। সৃড়ুজ বা গর্ত ৪। হাতের একটি লাঠি, অলৌকিক ক্রমভাষুজ ৫। রাখিয়া।

হেই বাশশার এউককা মেয়ে আলহে। মেয়ে আর কি দাসী বান্দী লইয়া নাইতে আইছে। তারপর ঐ যে উজিরের পোয়া ও আর কি উপরে বইয়া বাঁশী বাজায়। তারপর হেই যে রাজার মেয়ে হোর লগে আর কি সখীরা আলহে। তারপর কলে, এই সখীর', তোমরা যাও। আফি এই বাগানে গোনো এট্টু আই। তারপর ঐ সখীরা গ্যাছে। হোর পর রাজার দারে গ্যাছে সখীরা, মাইয়া কয় এই রহম, আগ্নের মাইয়ায় কার লগে জানি কতা কইতে গ্যাছে বাগানে। তারপর ঐ বাশশায় আর কি হইয়া পাড়া-ইছে—আর কি হোর লগে কতা কয়, হোরেও দইয়া আন্তে।

তারপর আর কি, আইয়া দ্যাছে উজিরার পোয়ার লগে কতা কয়, তার পর দইয়া বন্দী কইরা ধুইছে। তারপর বলে যেন্ কাইল দশটায় অরে শুল দত্ত দেওয়া ঐবে।

তারপর বাশশার পোয় আর কি গুঃম গগে উইট্যা দ্যাছে সাপ আইতে আছে। সাপের মাথায় মনি-মুক্তা। তারপর তার গায় একটা চান্দর আলহে। হেই চান্দরতা নিছে পর সাপে আর কি অরে লড়ায়—মনি-মুক্তা চান্দরের তলে। তারপর অর আতে একটা আশা আলহে। আশা ডা পাক্ক^৬ মারছে পর একটা বেজী ঐয়া গেছে। তার পর বেজীতে আর সাপে ফাইট করে। তার পর ঐ বেজীতে আর কি কল্লা^৭ কানড় দিয়া হইয়া সাপ মাইয়া হলাইছে। তারপর বাশশার পোয়ায় আর কি ঐ বেজীর ত্যাং দরছে পর আতে আশা আইছে। তাহার অর দোচতে ত এদিগে, আর দশটায় ফাস। তাহার ঐয়ে সাপের মাথার মনি ঐয়া দেইখ্যা ঐ গেরাইম-মার্না^৮ শোর চোর কইরা ডাক দিছে। হোরা বোজজে কোন্ বাশশার বাড়ী গোনো জানি অর মনি-মুক্তা চুরি কইরা আনহে। তার পর অর দোচতেরে ও হেইহানে নিছে অরেও আর কি হেইহানে বাইন্দা-ছাইন্দা লইয়া গেছে। তার পর ঐ চোরা বলে যেন ওকে মাইরেন না। আমনের দ্যাশে হেই রাক্সস আয় মানু খাইতে—ঐ রাক্সস যদি মাইরা দিতারি তন্ন আমারে দিবেন কি? তারপর বলে য্যান ঐ রাক্সস যদি তুমি মাইরা দিতার—তন্ন আমার

মাইয়া তোমার কাছে বিয়া দিম্। বাদশাইর আর আদআনি^১ লেইখ্যা দিম্। তার পর বলে যেন আমার ঐযে দোচ্চত ওনারে খালাস দ্যান। আমরা এই রাক্কস মাইয়া দিম্।

তার পর বলে যান্ আমারে ছোড একটা গর উডাইয়া দিবেন। কোন কুল দিয়া ফাঁক রাখবেন না। খালি এক কুল দিয়া একটা দরজা রাখবেন। দিনের চোচটার মইদদেই গর উডাইয়া দিতে ঐবে, তার পর এহন ঐ রাইত অইহে গরের মইদো, অর দোচ্চতে আরও গ্যাছে। তার পর রাষ্ট্রে আর কি ঐ রাক্কস ওট্টে আছে ফুঁড়িম দিয়া।

তার পর ঐযে কুদরতী ছালা আলহে অগ লগে হেইয়া মারে। তাহার রাক্কস আর কি ছাগল ঐয়া যায়। অরা বাইন্যা বাইন্যা খোয়, তারপর এইয়ার ভিতর রাইত পোয়াইয়া গ্যাছে। বাক ছাগল বাইন্দা খুইছে। তাহার বাশ্শার কাছে লইয়া গ্যাছে পর কয় যে, এ ব্যাড়া ফাটকী^২ দিতে আছ? কোন হানতন আনি ছাগল টাগল চুরি হইরা আনছে। তাহার অয় কয় যে নাহ্, রাইক্খেন বাশ্শা—আমরা দেহাইতে আছি। তাহার ঐ ছোড একটা ছাগল প্যাচাইয়া কুদরতী ছালা মারছে। তাহার রাক্কস ঐয়া গ্যাছে, তার পর রাক্কস ঐছে পর বলে যান ঠিক আছে বাবা, তুমি ঠিকই পার। তার পর ঐ মাইয়া বিয়া দিছে। আর বাশ্শাইর আদআনি লেইখ্যা দিছে। তার পর এহন ঐহান গোনে যায়। মণিমালার দ্যাশে রাক্কস মারতে। তার পর একখান নয়ে গ্যাছে। আর দোচ্চতে টোচ্চতে আর ঐ ইচ্চিরিরেও বাশ্শার পোয় নিয়া গ্যাছে। তার পর ঐ নায়ন্তে বইয়া আর কি বাশ্শার ইচ্চিরি, ঐ যে মণি-মুক্তা পাইছিলেন হেইয়া আর কি খোয়, তার পর খুইতে খুইতে দ্যাছে নীচে একটা হরিম ঐয়া গ্যাছে। তার পর কয় যে, দ্যাহো দ্যাছি নীচে একটা আন্তনের ল্যাহেন^৩ কি দ্যাহায়, মনে অয় এই-ই মণিমালার দ্যাশ।

তার পর হোর দোচ্চতেরে বলে যেন্ আমি এহন যামু এইহান দিয়া,

ভোক্তরা এটাহানে থাক। তারপর কোমরে একটা কাছি বান্ছে। তাহার বন্ধে যে আমি যে কালে একটান দিমু, বোঝবেন যে মণিমালার দ্যাশে গ্যাছে, তাহার আর কাছি ছাড়বেন-না। আর যে কালে দুইটান দিমু বোঝবেন যে, অসুবিধায় আছি। তাহার তিন টানের কালে কাছি টাইন্যা উড়াইবেন।

তার পর গ্যাছে। যাঁইয়া আর কি খালি একছের সাপ দ্যাছে। কোন রাক্সস টাক্সস দ্যাছেন। তার পর দ্যাছে একটা বাঘ। বাঘের মোহে ঘাস আর ছাগলের মুহে মাংস। কলে ব্যাপার কি? তাহার ঐ মাংস দিছে বাঘের মোহে আর ঘাস ছাগলের মোহে। তাহার ছাগলেও ষাওয়া দরছে, বাঘেও খাওয়া দরছে। অমনে কপাট খুইল্যা গ্যাছে। হোর পর উইট্যা দ্যাছে যেন একট মেয়ে—বেঁউস মেয়ে। তাহার বেঁউস মত্ তর হিতানের^{১২} পাত্ থর পৈতানে^{১৩} নেছে আর পৈথানের পাত্ থর হিতানে নেছে। তার পর উস ঐছে। বলে যে, তুমি কে? এহন বলে যে, আমি এইহানে এই রহম রাক্সস মারতে আইছি। বলে যে, তুমি এহন পালাও, রাক্সস আইয়া পড়বে।

তাহার রাক্সস আইয়া পড়ছে। আর ও তুলার গরে পলাইছে। তার-পর রাক্সসে বলে যান এইহানে মুনিস্যের গজ পাই কেমনে? তারপর মেয়ে লোকটায় বলে যে, মুনিস্যি ত আমিই। তারপর একটা রাক্সস আবার দ্যাখ্ছে যে ও তুলার গরে হান্ছে^{১৪}। তাহার তুলার গরে আশুন দিছে।

তারপর আশারে কয় যে, আশা তুমি আগে আলহে ক্যার? আশায় কয় যে, দরবেশের।—এহন? কয়, এহন ত তোমার। তাহার কয়, ঐ যেন, আমগাছে একটা আম আছে—ঐ ডার মইদো আমারে লুকও। তারপর ঐ আমের মইদো গ্যাছে। তাহার অরে আর পায় নাই। রাক্সস ছিইর্যা আইছে।

তারপর ঐ মেয়ে একদিন গোসল করতে গ্যাছে গাডে। তাহার ঐ আমডা ছিইড্যা পড়ছে। আমডা টোহরে^{১৫} আইছে আরকি। এহন আমের

১২। শিরের ১৩। পায়ের দিকে ১৪। প্রবেশ করিয়াছে ১৫। কাপড়ের মধ্যে।

ভিতরে বইয়া কতা কয় । তাহার আমার ভিতর গোনো বাইর ঐয়া বলে
যোন রাক্সস মরে কিতো ?

হেইয়ার পর একদিন ঐ মাইয়ায় রাক্সসের ডে জিগায় যে, তুমি যোন
আমারে বিয়া হরবা—তোমাগ রাক্সসের মরন কিতো ? তাহার কইল যে,
আমাগ মরন আমাগ আতেই । মেয়ে লোকটায় বলে যোন, হেয়া কি ?

যে আমার মাথার একগাছ চুল লাগবে আর পুসকরনীর মাইদো একটা
বাক্সের ভিতর একটা তোতা আছে—হেই তোতার কল্লা হিরলে মোগও
কল্লা হিইয়া যাইবে । পাখ ভাংলে মোগোও পাখ ভাইংগা যাইবে । তারপর
জিগাইয়া রাখছে আর কি ।

ঐ রাক্সসের একটা নীতি আজ্ছে । যেই নাগ কইবে দারে হেই নাগ
যাইবে দুরে । তারপর ঐ বাশনার ছেলে আইছে । তাহার জিগাইছে, কয়
যে—হোগ মাথার একগাছ চুল লাগবে । আর ঐ যে পুসকরনী আছে না,
হেইটার মইদো একটা তোতা আছে । তোতার পাখ হিরলে রাক্সসের আত
গাও হিইয়া যাইবে । আর কল্লা হিরলে রাক্সসেরও কল্লা হিইয়া যাইবে ।
আর কইছে যে, আইজগা ধারে থাকবে । যেইনাগ দারের কতা কইয়া যার
হেইনাগ অরা দুরে থাকে । তারপর কলে যে, আইজগা একগাছ চুল রাক্স-
সের মাথারতন হিইয়া রাখবা ।

ঐ মেয়ে লোকটায় কয় যে, তুমি পুসকরনীর মইদোরতন বাক্স উড়াই-
তারবা ? ও কয় যে পারমু । তুমি একগাছ চুল হিইয়া রাইক্খো ।

তারপর রাক্সস আইছে কলে, আমারেত আমনেই বিয়া হরবেন ।
তম্ব এহন গুমান । তাহার রাক্সস হনছে পর অর মাতারতন একগাছ
চুল আনছে । তারপর পরদিন কয় যে আইজ্গ দারে যামু, তার অর্থ দুরে
যাইবে । তারপর মাইয়া লোকটায় কয় যে, পোরতেক দিনঐত আমারে
বেঁউস কইরা থুইয়া যান—আইজ্গ উঁস কইরা থুইয়া যাইবেন । তার-
পর উঁস কইরা থুইয়া গ্যাছে । তারপর বাশনার ছেলের ডে বলে মেয়ে-
ডার—যে চুল রাখছি, তাহার চুলগাছ লইয়া ও পুসকরনীর মইদো ডুব
দিছে । ডুব দিছে পর যাইয়া দ্যাছে একটা বাক্স । তাহার বাক্সটা দইয়া

উড়াইছে আর কি। হেইয়ার পর তরে বইয়া খুইল্যা দ্যাছে একটা সাপ। সাপ বাইর ঐয়া হ'স কইর্যা চুইল্যা গ্যাছে। তারপর খুইল্যা দ্যাছে একটা তোতার ছাও। ছাওতা দড়ছে মাত্তর আরকি রাক্ষসের শরীর কাঁইপা ওট্ছে। বোজ্জে আইজ্জগ্ মিরতু। তাহার ত রাক্ষসরা আসতে আছে। গাছপালা ভাইংগা আর কি। তারপর মেয়ে লোকটায় বলে যোন এখন ম্যাইরা হালাও, না হইলে আইয়া তোমারেই শ্যাম করবে। তাহার একখান পাও ছিড়ছে, পাও ছেঁড়ছে পর গইড়াইতে গইড়াইতে^১ আইছে। হেইয়ার পর কলা ছিড়ছে পর রাক্ষস সব মইর্যা গ্যাছে। তারপর ঐ মেয়েটারে লইয়া আর কি বাগানে গ্যাছে—ফলের বাগানে। তাহার জিগায়, এই ফলডা খাইলে কি অয়? তাহার মেয়েটায় বলে যোন—এই ফলডা খাইলে মরা মানুষ তাজা অয়, এইডা খাইলে গায়ে শক্তি অয়। আর এইডা খাইলে চউখ অম্ম থাক্লে চোখে দিলে চউখ ভাল অয়। তারপর অয় একটা ফল খাইছে। আর দুইডা লগে লইছে। হেইয়ার পর আইছে হেই কাছির ধারে। কাছি দইরা এক টান দিছে, তারপর হিইর্যা টানের কালে কাছি টানা দরছে। হেইয়ার পর টানতে টানতে উড়াইয়া দ্যাছে দুইজন।

হেইয়ার পর ঐহান দিয়া মেলা কইর্যা কয় আর কি দ্যাশে। হেরপর আইয়া দ্যাছে যে অর মা-বাগে কানতে কানতে অম্ম ঐয়া গ্যাছে। তারপর ঐ একটা ফল আনছেলে, হেই ফলডা খাওয়াইছে পরই চউখ আর কি ভাল ঐয়া গ্যাছে। তারপর ত বাশ্শাই করতে আছে। দুইডা বাশ্শাই পায়।

শাজাদা শরীফের কেছা

শাজাদা শরীফের কেছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাই, গ্রাম-রেহাই পৃথুড়িয়া, ডাকঘর-মির কুটিয়া, থানা-চৌহানী, জিলা-পাবনা। কেছাটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদুল কাদের শেখ, গ্রাম-কোদালিয়া, পোঃ-মিরকুটিয়া, জিলা পাবনা-এর থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭১ ইং।

কাহিনী শুরূ

এ্যাক দ্যাশে আছিলো এ্যাক রাজা। তার আছিলো এ্যাকমাত্র ছাওয়াল। তাই রাজকার্য যাতে ভাল মত চালাইবার পারে, রাজার পোর-জাগারে দ্যাহাশুনা কইরবার পারে তার লিগা রাজায় ছোট বালা থাই^১ ছাওয়াল এ্যাক পণ্ডিত রাইহা রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিবার লাইগলো। ছাওয়ালডাও বিদ্যাশিক্ষা কৈরতে কৈরতে এ্যাককালে ম্যাহাবারে মস্তবড় পণ্ডিত অয়া গ্যালো।

ছাওয়ালের তান বুদ্ধি দেইহা কাজকাম দেইহা ব্যাক্তে খুশী। খুশী কি, ম্যাহাবারে খুশীর উইপারে খুশী। কি কাজ কাম, কি খ্যালা ধুইলা, কি শিকার সুইকার, কি ব্যবসা-বাণিজ্য তামান কাজ-কামে ব্যাটায় ম্যাহাবারে পাহা পোক্ত অয়া গ্যালো। তাইনা দেইহা হইন্যা সোহেল রাজা ছাওয়ালের কাছে ডাইহা লিয়া বসায়্য কয়, শাজাদা শরীফ, কওছে দেহি বাপু, জীবনে তোমার কুনডা^২ খুব বেশী ভাল লাগে?

শরীফে কয় বাবজান! ব্যাবাক কামের খ্যা আমার কাছে ব্যবসা বাণিজ্যডাই ভালো লাগে। রাজায় ছাওয়ালের মনের ডাব বুইখবার পাইরা তারে ব্যবসা-বাণিজ্য কৈরবার লিগাই^৩ এ্যাক সন্ততিজা মধুকর বানান্না দিবার মনস্তাব^৪ কৈল। রাজায় তারে কৈল, শাজাদা শরীফ, আমার দাদার ফালাইনা ডাঙ্গা ডিঙ্গা দ্যা ব্যবসা কৈরবার জন্যে দ্যাশ-বিদ্যাশে যাওয়া তোমার পক্ষে হগল সুমেই সম্ভব না। তাই আমার মনের মত কইরা এ্যাকখানা ডিঙ্গা তোমারে বানায়্য দিবার চাই। যে ডিঙ্গা সাত সমুদ্র ত্যারো নদীর চেউএর পার দিয়া পাতাল নাগিনীর লাগাল শেঁ শেঁ শব্দ তুইলা ভো ভো কৈরা পানি ডাইঙ্গা চৈলবো। আমার হে ডিঙ্গার মাঝি খাইকপো কর্ণাধর মাঝি, হোমবল পককির পাহা দ্যা ছই^৫, তেঁটি দ্যা লারগোলই। লেইল দাঁড়ার^৬ আতিদ্যা পাহালার জাহনের ছই^৬, ত্যাঙ্গের হাড়দ্যা আইলের বৈঠা বানান্না দিমু। আত্মাহর রহমে তুমি কোন

১। ছোট বেলা হইতেই ২। কোনটা ৩। করিবার জন্যেই ৪। মনঃস্থির করা ৫। মেরুদণ্ডের ৬। হাইলের মাঝি বসিষ্টা থাকিবার স্থান।

বিপদাগদে পৈড়বা না। হেইলায় যদ্দিন তুমি ব্যবসা কৈরবা, বাণিজ্য কৈরবার লিগা দ্যাশ-বিদ্যাশে ঘুইরবা, তদ্দিন তোমার লাভ ছাড়া লুকসান অইবো না, সম্মান ছাড়া অসম্মান অইবো না। সমুদুরের মদ্যেও কুনো-হ্যানে' কুনো ছয়া-ছরকোটে' পৈড়বানা।

তুমার হেলার মিস্ত্র অইবো বানাইতে কালে বিশ্বকর্মা মিস্ত্র। তার আতের লাও কোনদিন পানিতে তলায় না। এ্যাকবার বানায়্য দিলে এ্যাক লাগাড়ে ১২ বছর গাব-গবর আর দ্যাওয়া লাগে না। য্যাক লাগারে বারোতা বছর পানিতে ডিজলেও হেলার কাট-কুইটা কিছুই অয়না। তয় বুইঝা দ্যাহো তোমার লিগা আমি কিবা ডিগা বানায়্য দিবার খায়েশ কৈরতাছি, এ্যাহন তুমি কি মনে করো ?

শাজাদা শরীফে কয়, বাপজান, আপনে যা ভাল মনে করেন, তাই কৈরবার পারেন। আপনের দোয়া আশীর্বাদ আমার মাতায়। আপনের পার ধুইলা আমার কপালে। ঐ রহম এ্যাকখান ডিগা অইলে বাদে বাপজান আমার পক্ষে আরও ভাল। তাইলে আমি দিন-দৈনার তামান দ্যাশ-বিদ্যাশ ছফর কৈরবার পাইরতাম। আপনি যদি দোয়া করেন বাপজান, তাইলে এ্যামন কোনো ব্যবসা নাই যা আমি কৈরবার পারমু না।

আলহামদো লেল্লাহ। কয়া বাদে ছাওয়ালরে বিদায় দিয়া পোর-খান উজিরে ডাইকা কয়, উজির হোমবল পককি কুন দ্যাশত আছে হেই দ্যাশে লোকজন পাটাও। আমি আমার শরীফের লিগা মনের মত এ্যাকখান সন্ত ডিগা মধুকর বানামু। যে ডিগা আমার ছাওয়ালে এ্যাক-লাগাড়ে বারো বছরে বাইবার পারে। তা হইনা উজিরে কয়, মহারাজ, হোমবল পককির খবর এ্যাকমাত্র কর্ণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্ত্র ছাড়া কেঐ কৈরবার পাইরবোনা। তয় তারারেই' ডাইহা আইনা হনা লাগে। উজিরের কতা হইনা রাজায় তহনে আবার প্যায়দা-পাইক-ছেপাই

সাত্তীপারে হকুম কৈল, তাগারে দুইজনেরে ডাইহা লিহা আইস্পার লিগা^১ ।

পায়সা-পাইক-ছেপাই-সাত্তীরা তামান^২ মালা^৩ কৈল হৈ চৈ কৈরতে-কৈরতে তাগারে বাড়ী মুহে । সাত রাইত সাত দিন বাদে তারারে রাজার বাড়ীর রাজহাত,তীর পার বসায় দুইজনেরে লিয়া আইস্লে ।

রাজা সোহেল তাগারে রাজদরবারে বসায় তার মনের কতা বুঝায় কহা হেই রহম গ্রাকটা সন্ত ডিগা মধুকর বানায় দিবার লিগা হকুম দিল । রাজার হকুম হইনা বিশ্বকর্মা মিত্রি আর কর্ণধর নাথিকর, মহা-রাজ, হোমবল পককি ধৈরা তো সোজা কতা না । হে অইলেগা দিন দৈনার তামান পককির^৪ রাজা । হিন্দুগারে চৈত-পুঁইজার হে চৈত পুঁই-জার দিন কৈলাশ পাহাড় পর্বতী দেবীর লাট মন্দিরে যহনে লাজের পরীয়া আইসা লাংটা অয়া লাচ-গাহান কৈরতে কৈরতে ব্যাউশ অয়া পৈড়বা তহনে হেই হোমবল পককি আইসা তার পাহার বাও^৫ দিলে বাদেই তারার উশ অইবো । তহনে তারা ব্যাক্রে মিলা চ্যাতন অয়া দেই-কপো যে, হেইমে হোমবোল পককি পাহা আপটা দিলি, হেই আপটার হাতে মালা ওইড়া-ফৈড়া^৬ পৈড়া রৈছে । তার গ্রাহাকটা কৈড়া তারা গ্রাহাক জনে লিয়া হ্যাহান থ্যা^৭ উইটা যাইবার আগেই হেই 'হোমবোল' পককি তাগারে অগোরে চৈলা যাইবো । এই যাওয়ার সুমেই তারারে ধরা লাইগবো, তা ছাড়া আর অন্য কোনো উইপায় নাই, গে ব্যাটা হোমবোল পককির ধৈর-বার মত ।

রাজার হইনা কয়, বেশ তো মজার কতা । তাইলে হেদ্যাশে স্নাহন কারে পাঠামু । হবায়^৮ ভান্দর মাস । তোমার হে চৈতমাস আইসতে স্নাহনো ছয়মাস বাহি । তয় আর হগল কাঠ-খড়ি স্নাদিন ভৈরা সোগাড় মত করা যায় । কিন্তু তহনে তারা কয় যে, হ্যা তা অবশ্যি করা যায় । বিশ্বকর্মা মিত্রি কয় যে, মহারাজ হোমবোল পককির হাড় দ্যা লাও গৈড়বার

১। জনো ২। সমস্ত ৩। যাত্রা ৪। সমস্ত পাখীর ৫। পাখার বাতাস ৬। ছোট পাখক ৭। সেখান থেকে ৮। কেবল ।

অইলে ধলি চন্দনের কাঁই লাইগবো। কর্ণাধর মাঝি তা হইনা কয়, হে ধলি চন্দনের কাঁই আইনবার অইলে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার দুই চোহের এ্যাক ফোটা পানি লাইগবো। তা বাদে হেইপানি ফোটা লিয়া যদি পরবতের বসকেকর বড় চুইড়া অছে, হেই চুইড়ার মইদ্যে আছে এ্যাটা গাতা^১। হেই গাতার মৈদ্যে আছে বসা বলদো^২। হেই বসা বলদোর কপালে আছে এ্যাটা গোটা। হেই গোটাডার মাতায় পাতালপুরীর লাগ-কন্যার চোহের পানি দ্যা ঘষা দিলে যে কাঁই বারাইবো হেই কাঁই লাইগবো।

বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি কয়, সপ্তডিঙ্গা মধুকরের পয়লা তকতাহান হেই কাঁইর মৈদ্যে হোমবল পককির ফৈড়াদ্যা ধুইমা কৈরা ইটু পোড়া দ্যা লিয়া বাদে কাম আরম্ভ করা লাইগবো। রাজা কয়, তা নাহনি কয়^৩ বুইঝলাম, তয়^৪ এ্যাহন বন-জঙ্গলে থ্যা উইড়া গাড়া ছুই-ছাপোরের কাউ লিয়া আসুকানা কি কও? হোমবোল পককি ধৈরবার আগে ডিঙ্গা গৈড়বার লিগা যা যা দরকার তা হগল আইনা-উইনা^৫ যোগাড়-টাগাড় কৈরা খোওয়া মাইক। বাদে ফৈড়া আইনা লাও, বানানের কাম শুরু করা মাইবো। তারা রাজী অয়া গেলিবাদে রাজায় হকুম কৈল ব্যাবাক প্যায়দা পাইকগারে যে, ছয় মাসের মৈদ্যে সপ্তডিঙ্গা মধুকর বানাইবার লিগা যা যা দরকার হে সমুদয় তারা যোন আইনা হাজির কৈরা থোয়। তা-না আইলে বাদে স্ন্যাক ব্যাটারাও ঘাড়ের পর গর্দান থাইক পোনা। রাজার হকুম, আর কি কোন ব্যাটার অনাড়^৬ কৈরবার পারে? খায়া না খায়া ল্যাজ খাড়া কৈরা^৭ ব্যাককেই লোড়ান শুরু কইরা দিল। মিস্ত্রি আর কর্ণাধর মাঝি বাঁটাল-বাইশ আতুর-তামাল ধার দ্যাওয়া শুরু কৈরা দিল। কাম যাতে ভাল মত অয়।

পাইক-প্যায়দা এ্যাহাকজনে এ্যাহাক মুহে চৈল্লা শাজাদা শরীফও

-
- ১। অভিপুরাকালের পবিত্র কাণ্ঠ বিশেষ। ২। গাঁদ বিশেষ ৩। গর্ত
৪। হিন্দু শাস্ত্রের কথিত পবিত্র বলদো। ৫। তবুও না হয় ৬। তবে
৭। আনিয়া লইয়া। ৮। এড়াইয়া চলা ৯। এখানে অতি প্রুততার সঙ্গে।

বাপের অনুমতি লিগা হয় মাসের জন্য পুইরান সপ্ত ডিগা মধুকর লিগা হ্যাস-ম্যাস আরাকটা বাণিজ্যের লিগা বিদ্যাশ ছফরে ম্যালা^১ কৈল।

সাত সমুদ্র পাড়ি দ্যা শাজাদা শরীফ এবারে আইসলো লতুন আরাক দ্যাশে। চাইর মাসের মাতায় আইসা তার হেই দাদার কালাইনা ডিগা ডিড়াইলো আয়নার শহরের^২ বন্দরে। ডিগা বাইন্দা থুইয়া মাখি-মাল্লারা সদাই কিনবার লিগা গ্যালো আয়নার শহরের মৈদো, বাজার কৈরবার লিগা। মেওরে^৩ শাজাদা শরীফ ডিগার পার বৈসা আয়নার শহরের চাইর মুইর দ্যা যে পাহাড়-পর্বত আছিলো তার রূপ বাহার দেইকপার লাইগলো।

লার^৪ মাখি-মাল্লারা আয়নার শহরের হাটে-বাজারের রূপ-চেহারা দেইহা ব্যাউশের লাগান এ দোহানে থ্যাহে হে দোহানে, আর হে দোহানে থ্যা এ দোহানে মুইরবার ফিরবার লাগছে।

লাল ফিরার কতা ব্যাক্স গ্র্যাহাবারে জুইবা গ্যাছে। কেরমে কেরমে সজা অয়া আইলো কিন্তুক অইলে কি অইবো? আয়নার শহরের গ্রামন রূপ যে তা দেইকতে দিনের ব্যালায়ও যে রহম রাইতের^৫ ব্যালায়ও হেই রহম। তাই তারা দিন মনে কৈরাই ধীরে-শেহে দেইহা-হইনা সদাইপত্তর কৈরবার লাগছে স্যাক সম্ভা ভরা-অবদি।

উওরে^৬ শাজাদা শরীফ তর হন্দার সুমে দ্যাহেযে, হেই আয়নার শহরের পুবের মুইরা^৭ যে পাহাড় হেই পাহাড়ের গাও ঘেইষা মৈদোহানে গ্র্যাকটা ফুলগাছ। আর হেই ফুলের মইদো দেইকপার পাইলো যে, আস-মানের চাঁদের থ্যা জ্বল-জ্বল কৈরবার লাগছে একজন ম্যামালোক। তারে দেইহা শাজাদা শরীফ ব্যাউশের লাগান^৮ দিশা আরায়্য গ্র্যাক দৃষ্টিতে হেই মুহে চায়্য ম্যালা কৈল।

রাজার ব্যাটা গ্র্যামনি ব্যাডুইলা অইছে যে, জুইতাতা পর্যন্ত পায় দিবার

১। যাত্রা ২। পুরাকালের এক কল্পিত শহর। ৩। এদিকে
৪। নৌকার। ৫। রাত্রিকালে ৬। ওদিকে ৭। দিকে ৮। যত।

মনে নাই তার, তাই পার তলে পাতরের কুচি, ছোট ছোট-ছোট খাড়া দাড়ার
গোঁচ-গাচি^১ বিন্দা কনসুমে যে পাও দুইহান দ্যা ছিল, ছিলামা^২ রক্ত পৈড়বার
লাগছে তার কোনো উশ^৩ নাই। এই রহম ডাবে আইসতে-আইসতে গ্রাক-
সুমে শরীফ হেই ফুল গাছটার কাছে আইসা হাজির। তাবদে পাছ
তলা খাড়ায়া উইপার মুহে চায়া দ্যাছে যে হেই চানকন্যা খিল-খিলামা
আইসপার লাইগছে। তারে দেইহা তা দেইহা শাজাদা শরীফ যখনে আত-
বাড়ায়া গ্রাটা ফুল কেবলি ধৈরবার লাগছে আর যাইবা কহানে। অমনে
হে গাছে তাকে লিয়া আসমান মুহে উইড়াল দিল।

এওরে মাঝি-মাল্লারা সদাই-পাতি লিয়া যায় কহানে? ব্যাক্সে লাইগা
আবার তালশ করা গুরু কৈল। হারাডা রাই^৪ উইটকায়া-মুইটকায়া^৫
কুনোহনে না পায়, কাছে বিছেব মাইনমের হৈছ-পুছ^৬ কৈরা তার কুনো
ঠান ঠিকানা বাইর কৈরবার না পাইরা, তানানডি মিল্যা মিশা হে রাইন্তের
মত উইটকান ফ্রান্ত রাইহা হাস রাইন্তে লার পার আইসা হইয়া পৈল।

চাঁদের লাগাল যে মায়াদা কুলগাছ হইন্দা শাজাদারে উইড়ামা লিয়া
ম্যালা কৈল হে অইলো আমান ম্যাটা পরী—তার নাম আছিল ফুল-পরী।
ফুলপরী অবিয়াতো। হে তার দল ছাইড়া-দ্যা শরীফের রূপ যখন দেইহা
ফুল-গাছের আসন লিয়া ওই শহরের কাছে পাহাড়ে লাইমা পড়ে। ফুল-
গাছটা কিন্তু আগে কে ঐ^৭ দ্যাছে নাই। হটাৎ ঐদিনক্যা আইসা শাজা-
দার মন ভুলাইবার লিগা ফুল গাছের চেহারা লিয়া ম্যাহাবারে রূপের
বাহার ফুটাইয়া উয়^৮ খাড়া অয়।

শাজাদা শরীফ আগে-থ্যাকা বুইঝবার পারে নাই। হে মনে করছে হাছাই
বুঝি ফুল-গাছ। কিন্তুক গ্রাহন দ্যাছে যে, আসনে তা না। তারে তো
শুন্যের পারদ্যা^৯ উইড়ামা লিয়া ম্যালা কৈল। উইড়ামা লিয়া যাইবার সুমে

১। কোন চারা গাছ কাটিয়া লইলে উহার যে গুল বিশেষ মাটিতে থাকিয়া
যায়। ২। অবিরত ধারায়। ৩। জ্ঞান দিশা ৪। অনুসন্ধান করিয়া
৫। জিজ্ঞাসাবাদ ৬। কেহই ৭। তবে। ৮। উপর দিয়া।

দ্যাছে কত সুন্দর সুন্দর দাজান-কোটা পথ-ঘাট, গল্প-পরিচকার হগল কিহু । কত রঙ-বেরঙের ফুল গাছ । ফুলের লাগাল হগল । ছোট ছোট পোক-পাহালী ল্যাজ লাইড়া ল্যাইড়া, উইড়া উইড়া গাহান কৈরতাছে কেবল তার দেইকপারই মন লৈতাছে,² হে আবার দেইকপার পাইলো যে, কত রহমের কত মিষ্টি-মণ্ডার দোহান, গল্পনা পাতির দোহান, শাড়ি কাপ-ডের দোহান কি সুন্দর কৈরা সাজাইনা গুছাইনা রেছে³ । দেইহা হে মনে কৈরতাছে যে, এই কেবল বুঝি হগল কিহু ছাফ কৈরা থুইয়া গালো । হে আরও দেইকলো কত সুন্দর সুন্দর মানুষ । কত সুন্দর সুন্দর তাগারে হগল সাজ-পোশাক—দেইকতে হে হগলই⁴ ফুলের মতই মনে অয় । ফুলপরী তারে লিয়া আইসা যহনে কৈলাস পাহাড়ে নাইমলো⁵ সাতদিন সাত রাইত বাদে তহনে হেইট্যা কৈড়া পাহাড়ের মাটির হাতে ধাক্কা খায়া চ্যাতন অয়া দ্যাছে যে, হে ফুল গাছও নাই, হে মানুষও নাই । অয়রান⁶ এ্যাক জগলের মৈদ্যে আইসা আচমকা হে ঠেইহা পড়ছে । উশ অয়া কয়, হায় খোদা, আনি কহানে আইলাম । আমার লোকজন হগল কহানে গ্যালো । হায়রে হায়, আমার দেইকপার কেঐ-নাইরে । এই রহম ভাবত্যাছে আর কাইন্দা-কাইন্দা ঘোরা ঘুরি কৈরবার নাইগচে ।

এ্যামনে কৈরা আগাইয়া যাইতে যাইতে দ্যাছে যে, হেই রহম এ্যাকটা ফুলগাছে হেই-রহম এ্যাকটা ম্যায়া খিল-খিলায়া আইসা আইসা তারে ডাইকতাছে । তহনে শাহাজাদা শরীফ ব্যাউশ না অয়া ইটু উশের হাতেই কয় তুমি কেডা-বান⁷ আমারে নিয়া আইনা কিছুইতো বুঝিনা ? তহনে হে ম্যায়াগ ঠিক মাইনমের রূপ ধৈরা কয়, কৈরবাইননা রাজকুইমার । এই ল্যান আমি আমার আতে থ্যা এই আংটি খুইনা আপনেনে দিলাম । আমার ভালবাসার দান । সাতদিন বাদে আপনে এই আংটিতে ঘষা দিবেন । তা বাদে যা অয় তাই কৈরন । হইনা রাহেন এ্যাটা কতা, এই

১। ইচ্ছা ২। রয়েছে ৩। যে সমস্ত ৪। অবতরণ করিল ৫। অরণ্য ৬। কেবা ।

আংটির জোরে আপনে আপনার বাপের সন্ত ডিসা মধুকর বানাইবার ভাবদ ময়-মসজ্জা^১ পাইবেন।

সাতদিন বাদে কৈলাস পর্বতে বৈসপো স্ন্যাক মন্ত বড় ম্যালা^২। ছয়-মাস লাগল চৈলবো হে ম্যালা। ম্যালা ভাইজা যাইবার সাতদিন আগে হে ম্যালায় আইসপো হোমবল পক্কি। হে পক্কীর পায়ে-থ্যা উইড়া যে ফৈড়াডা পৈড়বো তা আপনে কানে ওইজা রাইখলে আর কুনো ফ্যাংনা ফছাদে পৈড়বেন না। আরও হোনেন, হে কৈলাস পাহাড়ে পরীগারে নাচ গাহানের সুমে আপনে গ্র্যাক যাগা পলায়া থাইহেন, হগল কিছুই পণ্ড অয়া যাইবো।

আরো হোনেন হেই হোমবোল পক্কী আপনারে আরাক^৩ বিয়া করা-ইবো। হেই বউ আইনা দিব পাতালপরীর লাগ-কন্য়ার দুই চোঙ্কের পানি, তাবাদে^৪ এই আংটিতে আপনেরে লিয়া যাইবো, হেই পাহাড়ে বসা বলদের কাছে। তহনে হেই লাগ কন্য়ার চোঙ্কের পানিদ্যা বসা বলদের কপালের গোঁটা ঘৈম্বা হ্যাই হ্যাহাইনথ্যা^৫ কাষ্ট লিন্মা তাবাদে ফিরার পতে হেই^৬ আয়নার শহরে ফের আপনের হাতে দ্যাহা অইবো। যাহানে আপনের লার মাঝি-মাল্লারা আপনেরে তালাশ কৈরা না পাল্লা যাহানে তারা মাইনযের বাড়ী কামলা দ্যা খায়, আর হন্দা কালে আপনে যাইবেন কৈলাসার পার, আপনে আইসপার পারবেন? তহনে পরী কয় দ্যাহেন, এই আমরা আইলাম পরী জাইত। বাতাসের হাতে মিশা কথা-ইন-দা কিবা কৈরা কোন মুল্লুকে যাওয়া লাইগবো আমরা জানি তা।^৭ তয় হোনেন, হেইহানে হেই ফুল গাছের মাল্লা-দ্যা যহনে অামারে বরণ কৈরবেন তহন-তহনে আমি মানুষ অয়া যামু। আয়নার শহরে আছে কাজীর অফিস, এাহনে অামাগারে বিয়া রেজেষ্টারী কৈরা তাবাদে বাড়ী মুহে রওনা দিমু। এই হগল কথা মনে রাইখবেন কিতুক? সাত দিন বাদে আপনারে লিয়া যামু। আর লিয়া যাইবো এই আংটিতেই। আইছা

১। মসজ্জা ২। উৎসব। ৩। অন্য আর এক ৪। অতঃপর ৫। সেখান হইতে ৬। সেই।

শাজাদা, আমি গ্রাহ্যনে যাই। এই কথা কল্পা বাদে পরীর মত পরী উইড়া ম্যালা কৈল বাতাসের হাতে মিশা। গ্রাহ্যনে এই সাতদিন কিবা কৈল যাইবো তার। হেই ভাবনায় বেচারা শাজাদা মাতায় আত দিয়া বৈসা পৈল। গ্রামন সুমে দ্যাছে যে, গ্রাক ব্যাটা কাটুইরা কাট কাইটে বাড়ী মুহে ম্যালা করছে। তারে দেইহা কাটুইরা আগাইয়া আইসা হৈছ^৩ করে 'ম্যারে'^৪ বাপু তুমি কেডা। তোমার নাম কি, তোমার বাড়ী কহানে? তুমি কি কর?

শরীফ কয়, বাবারে এ মুজুকে আমার কেই নাই। এই দ্যাশে আইছি-লাম বাণিজ্য কৈরবার লিগা কিন্তুক গ্রাক পরীর আতে পৈড়া আইজ আমার এই দুরবস্থা। কহানে যামু কি করমু। কিছুই ঠিক কৈরবার পাইর-তাছিনা। তা তুমি যদি বাপু আমারে ইউ হাতে কৈরা লিয়া যাও তয় এই সুমে আমার খুব উপকার অয়।

তা হইনা কাটুইরা কয়, বেশ ভাল কথা। আমারও কুনো পূলাপান নাই যহনে, তো তুমি গেলিবাদে খুব ভালই অয়। তা তোমারে দেইহাত মনে-অয় তুমি খুব উদ্দার মোকের ছাওয়াল পাওয়াল। কিন্তুক, আমার বাড়ী যান্না কি বাপু তুমি কাট কাইটা আর বেইটা কিনা খাইবার পাইরবা। যদি পারো তয় লও যাই। ব্যালা তহনে যান্ন^৫ যান্ন। তাই আর কি করা, তহনে হে কাটুইরার হাতে তার বাড়ী মুহে ম্যালা কৈল।

কাটুইরার বাড়ীত গ্রাক খান মোটে খাহার ঘর। গ্রাকখান রান্দুন-ঘর। আর কুনো দেবী ঘর নাই। গ্রাহ্যনে খাইকপো কহানে? কাটুরী দেইহা কয়, ওমা, এ ব্যাটা আবার কেডা আইসলো। এনা দেহি আমার বড় ছাওয়াল শরীফের লাগান। ডাগ্য শুনে গ্রাও হেই শরীফই দেহি আইসা পৈল। নাম খাম হৈছপদ কৈরা যহনে হগল কিছুই আদামাদি^৬ জানা-জুইনা অইলো তহনে কাটুরী তার নিজের ছাওয়াল মনে কৈরা তারে আদর-ষত্ কৈরা খাওয়াইবার লাইগলো। ঘরের গ্রাক কুনায় কাটুইরার হাতে বিছানা কৈরা

১। সময় ২। জিভাসা ৩। সঙ্কোখন সূচক বাক্য। ৪। অস্ত্রচল গামী।

৫। অর্ধেক।

দ্যা হে বেঁটি কাটুরি আলাদা এ্যাক ঝাগায় বিছানা কৈরা ছইরা খাইকপার লাইগলো। এইভাবে তার ষাইবার লাইগলো দিন কয়েক। তাবাদে আইসা পৈল হেই কৈলাস পরবতে ষাওয়ার দিন। বুড়ীর আভের খানা-পেনা খায়্য সিজি^১ দিনের মত হে বাড়ীর বাইর অয়া গ্যালো, ষাওয়ার সুমে কয়া গ্যালো মা, আমার দিনা কয় দেবী অইবার পারে। আমি আইজকা কাট লিয়া বহত দূর যামু। তুমি কুনো চিন্তা কৈরনা। বাবাজান আজি বাদে^২ তারে কৈও^৩। এই কতা কয়া বাদে শরীফ জঙ্গলের মইদো চৈলা গ্যালো। যায়্য হাইরাই^৪ আর দেবী মারা না, অমনে হেই পরীকন্যা আইসা হাজির। আতে তার হেই ফুল গাহ। খিল-খিলায়া আইসতে আইসতে^৫ ফুলপরী কয়, শরীফ শাজাদা, আপনে এই ফুল গাছে চৈড়া বসেন। হে তাই কৈল। দেইকতে-দেইকতে তারা য়াক্সাবারে কৈলাস পরবতে কালী দেবীর লাট মন্দিরে আইসা হাজির। ফুলপরী তহনে তারে এ্যাক ছোট গাছ বানায়্য দিনের ব্যালা লাট মন্দিরের কাছেই এ্যাক জায়গায় রাইখলো। রাইতের ব্যালা মানুষ বানায়্য লাট মন্দিরের লাচ-গাহান দেহইনা মাইনষের হাতি^৬ বানায়্য দিল। হারাডা রাইত ভৈরা তহনে হে পরীগারে লাচ-গাহান দেই-কলো। দেইকতে দেইকতে এই ভাবে পাঁচ মাস গত অয়া গ্যালো। তাবাদে ছয়-মাসের কাল আইসা পৈল।

হ্যা, এই মাসেই হেই ব্যাটা হোমবোল পককি আইসপো। য়েওরে পরী যহনে ইচ্ছা করে তহন তহনেই তাকে মানুষ বানায়্য লিয়া ষাওয়ার লঙ-য়ায়, আগায় মৃত্য। এই রহম ভাবে তাকে পাঁচ মাস লালন-পালন কৈল। যাই হোক, হোমবোল পককির আসার দিন আইসা পৈল কেন-মেসে^৭। তাই, পরী তারে আগের মত তামান কিছু হিকায়্য রাইখপার লাইগলো। ভুল যিনি না অয়। দিনার দিন শ্যাম অয়া বাদে আইসলো হেই দিন যে দিন হোমবোল পককিডা আইসপো। হে দিন তামান কৈলাস

১। প্রতিদিন ২। এলে পরে ৩। বলিও। ৪। সম্পন্ন করিয়াই

৫। হাসিতে হাসিতে ৬। সাথে। ৭। ক্রমশঃ।

পাহাড়টাকে এ্যাত সুন্দর কৈরা সাজান অইলো দেইকলে যিনি মনে অর কুনো রাজা-বাদশা পাহাড় দেইকপার লিগা আইসপো। কালী দেবীর লাট মন্দির সাজান অইলো যেমন নৈরা স্বর্গের দেবতা আইজকা এইহানে বৈসপো। এই রহম সাজান-গোহান করা অইল তামান কিছু। সককালে খ্যা গুরু কৈরা এ্যাক সম্ভা ডর চৈল কেবল এই সাজানি-গুহানি। যত পরীরা লাচ-গাহান কৈরবার আইসলো তারার আইজকা মনের মত সাজ-গোজ কৈরা আইছে। তামান কৈয়াস পাহাড় আইজকা চাঁদের বরণ অয়া যান কেবল আইসপার লাগছে। যাই হোক রাইত রিশির আমলে হোমবোল পককি আসমানের চাঁদ অয়া কক কক কৈরতে কৈরতে হাজির। আসার হাতে হাতে ব্যাক্সে খাওয়ায়া 'হোমবোল পককি-কি-জম' ধনি তুইলা তামানতা পাহাড় কাঁপায়া তুইলো। পীর সাবের মত হে পক-কিতো আইসা লাট মন্দিরের মৈদ্যে যাহানে আসন করা আছিল হাহানে আইসা বৈসলো, তাবাদে গুরু অইলো লাচ-গাহান। হায়রে হায়, লাচ গাহান। স্বর্গের দেবতারা যান পাগল অয়া যাইবো হে গাহান হইনা, গ্রামন-কি তাগারে লাচ-গাহান দেইহা মনে অর যিনি খোদ কালী দেবীই এ্যাহন কতা কৈবো।

কেরমে-কেরমে রাইত শ্যাম অয়া আইসপার লাইগলো। লাচ-গাহানের আমদানীও বাইড়া গ্যালোয়া। এক সূমে গায়েনদার আর বাজনাদারেরা ব্যাউশ অয়া পৈল। তা বাদে হোমবোল পককি বৈশাখ মাইসা ঝড়ির লাগাল শব্দ কৈরা পাঁখধান-দ্যা এ্যাটা আপটা মাইরা চৈলা গ্যালো। তার পাহের মালা ওইড়া ফৈড়া উইড়া উইড়া এমুহে ওমুহে^১ যারা পৈড়বার লাইগলো। পাঁখ ওইলাও মাটিতে পড়া শ্যাম আর তামান পরীরা, তামান লাচইনা, তামান গাহান করইনা, আর বাজনাদারেরা উঁশ পায়া উইটা বৈসলো। ধইড়া ফৈড়া ওইনার মৈদ্যে আছিলো এ্যাকটা গুল। তা অইলো, মাটিতে হে ফৈড়া পড়ার হাতে-হাতে কাছে-বিছে যত সব মরা মানুষ, গাছ-পালা পশু-পককি খাইকপো তামান তাজা অয়া উইটপো। কিন্তুক মাটিতে পড়ার হাতে হাতেই

১। মধ্যরাশি ২। এক প্রকার সাবধানী কণ্ঠস্বর ৩। মত

৪। এদিক ওদিক।

আল্লাহ কাম অম্মা যায়, তা অইলো যে, তা আবার বাতাসে মিশা যায়—
হোনা যায় নাকি হে ফৈঁড়া আবার যায় হেই হোমবোল পককির বাহের
হাতে লাইগা পড়ে।

তাই, যদি কেঐ ধৈরবার চায় তয় হে^১ ওনোর পার থ্যাই ধরা লাই-
গবো। তা না হইলে কাম অইব না। ব্যাটা শরীফও এক সুমে হেই
ফৈঁড়া ছোট এ্যাটা লিয়া হাইরা^২ থুইছে। এ্যাহানে আরাটা^৩ কতা বাদ
পৈড়া গ্যালো, তা অইলো তোমার এই যে, যে ব্যাটার ধৈরবার পাইরবো
মানে মাইনষের আতে ধরা পৈজ বাদে আরায় উড়ায়^৪ হাইবার পারেনা,
ফৈঁড়া অম্মাই^৫ থাছে। শাজাদা শরীফের হাতে রাইত ধল-পহর^৬ দিয়া
সাক্ অম্মা গ্যালো।

ফুলপরী তাকে মোস্তরদা গাছ বানায় লিয়া ফাঁকে যায় মানুষ
বানায় আলে, রাজার কন্যাক কেমনে কৈরা বিয়াকৈরবো হে হপল ঘটনা
হিকায় দিয়া তা বাদে তার কাছে থ্যা বিদায় লিয়া বাতাসে মিশ্যা গ্যালো।

সাত রাইত সাতদিন ভৈরা বাতাসের হাতে মিশা উইড়া আইসা এ্যাক-
দিন রাইত রিশির আমলে দালানের ছাঁদের পর বৈসা যাহানে আসমানী
কন্যা যৈবন জালায় ছট-ফট কৈরবার লাগছিল তিক তার ছাঁদের পারা হেই
হোমবোল পককির ফৈঁড়া কানে ওইজা লিয়া হাজির। হোমবোল পককির
ফৈঁড়া কানে ওইজা যাহানে ইচ্ছা হ্যাহানেই যাওয়া যায়। এ্যাহানেও
তাই কৈল। হে শাজাদা দ্যাওয়ার ঝিলিকের মত অম্মা আইসা—তো হে-
ছাঁদের পার বৈসলো মাইনষের রূপ ধৈরা। শরীফের গাও-গতরে রূপ-
টাও আবার এ্যামন খুব-সুরত আছিলো যে, তারে এ্যাকবার যে ব্যাটা-বেঁটি
দেইকপো হে আর ভুইলবার পাইরবোনা। আসমানী কন্যা মানে আলেক
রাজার একই মাত্র কন্যা, হে শরীফের চেহারা সুরত দেইহা হেই ছাদের
পারই, কামজালা ভুইলা গিয়া ব্যাউশের লাগল পৈড়া রৈল। শাজাদা শরীফ
'আচতে-আচতে' যায় তারে কোলে ভুইলা লিয়া চুইমা দিবার হাতে-

১। সে, উহা ২। সামলাইয়া রাখা ৩। অন্য আর একটি

৪। নিখোঁজ হওয়া ৫। হইয়াই ৬। ফর্সা ৭। ধীরে ধীরে।

হাতেই 'উশ-অন্না' নিজেরে সাবধান কৈরা লিলো। তা বাদে তামান পরিচর
লিয়া দুইজনে হেই রাইতেই দুইজনেরে বিয়া কৈরা ফালাইলো।

তা বাদে দিনের বালা^১ শাজাদা আটে-বাজারের মাইনশের হাতে
মিলা-নিশা থাকে, খালি^২ রাইত অইলে বাদে আলেক কন্যার কাছে থাকে।
তম^৩ এ্যাকদিন, শাজাদা শরীফে কয়, আসমানী, যত আমোদ ছামোদই
করিনা ক্যান, আমাকে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার চোফের এ্যাক ফোটা
পানি আইনা না দিলে বাদে আর কিছুই ভালা লাইগতাছেন। বাপজান
আমার লিগা সন্ত ডিজা মধুকর বানায়্য দিব। তম হে ডিজা বানাইবার
গেলি বাদে গুল চন্দনের কাঁই, হোমবোল পক্কির ফেড়া যোগাড় করা লাই-
গবো। ফেড়া যোগাড় করছি। এ্যাহনে কেবল গুল চন্দনের কাঁই অইলেই
চলে।

আলিফ-কন্যায় হইনা কয়, হে আর তেমন কি কাম, পাতালপুরীর
লাগকন্যা অইলে আমার খলতো বোন। তার চোখের ফোটা পানি
আইনতে আর কতক্ষণ। আইজ গেলি^৪ কালই মিয়া আইসপার পারমু।
তুমি হে চিন্তা কৈরনা। চাইরডা খায়্য আমারে বুহে লিয়া হোও। কাইলকা
বাজানরে জ্ঞানায়্য বিয়াডা ব্যাককের সূমকে অয়া হাইক জাহিরি, তম
বাদে নিশিঙে তোমাকে লিয়া হ্যাহানে যামুহানে^৫।

শরীফ কয়, বেশ তাই অইব। বাদের দিন সকালে আসমানী যায়্য
বাপেরে ধৈরা কাইন্দা কাইটা হ্যাজায়্য ডুলায়্য^৬ কয়, বাজান সাত রাজার
রাজা সোহেল রাজা—তার ছাওয়াল শরীফ, তার হাতে আমাক বিয়া দ্যাওয়্য
লাইগবো। তা হইনা রাজায় কয়, দূর বেঁটি পাগলী, তাই কি সম্ভাব? আমি
নিজে হে রাজার এ্যাকজন পোরজার লাগাল। তার এই দাপটে বাঘে
ছাগলে এ্যাক ঘাটে পানি থায়। আর কিনা তারই ছাওয়ালের হাতে
তোমার বিয়া? অসম্ভব। এ কথা যদি হে রাজার কানে যায় তম

১। জন হইয়া ২। সময় ৩। কেবল ৪। তবে ৫। খেলে পর

৬। সেখানে দাব খন ৭। ইনিঙ্গে বিনিঙ্গে বলা।

হে আমারে যোম বাচ্চাৰ গৰ্দান কাইটা ফালাইব। মালামাল হগল লার্ঠে^১ উইটাইয়া ফালাইব। তা হইনা আসমানী কয়, বাজান তার ছাওয়ালে আমাগারে বাড়ীত আছে। আপনে হে চিন্তা কৈরবেন না। আমি এই রাইতেই তাকে আইনা দ্যাহামু।

হুইনা আলিফ রাজায় কয়, আসমানী, তুই পাগল ছাড়া আর কিছুই না। মে বঁাটা থাহে সাত দালানের ঘেরাওর নৈধ্যে বৈসা, হেই আইসপো তোর ডাহে? তুই আমারে আসালি^২। তার পায়-পোরজারা ফুল-জল দিয়া হাইরবার^৩ পারেনা, হে আইসপো এই আমার মত এই গ্রাকটা গরীব রাজার বাড়ীত? আসমানী কয়, বাজান, তুমি বিশ্বাস কৰো, হে আমাগোরে বাড়ীতেই আছে। তুমি রাজী অইলে বাদেই আমি তোরে আইনা দ্যাহাই-বার পারি। আলিফ রাজায় কয়, তুই ভুল কৈতাহস আসমানী, ভুল কই-তাহস। কিন্তুক আসমানীও ছাড়েনা। হাস-ম্যাস আজী তয়া গেলি-বাদে রাইতেই লিয়া তার বাপের কাছে শরীফের হাজির কৈল শাহজাদী আস-মানী। তারে দেইহা পয়-পরিচয় লিয়াতো আলিফ-রাজা খুশীত বাগ-বাগ। মহারাজার ছাওয়ালরে পাইছে ম্যাইয়ার জামাই হিসাবে। হে আবার মহারাজার খ্যা কম কিসে? মাই হৈক, দিনা কয় আমোদ-ছামোদ কৈরা কাটায়া তা বাদে পাতালপুরী মুহে রওনা দিল, দুই জামাই-বউতে।

আংটির মদ্যে ঘঁষা দিয়া, হোমবোল পককির ফৈড়াডা কানে গুঁইজা তারা দুইজনে বাতাসের হাতে মিশা গ্রাকসুমে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার ঘরে আইসা হাজির। লাগকন্যা হর বানুও তহনে য়েবন-জালায় অস্থির অয়া জারে-জার অয়া কাইনবার লাগছিল। ঠিক গ্র্যামনে সুমে যান্না আসমানী হাজির। শরীফের পাতালের এক ফুল বাগানে-হামলায়া থুইয়া তা বাদে হে গ্যাছে লুর বানুর কাছে।

আসমানীক দেইহাতো লুরবানু লুড়ান্না আইসা গলা জড়ান্না ধৈরা চিক-কুর^৪। তার চিককুর হইনা আইসা কৈল তার মায় আসমানীকে দেইহা-

১। বাজেনাপ্ত হওয়া ২। হাসালি ৩। সম্পন্ন করিবার

৪। উচ্চস্বরে চিৎকার।

তো আটাল^১ মাইরা গ্যালো। তারে হগল কতা জিগায়া বাদে হৈছ করে—
তোয় বিয়া শাদী আইলো কহানে? আসমানী কয়, খালা আল্‌মা আপনে-
গারে জামাইকে হাতে লিয়া আইছি। শরমেতে কিছুই কৈবার পাইরতা-
হিনা। খালায় কয়, শরমেরও বালাই চাই। তই ক্যানে হে জামাইরে
হাতে লিয়া আইলিনা?

আইছা, জামাইর নাম কি? বাড়ী কহানে? বাপে কি করে? দেখছাস্-
হুনছসনা^২? খালা^৩ কী বলে কম, তাকে হাতে লিয়া আইছি। আপনার
কাছে কি আর কম। হে আইলো সোহেল রাজার ব্যাটা—শাজাদা শরীফ।
লুর বানুর কামার সূমে তার চোখের পানি মুইছা দ্যাওয়ার কালে ছোটে
এক শিনি তৈয়াতার দুই চোখের পানি লিয়া মুইছিল, হে পানি কুতি
হাতে না দেইক পার না পারে হেই উরসায় হে শিশিডা হামলায়া মানুষের
সুরত বানায়। খালা হাতড়ীর পায় ছালাম কৈরতেই হে আতে খ্যা^৪
আংটি খুইলা দ্যা কৈল, বাজান রে, তুমি আমার লুর বানুরও জামাই। এই
দ্যাহ, তোমার বাপে এই আংটি দিয়া খুইয়া গ্যাছে। তোমার হস্তরে
তোমার বাপের হাতে যুদ্ধ কৈরা মৈরা গ্যাছে। কিন্তুক আমাকে আদর
কৈরা এই আংটিডা দিয়া যায়। আমি আইজ হেই আংটিডা তোমার
আতে দিয়া আমার লুর বানুরে তোমার আতে বেচমেলাহ বৈলা সুইপা
দিলাম। তুমি দয়া কৈরা আতে লিয়া আমার পরানডা খুশী করো।

আংটিডা আতে লিতে লিতেই^৫ লুরবানু আইসা তার জামাইকে ছালাম
কৈল। এ্যাহন দুইবোনে আইলো শাজাদা শরীফের বউ। হস্তা খানেক
আমোদ-ছামোদ কৈরা খাইহা তা বাদে আইসপো কৈরা কয়া পাহাড় মুহে
রওনা দিল শাজাদা শরীফ তার দুই বউরে হাতে লিয়া। সাত রাইত
সাতদিন বাদে আইসা তারা তো হাজির আইলো। হ্যাসে পাহাড়ে লুর
বানু আর আসমানী ব্যাড়াইবার লাইগলো। শরীফ হেই গাঁতা তালার
কৈরবার লাইগলো। আল্লাহর কি কাম, একসূমে হে গাতা পান্না দ্যাহে

১। আশ্চর্য হওয়া ২। দেখিয়াহ ওনিয়াহ কি? ৩। হাত হইতে।

৪। হাতে লইতে লইতেই।

যে বসা বলদো হইয়া হইয়া জাবর কাইটগাছে । আর দেবী না কৈরা তাই
হে তাড়াতাড়ি লুর বানুর চোহের পানিতে ডরা শিশিডা লিয়া তার কপালের
গিটার মৈদো দুই তিনডা ঘষা দিতেই রক্তের মত কাগ্নি বাইড়ান ধৈল্য ।
শাজাদা তার শিশি ডৈরা কাগ্নিডি লিয়া বাইড়ান্না আইসা আবার হেই লাও
মুহে রওনা দিল ।

হোমবল পক্কির ফৈড়া তার কানে ঝঁজা, অঁতে পরীর আংটি ।
সাত রাইত সাত দিন দৈরা আইসা যে ফুল গাছে চৈড়া হে এ্যাতমুলুক
মাইল্লো, এ্যাহনে দ্যাছে যে, হেই ফুল গাছেই । আর তার আগে ডলে
বইসা হেই পরীকন্যা খিল-খিলাইয়া আইপতাইছে । শাজাদা পরীফরে
দেইহা, আর তার হাতের দুই বউরে দেইহা হেতো তাড়াতাড়ি ফুলের
মাগা লিয়া আইসা তাগারে গলায় দিল আর শাজাদার গলায় এ্যাকগাছ
দিল । শাজাদাও এ্যাকগাছ দিল হে পরীর গলায় । আর মাইবা কহানে ?
তার পাছের পাখ দুইডা খেসা পৈড়া বাতাসে মিণা গ্যালো । চেহারাডাও
ইটু মৈসন অয়া গ্যালো । আর কি করা, শাজাদা তাগারে পরিচয়
করায়া দিল যে, এই পরীকন্যা না অইলে বাদে তার কোন কিছুই
সম্ভব অইতো না । মোটের পার তোমরা তিন জনই আমার কাছে
সমান । কেঐর থ্যা, কেঐ কম না । তোমরা অইলে বাদে আগার সপ্ত
ডিঙ্গা মধুকর আর তয়ার অইত না ।

ওভরে, লোকজনেরা সোহেল রাজার বাইর বাড়ীত কাটের পার
কাট থুইয়া মস্ত তিঙ্গি বানান্না ফালাইছে । মিণ্ডিরা আতুর বাঁটাল, ধার
দিতাইছে । কবে হোমবল পক্কির গড়া ফৈড়া কেডা আইনবো, ওল-
চন্দনের কাঁই কেডা কহানে পাইবো—চিন্তায় রাজার অস্থির । ওভরে
কামলারা মাঝি-মাল্লারা মাইনমের বাড়ী কাম-কাইজ কৈরা মাইতাইছে আর
হন্দা-লাইগজেই বাদে লার পার আইসা হইয়া থাছে রাইতের-রাইত, কি
জানি কুনসুমে কহাইনদ্যা আইসা শাজাদা তাগারে বুদি লার পার তাগারে
না দাছে তয় তো অবস্থাডা গুরু-চরণ কৈরা ফালাইবো । মাই হেক, এই
দুই আগার অবস্থা এই রহম ভাবে চেলবার লাগছে ।

এওরে^১ শাজাদা আম্রনার শহরের কাজী অফিসে যায়। ফুল-পরীর হাতে বিয়া পড়ায় লিয়া হন্দা কালে তিন বউ লিয়া তার বাপ-দাদার কালাইনা ভাঙ্গা ডিগায় আইসা হাজির।

শাজাদার এই রহম অবস্থা দেইহা মাঝি-মাক্কারা আনন্দের চোটে হাউ মাউ কইরা কাইনবার লাইগলো। শাজাদা তাগারে কুনো^২ মতে বুঝ-সুঝ দিয়া লায় বাদাম তুইলবার কৈল। তারা হক্কা-তামুক ভালমত খায়। বৈঠা ঠিকঠাক মত বাইন্দা ছাইন্দা^৩ শাজাদারে আর তার তিন বউরে লিয়া বেচমেলা বৈলা ডিগা বাড়ী মুহে ছাইড়লো।

হয় মাস, হয় রাইত ভৈরা বাদাম খাটায় বৈঠা-লগি মাইরা শাজাদা শরীফের ডিগা আইসা ঘাটে ডিড়লো। টেহারা বাইড়ায় সপ্ত ডিগা মধুকরের জয়ধ্বনি দিতে মাঝি-মাক্কারা পারে আইসা লাইমলো। এ্যাকজনে দৌড় পাইরা যায়। খবর দিল যে, শাজাদা শরীফে চাঁন সুরুষের লাগাল তিন দেবতার কন্যা বিয়া কৈরা লিয়া আইছে।

খবর হইনাই তো রাজার রাজা মহারাজায় মহারানীকে সঙ্গে লিয়া হাত্তি ঘোড়া সাজায় গোছায় বাবাক পায়দা-পাইক উজির-লাজির লিয়া আইগয়া আইসলো। ওওরে দাস-দাসী চাহোর চাইক রানীরা জন্দর-মহলে রীতিমত পয়-পরিষ্কার আর সঁজান-গোছানের তাগে ব্যস্ত অয়া পৈল।

শাজাদার বাপ-মায়ের আসার কথা হইনা হোঁহ ছাপরের তলে থ্যা বাইরায় আইসলো। তার পাছে পাছে তিনজন বউও এ্যাক-এ্যাক কইরা বাইরায় আইসলো। তাই দেইহা মহারাজা মহারানী আত্ম-থ্যা লাইমা খাড়াইল। শাজাদা শরীফ তহনে তিন বউরে লিয়া লার সিড়ি বায়া দোনে লাইমা আইসলো। লাইমা আইসা বাপ মায়েরে স্যলাম কৈল। ব্যাকেক উলু-জোহার দিয়া উইটলো। তার বাদে তিন বউও আইসা হস্তর হাশড়ীয়ে এ্যাকে-এ্যাকে আইগয়া আইসা স্যলাম কৈরবার

লাইগলো। তা বাদে তাগারে তিন বউরে হাতে লিয়া তিন আত্মিতে চড়িয়া রাজ রানীর ব্যাশে বাড়ী আইনা ফালাইলো।

তা বাদে, বউগারে লিয়া রাজারানী উজির লাজির সেরেস্তা গোমে-জারা ব্যাবাকে মিলা-মিশা গ্র্যাক লাগাড়ে' সাত রাইত সাত দিন ভৈরা আহোদ-হামোদ কৈরা ধুম-ধামের হাতে শাজাদা শরীফের বিয়ার দাওয়াত নৈল' খাওন। রাজ্যের তাবদ মাইনসে ফর-ফহিম্বিরা গ্র্যাক লাগারে প্যাটি ভৈরা খান্না-দান্না সাত দিন ভৈরা দোয়া খায়ের কৈরবার লাইগলো। গ্যালো বালাই বিয়ার ধুম-ধান। গ্যালো লোকজন, গ্যালো বায়-বাদ্য বজ্র অয়া। গ্যালো খাওয়া-দাওয়া তাবদ শ্যাম অয়া। গ্রাহনে, সপ্তডিগা মধুকর বানানের পালা।

সাতদিন বাদে ভাই কলো রাজার দরবার। দরবারে রাজ্যের বড় বড় রাজা-উজিররাও আইসা হাজির আইলো। গ্র্যাকসুমে দরবারও শুরু অয়া গ্যালো রাজা আইসলে বাদে। কর্ণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিগিহুও আইসা দরবারের গ্র্যাক কুনায় বৈসা রৈল। ভিন রাজ্যের রাজাগারে আগই দাওয়াত দাওয়াত আছিল। তার কারণ, তাগার মৈদো কতা আইবো হে কুন লোক আছে, যে হোনবল পকির পাক ফৈড়া আর গুল চন্দনের কাই আইনা দিবার পারে? আইনা দিবার পারে পাতাল পুরীর লাগ কন্যার চোক্তর দুই ফোঁটা পানি। রাজদরবারের কুনো রাজায় যদি পারো তন্ন কও, মহারাজার হকুম। ব্যাক্সই করজোড়ে দুই আত ভুইলা তাগারে অক্ষামের' কতা জানাইবার লাইগলো। রাজায় পৈল ফাপড়ে। কারণ চৈত পুইজার দিন তো শ্যাম অয়া গ্যাছে। তয় গ্রাহন আর হে হগল পাওয়া যাইব কহানে? তাই যাইনা দ্যাহা যাইক যদি কেই তা যোগাড় হত কৈরা খোয়। সাত দিনের দরবারে সাত রাজ্যের বড় লোক-জনেরা, রাজা উজিরেরা বৈসা হে হগল যোগাড় করার কতা গ্রাহাবারে অক্ষ্যাম জানাইলো। গ্রাহন উপায়? সভা গ্যালো ভাইংগো, খামাহা রাজ-কার্যের ক্ষতি কৈরা কি আইবো। যাইকগ্যা, যে যার দ্যাশে ফিরা, তাই ফিরা মালা কৈল তারা নিজ নিজ বাড়ী মুহে।

এাহনে কি করে রাজার। মিস্ত্রিরা তো হগল কিছু তয়ার কৈরা রাখছে। কেবল হেই জিনিষ ওইলা অইজেই হগল কিছু ওহায়া-মোহায়া সন্তুডিয়া মধুকর তয়ার করার কাম শুরু করা যায়। রাজার আইল ছাইড়া^১ দিল। সন্তু ডিয়া মধুকর তার আর তয়ার অইলোনা। ব্যাটার কাছে কড়ালে বন্দী রইল। তাই এই রহম মনের অবস্থা বইঝা পোর-ধান উজিরে মহারাজ যুবরাজ শরীফ দ্যাশ-বিদ্যাশ সফর করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারে ধৈল বাদে আমার মনে হয় কিছু জানাহনা যায়।

উজিরের পরামিণিা লিয়া পায়দা ছাঁপ্সালের ডাইহা আইনা হাজির করা অইলো। তহনে উজিরে কয়, যুবরাজ তুমি কি হোমবল পককি আর ওল চন্দনের কাপির কুনো খবর টবর কৈবারে পারো?

যুবরাজ তুমি জানো যে, তোমার আত্মা হেই জিনিষ ওইলার জন্যে তার মনের মত কৈরা তোমার লিগা^২ গ্রাকখান সন্তুডিয়া মধুকর তয়ার কৈরবার পাইরত্যাছেন। তুমি দ্যাশ-বিদ্যাশ ছফর করে, তাই আমরা অনুমান করছি যে, তুমি নিশ্চয়েই এ হগলের খবর কিছু না কিছু রাখোই। তুমি যদি কৈবার পার তহ^৩ আমরা খুব উপকার পাইতাম। যুবরাজ মিট মিটাইয়া আইস্যাদ্যা^৪ কয়, উজির সাহেব, হেই জনোই কি আপনেরা আমারে ডাকছেন? ওয় হেজনো আর চিন্তা-ভাবনা কৈরবেন না। লাও তয়ার করবার হকুম দ্যান। আমি হে হগল যোগাড় মত কৈরা লিয়া আইছি।

সান্বাস-ব্যাটা যুবরাজ। কয়া উজিরে তহনে তার আসনে থ্যা উইটা যান্না বুহে জড়িয়া ধৈল। তা বাদে তার হে হগল জিনিষ দেইক-পার লিগা আনা অইলো।

হে হগল জিনিস দেইকপার লিগা আনা অইলে। আর আনা অইল হেই হগল রাজকন্যার। তারা ভাবদ কিছু দ্যাহায়া ভাবদ বিভাত^৫ কয়া

১। হতাশ হওয়া। ২। জন্যে ৩। তবে ৪। হাসি দিয়া

৫। বিবরণ।

হনাইবার লাইগলো রাজ দরবারের তাবদ মাইনযেরে। ওওরে বহ লোকজন অয়া প্যাছে। শাজাদা শরীফের যে তিন বউ, তিনটা ওপেয় অধিকারী তা ব্যাক্তে বুইঝবার পাইলো। যাগারে না অইলে হেই হগল জিনিষ জোগাড় করা কেওর^১ পক্ষেই সম্ভব অইত না।

যুবরাজ শরীফে কৈবার লাইগলো যে, উজির সাহেব, এই ফুল-পরী কন্যাই আমাকে তাবদ কিছুর খবর জানায়। আর তার খবর লিয়া আমি আসমানী কন্যারে খরি আর বিয়া করি। এইটা হেই পাতালপুরীর লাগকন্যা লুবানু। যার চোক্তের পানি লিয়া আমি গুল চন্দনের কাঙ্গি আইনবার লিগা যাই পাহাড়ের গাঁড়ায়। তা বাদে আমি বাড়ী ফিরবার পত আমার হেই প্রিয় ফুলপরী পত-দ্যাহায়া দেউনা কন্যারে বিয়া কৈরা বাড়ী মুহে রওনা দেই। এই কথা কয়া শরীফ তামাম কিছু বাহির কৈরা দ্যাহাইল। রাজ দরবারের ব্যাক্তে তাজ্জব অয়া শরীফের জয়ধ্বনি কোরবার লাইগলো। তহনে শরীফে আর তার তিন বউয়ে তাগারে ব্যাক্তের ছালাম লিয়া দরবারে থ্যা বাইরায়া আইসলো। কর্ণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি হে হগল লিয়া মহারাজা সোহেলের মনের মত কৈরা সপ্ত ভিঙ্গা মধুকর বানাইবার আয়োজন কৈরবার লাইগলো। আমার হাচতোরডাও^২ শ্যাম অইলো।

এক রাক্ষসের কাহিনী

কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিরুদ্ধোজিত সংগ্রাহক
জনাব নজরুল ইসলাম, প্রায়-হজদী ঘর, ডাকঘর-পাঁড়াদহ, খানা-শাহজাদপুর,
জেলা-পাবনা। এটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব তকিজ প্রামানিক, প্রায়-চণ্ডীপুর,
ডাকঘর-জাহিড়ী মোহনপুর, খানা-উল্লাপাড়া, জেলা-পাবনা-এর কাছ থেকে।
সংগ্রহকাল - ১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার পুত্রের সঙ্গে ছিল উজিরের ছেলে, নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলের বন্ধুত্ব। একবার তাহারা চার বন্ধু বেড়াইতে গেল। যাইতে যাইতে এক বনের মধ্যে একটা বাড়ীতে আশ্রয় লইল। সেই বাড়ীটা ছিল রাক্ষসের বাড়ী। রাক্ষস উজিরের ছেলে নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলেকে তাহাদের ঘোড়াসহ খাইয়া ফেলিল। রাজার ছেলে এই ব্যাপার বৃষ্টিতে পারিয়া সে ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইতে লাগিল। তখন রাক্ষস এক রাজকন্যার রূপ ধরিয়া রাজার ছেলের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। পথে অন্য দেশের এক রাজার কাছে রাজকন্যা-রূপী রাক্ষস তার নিকট বলিল যে, আমার স্বামী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন রাজা সেই রাজপুত্রকে ধরিয়া আনিল কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যাকে প্রদান করিতে অস্বীকার করিল। সেই রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে রাজকন্যা রাজী হইয়া গেল। সেই রাজকন্যা-রূপী রাক্ষস দেশে যাওয়ার পরদিন হইতে প্রতিদিন একটা লোক ধরিয়া খাইতে লাগিল। রাজার মনে যখন সন্দেহ হইল যে রাক্ষস তার রাজপুত্রীতে আছে, তখন রাক্ষস একটা মানুষ খাইয়া রাজার বড় রানীর ঘরে হাড়গোর রাখিয়া আসিল। তখন রাজা বড় রানীকে রাক্ষস মনে করিয়া মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তখন ঘটকের নিকট একটা কুকুর দিয়া আশ্রমের কুদরতের কথা বলিতে লাগিল। সেই কুকুরটা বলিল যে, বড় রানী নিরাপরাধী, তাই তাকে তুমি ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের রক্ত নিয়া রাজাকে দেখাও গা। ঘটক তখন বড় রানীকে ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের রক্ত নিয়া রাজ-দরবারে চলিয়া গেল। পরের দিন যখন আবার এক জন লোককে রাক্ষস খাইল তখন রাজা তার ডুল বৃষ্টিতে পারলো। এ দিকে বড় রানী ছিল দশ মাসের গর্ভবতী। সে ঐ বনের মধ্যে

দিয়া যাইতে যাইতে একটা কুড়ে ঘরে একটা বুড়ীকে দেখিতে পাইলো। সেখানে সে আশ্রয় নিল এবং তার একটা ছেলে হইল। বড় হইয়া ঐ ছেলে যখন জানিতে পারিল যে, সে রাজার ছেলে, তখন সে সেই দ্যাশে গিয়া রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিল। রাজা তখন সেই ছেলের পরিচয় চাহিল। তখন ছেলেটা সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তখন রাজা তার ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে লাগিল এবং বড় রানীকে নিয়া আসিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে^১ আছিল এক রাজা। তার আছিল^২ এক ছাওয়াল। উজিরের ছাওয়াল, নাজিরের ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়ালের সাথে-রাজার ছাওয়ালের খুব ভাব আছিল। মেহাপড়া^৩ খাইকা শুরু কইরা খেলাধুলাও চারজন একসাথে করতো। একদিন রাজার ছাওয়াল তার তিন বন্ধুকে কইলো, চলো আমরা দ্যাশের বাইরে বেড়াতে যাই। রাজার ছাওয়ালের প্রস্তাবে সবাই রাজী হইয়া গ্যালো। চার বন্ধু চারটা তাজি ঘোড়ায় চইড়া সফরে রওনা হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা অন্য রাজার দ্যাশে চইলা গেল। যাইতে যাইতে তারা একটা বনের ভিতর চইলা গ্যালো। বনের মধ্যে যায়া দেখলো সুন্দর একটা বাড়ী। তহন^৪-বেলা ডুইবা সজ্জা অইয়া গ্যাছে, তাই তারা চারজন ঐ বাড়ীর ভিতরে যায়া দেখলো লোকজন কেউই নাই, কেবল দরজার কাছে একটা খাসী বান্দা আছে আর ঘরের মধ্যে চ্যাল ড্যাল ও পাকশাকের সব রকম জিনিস আছে। বাড়ীত লোকজন না থাকাতে চারবন্ধু বড় বিপদে পড়লো। তহন রাজার ছাওয়াল কইলো, আমরা চ্যাল ড্যাল পাক কইরা খাইয়া লই, যহন বাড়ীআলা আসে তহন চ্যাল ড্যালের দাম ও ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে।

এই কথা য় সব মত দিয়া পাক-শাক কইরা^৫ খায়া দায়া ডুইয়া রইলো। পরের দিন ঘুম খাইকা^৬ উঠা তারা দেখলো যে, নাজিরের ছাওয়াল ও ঘোড়া নাই। তহন^৭ তারা তিনজন মনে করলো যে, হয়ত বা নাজিরের ছাওয়াল সকালে উইঠা^৮ কোথাও বেড়াতে গ্যাছে কিন্তু সজ্জা হইয়া আইল অথচ নাজিরের ছাওয়াল আইলনা বা বাড়ীর লোকজন কেউই আইলো না। যাক্ তহন তার তিনজন রাতে পাক শাক কইরা খাইয়া দায়া ডুইয়া রইলো। তারা পরের দিন ঘুম খাইকা উইঠা রাজার ছাওয়াল দেখলো যে, উজিরের ছাওয়াল ও ঘোড়া নাই, তহন রাজার ছাওয়াল খুটব চিত্রায় পড়লো। তারপর রাজার ছাওয়াল কোতোয়ালের ছাওয়ালকে কইলো, বন্ধু দুইজন তো আমাকে না বইলো^৯ কোথায় চইলো^{১০} গ্যালো, এখন তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একা রাইখা^{১১} কোথাও যাইবানা।

১। দেশে ২। ছিল ৩। মেহাপড়া ৪। তখন ৫। করিয়া
৬। থাকিয়া ৭। তখন ৮। উঠিয়া ৯। বলিয়া ১০। চিনিয়া
১১। রাখিয়া।

কোতোয়ালের ছাওয়াল কইলো^১ যে, উজিরের ছাওয়াল ও নাজিরের ছাওয়াল তোমাক ছাইড়া যাইতে পারে তবে আমি তোমাক ছাইরা^২ কোথাও যামুনা। এ কথা পর রাজার ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়াল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়লো। পরের দিন রাজার ছাওয়াল ঘুম থাইকা উইঠা দ্যাছে^৩ কোতোয়ালের ছাওয়াল আর তার ঘোড়া নাই। তহন রাজার ছাওয়াল ভীষণ চিন্তায় পড়লো। এমন সময় ঘরের দরজায় বাধা ছাগলটা একটা হাম ছাড়লো। রাজার ছাওয়াল তহন ছাগলের মুখের মধ্যে কোতোয়ালের ছাওয়াল ও তার ঘোড়া দেখতে পাইল। এইতা^৪ দেইখা রাজার ছাওয়াল খুউব ভয় পয়া^৫ গেল। সে তাড়াতাড়ি যায় ঘোড়ায় উইঠা ঘোড়া ছাইড়া দিল। এদিকে রাক্সস রাজকন্যার রূপ ধইরা^৬ রাজার ছাওয়ালের পিছে পিছে ছুটলো। এইভাবে যাইতে যাইতে সে আরেক^৭ রাজার দ্যাশে চইলা গ্যালো। যাওয়ার সময় রাক্সস পথের লোকজনকে কইলো যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া চইলা যাতাছে^৮, তোমরা আমাক সাহায্য কর।

এই কথা বলতে বলতে রাক্সস রাজার ছাওয়ালের পিছে পিছে রওনা দিল। পথের লোকজন কেউ রাজার ছাওয়ালকে ধরতে পারলোনা। যে রাস্তা দিয়া তারা যাইতেছিল সেই রাস্তা দিয়া ঐ দ্যাশের রাজা শিকার করার পর বাড়ী ফিরিতেছিল। তহন রাক্সস-রূপী রাজকন্যা ঐ দ্যাশের রাজার কাছে যায় কইলো যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া পালায়ে যাতাছে। আপনি আমার স্বামীক ধইরা দ্যান। তহন রাজা তার লোকজন দ্বারা রাজার ছাওয়ালকে ধইরা আনলো। রাজার ছাওয়াল যহন ঐ দ্যাশের রাজার কাছে আসলো তহন রাজা তার বউকে নিয়া যাইবার কইলো। রাজার ছাওয়াল তহন ঐ বউ নিতে রাজী হইলো না। রাজার সেই ছাওয়ালকে বিদায় দিয়া রাজা ঐ সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়া করবার চাইলো। রাজকন্যা তহন রাজী হইয়া গ্যালো। ঐ দ্যাশের রাজা তহন খুব আমোদ কইরা নতুন রানীকে রাজপুত্রীত নিয়া গ্যাল।

১। বলিল। ২। ছাড়িয়া। ৩। দেখে। ৪। ইহা। ৫। পাইয়া। ৬। ধরিয়া। ৭। অন্য। ৮। যাইতেছে।

সেই রাজকন্যাক সবাই তার ক্রোধের প্রশংসা করলো। রাজাও খুঁটব খুশী হইল। পরের দিন রাজা খুশী মনে রাজদরবারে গ্যালো। ঐ সময় রাজদরবারে খবর আসলো যে, আজকে একজন লোক পাওয়া যাই-
তাছেনা। তখন রাজা সেই লোককে খোঁজার আদেশ কইরা রাজপুরীত
চইলা গ্যালো। পরের দিন আবার খবর আসলো যে, আজকাও আবার
একজন লোক নিখোঁজ। এই রূপে বহু লোককে রাক্ষস খায় ফেললো।
রাজা খুঁটব চিন্তায় পড়লো। রাজদরবারে রাজা রাক্ষসকে ধরার জন্য রাজ্যে
কারা দিবার কইলো। রাক্ষস তার পরের দিন খাইক। রাজপুরীর আশে-
পাশের লোককে খইরা খাইতে লাগল। রাজা তখন চিন্তা করলো যে,
রাক্ষস তার রাজপুরীতেই আছে। এদিকে ছোট রানী-রূপী রাক্ষস
রাজার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই সে পরের দিন রাতে একটা
লোককে খইরা তার হাড়-গোড় ও জামা কাপড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে
রাইখা আসলো।

সকালে উইঠা দাস-দাসী দেখলো যে, আগের রাতে ধরা মানুষটার
হাড় গোড় ও জামা-কাপড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে পইরা রইছে। এই
কথা আস্তে আস্তে রাজদরবারে পৌছা গেল। তখন রাজা বড় রানীকে
খইরা ফালাবার জন্য কোতোয়ালকে আদেশ দিল। কোতোয়াল তখন
এক বনের মধ্যে বড় রানীকে নিয়া গ্যালো। বড় রানীর সাথে সাথে
একটা কুকুর খাইতে লাগলো। কোতোয়াল যখন রানীকে কাটবার
লাইগা তলোয়ার তুললো তখন আজার কুদরতে ঐ কুকুরটার জবান
খুঁলি গ্যালো। কুকুর তখন ঘাতককে কইলো যে, নিরপরাধ রানীকে
খইরা ফালায়োন। কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা আসল রাক্ষসকে ধরবার
পারবা। তারপর কুকুর রানীকে কইলো, আপনি কোনদিন যেন রাজার
দ্যাশে ফিরা না যান। এই বইলা কুকুর ঘাতককে কইলো যে, আমাকে
হত্যা কইরা রক্ত নিয়া রাজাক দেখাও গা। ঘাতক তখন অনেক চিন্তা
করাতে কুকুর রানীকে কইলো, আপনি কোতোয়ালের কাছে করাজ করেন
যে, কোন দ্যাশে যাবেন না। কারণ আপনি যদি দ্যাশে যান তবে
কোতোয়ালের গ্রাথ হবে।

কুকুরের কথায় রানী কোতোয়ালের কাছে করাল করলো যে, সে কোন-দিন দ্যাশে ফিরা যাবেনা। তখন কোতোয়াল কুকুরকে মাইরা তার রক্ত নিয়া রাজাকে দেখালো কিন্তু তার পরদিনও রাজ্যের একজন লোককে পাওয়া গ্যাকেনা। তখন রাজা ও উজিরগণ চিন্তা করলো যে, আসল রাক্ষস না মাইরা নিরাপরাধী রানীকে মাইরা ফেলিয়াছে। রাজা তখন খুউবই ডাঙ্গিয়া পড়লো। বড় রানীকে মারার পরদিন থাইকা প্রতিদিন একজন রাক্ষস খাইয়া যাইতে লাগলো। রাজা দিশেহারা হইয়া রাজ্যের মধ্যে চানডারা পিটা দিল যে, যে লোক রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক বীর-পালোয়ান চেষ্টা করলো রাক্ষসকে মারার লাইগা, কিন্তু কেহই মারবার পারলেনা।

এদিকে বড় রানী কোতোয়ালের কাছে থাইকা ছাড়া পাইয়া সেজা বনের ভিতরে চইলা গ্যালো! যাইতে যাইতে সে বন পার দিয়া একটা গায়ের কাছে আইলো। সেখানে আইয়া সে দেখলো জঙ্গলের মধ্যে একটা কুড়া ঘরে একটা বড়ী বইসা আছে। সে তখন সেই বড়ীর কাছে যান্না সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো। এদিকে সে আছিল দশ মাসের গর্ভবতী। তখন তার একটা সুন্দর ছাওয়াল হইলো। পরের দিন ঐ বড়ী গারপার ডিক্কা করবার গ্যালো। আসো দিনের চায়া সেদিন বড়ী তিনগুণ ডিক্কা পাইল।

বড়ী তখন খুশী হয় তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসলো এবং রানীকে কইলো মা, তোম ছাওয়াল কপাইলা হবে। কোনদিন আমি ডিক্কা পাইনা। দেখ, আজ তোম ছাওয়ালের লাইগা কত চ্যাল আর ট্যাহা পাইছি। এই ভাবে বড়ীর কুড়া ঘরে থাইকা বড় রানীর ছাওয়ালটা বড় হয় গ্যালো। রানী ছাওয়ালডাক পড়বার দিছিল। একদিন ছাওয়ালডা মন তার কইরা ইস্কুল থাইকা আইলো। রানী তার কারণ জানবার চাইলে ছাওয়ালডা কইলো যে, ইস্কুলের ছাত্তোররা তাকে জারা ছাওয়াল কইয়া ডাকে। এই কইয়া সে তার মার কাছে তার বাপের পরিচয় জানতে চাইলো। তখন

১। কারা ২। গায়ের উপর। ৩। ডাণ্ডান ৪। ছাত্তরা ৫। যে ছাওয়ালের বাপ নাই।

তার মা সমস্ত ঘট্টনা শ্রুতি কইলো আর কুকুরের কাছ থাইকা শুনছিল যে, ছোট রানী আদতে রাক্ষস, তাও কইলো। তখন সে তার মার কাছ থাইকা বিদায় নিয়া তার বাপের দ্যাশে রওনা হলো। তার বাপের দ্যাশে লোকজন পরায় অধেক রাক্ষস খাইয়া ফালাইছে। সেই ছাওয়ালটা সোজা রাজদরবারে গ্যালো এবং রাজাকে কইলো যে, সে রাক্ষস মাইরা ফালাবার পারবে। রাজা তখন তাক রাক্ষস মারবার জন্য নিমন্ত্রণ করলো কিন্তু সভা-সদস্য তা বিশ্বাস করলোনা, কারণ সে ছিল সামান্য একটা ছাওয়াল।

যাক, সেই ছাওয়ালটা মানে রাজপুত্র রাজাকে কইলো যে, আমাক একখান এমন তলোয়ার বানায়ে দেওয়া লাগবে যেন মাছি পড়লে কাইটা যায়। তার কথামত তখনই একটা তলোয়ার বানানো তখনই রাজপুত্রকে দেওয়া হইল। রাজপুত্র রাতে রাজপুরীর মধ্যে সেই তলোয়ার নিয়া বইসা রইলো। রাক্ষস আজ আর ঘরের ব্যার হওয়ার সাহস পালনা। পরের-দিন সকাল বেলা জানা গ্যালো যে, আজ রাতে কোন লোককে রাক্ষস খায় নাই। এই ভাবে মাস খানে চইল্যা গ্যালো। রাজপুত্র দিনে ঘুম পাড়ে আর রাতে তলোয়ার হাতে রাজপুরীর মধ্যে বইসা থাকে। মানুষ না খাইবার পায়া ছোটরানী একেবারে ওকাল্যা গেজ। তখন রাজা রানীকে ওকাল্যা যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। ছোট রানী তখন কইলো যে, আমার বাপের বাড়ীত একটা শাড়ী আছে, সেই শাড়ীর জন্য আমার মনটা খারাপ হইয়া গ্যাছে। তোমার দ্যাশে সেই রকম শাড়ী নাই। রাজা কইলো, তোমার বাপ-মার দ্যাশ কোথায়? ছোট রানী কইলো যে, সাত সমুদ্র তের নদী পারে আমার বাপ-মায়ের দ্যাশ। রাজা কইলো, সে দ্যাশে তোমার শাড়ী আনবার জামা কে আবার জানে মরবো।

রানী তখন রাজাক কইলো, রাক্ষস মারার লাইগা যে ছাওয়ালটা আছে সেই ছাওয়ালটাক ভূমি কইলে সে হয়তো আইনা দিতে পারবে। রাজা তখন সেই ছাওয়ালটাক ডাকল, এবং সাত সমুদ্র তের নদী পার দিয়া ছোট রানীর দ্যাশে খান্না তার শাড়ী আইনা দিবার কইলো। রাজার আদেশে সেই ছাওয়ালটা শাড়ী আনার লাইগা রওনা দিল। এক বনের মধ্যে দিয়া

সে রওনা হইলো। কিছুদূর যাওয়ার পর সে একজন দরবেশকে দেখবার পাইলো। সোজা সে দরবেশকে কইলো, হজুর আমি সাত সমুদ্রের তের নদী পারদিয়া রাঙ্কসের দ্যাশে যায়া একটা শাড়ী আনবো, আমাক যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা কইরা দ্যান। দরবেশ তহন কইলো যে আমি তোকে পক্ষী বানান্না দেব, তুই সোজা পূবদিকে উড়তে উড়তে যহন একটা কলাগাছ আলা বাড়ী পাইবি তহন সেই বাড়ীত নাইমা পরবি। সেখানে যায়া দেখতে পারবি যে, এক বুড়ী বইসা আছে। তহন সেই বুড়ীর কাছে যায়া তার মেয়ের ছেলা বইলা 'পরিচয়দিবি। সে তহন তোকে পরীক্ষা করবার লাইগা কতকগুলি লোহার বোট কলাই খাবার দিবে তহন তুই সেই বোট কলাই গোপনে ফালায়া দিয়া এই বোট কলাই খাবি। এই বইলা কিছু বোট কলাই দিয়া তার কপালে একটা ফোটা দিয়া দিল। ফোটা দেওয়ার পর অমনি সে পক্ষী হইয়া উইড়া চল্লো। বেশ কয়েকদিন উইড়া যাওয়ার পর সে কলাগাছ আলা বাড়ী দেখবার পায় সেই বাড়ীতে নামলো। বাড়ীর ভিতরে যান্না দেখবার পালো একটা বুড়ী বইসা আছে। সেই বুড়ীর কাছে যায়া সে নিজেকে তার মেয়ের ছাওয়াল বইলা পরিচয় দিল। তহন বুড়ী তাক পরখ করবার লাইগা লোহার বোট কলাই খাইবার দিল। সে গোপনে সেই লোহার ফোট কলাই ফালায়া দিয়া দরবেশের দেওয়া ফোট কলাই খাইয়া ফেললো। কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়ীর সাথে তার খুব ভাব হইয়া গেল। সে বুড়ীকে তার মার শাড়ীর কথা কইলো বুড়ী তার মেয়ের শাড়ী দেখায়া দিল। তারপর বোতলের মধ্যে একটা ডোমর দেইখা বুড়ীকে কইলো এই ডোমরটা বোতলের মধ্যে ক্যানো। তহন বুড়ী কইলো, ঐ ডোমরটা তোমার মায়ের জনন, ঐ ডোমরটা যেদিন মরবে সেই দিন তোমার মা মরবে। তারপর সুযোগ বুইয়া সে সেই পাখী ও ডোমরটার বোতল নিম্না আবার আকাশে উঠলো। কয়েকদিন উঠার পর সে দরবেশের কাছে আইসা পইরা গেল।

দরবেশ তহন তার কপালের ফোটাটা নুইছা দিতেই তারা আবার আগের চেহারা ফিরা পাইলো। তহন দরবেশের দেওয়া নিম্না মায়ের কাছে ফিরা আইলো। তার মার কাছে ডোমরার বোতলটা দিয়া কইলো যে, কোন

মতেই যেন এই বোতলটা না হারায় কারণ এই বোতলই ছোট রানীর জীবন। এই কথা কইয়া রাজপুত্র তার মার কাছে থাইকা বিদায় লইলো।

যেদিন রাজপুত্র রাজার কথামত ছোট রানীর শাড়ী আনার জন্য গ্যাল সেই দিন থাইকা আবার রাজ্যের লোককে রাক্ষসে খাওয়া আরম্ভ করলো। যখন ছোট রানী মানুষ খাইতে থাকতো তখন তার শরীর^১ আবার ফিরা গেল। মার কাছে থাইকা বিদায় নিয়া আবার রাজার দরবারে আইসা ছোটরানীর শাড়ীটা রাজার কাছে দিল। এই শাড়ী দেইয়া রাজা খুব অবাক হইয়া গ্যালো। ওদিকে রাজপুত্র যখন রাজপুরীতে আইলো তখন ছোট রানীর গায়ে জ্বর আসলো আর সেই রাত থাইকা ছোটরানী আর মানুষ খাইবার না পারা আশ্তে আশ্তে শুকায়া গেল। রাজপুত্র এবার রাজাকে বললো যে, সাতদিন পর রাক্ষসকে নাংবে।

রাজা তখন মাঠের মধ্যে রাজপুত্রের কথামত বিরাট একটা ঘর উঠাইল। নির্দিষ্ট দিনে রাজপুত্র তার মার কাছে থাইকা সেই ভোমরার বোতলটা নিয়া আসলো। রাক্ষস মারা দেখবার লাইগা দ্যাশের সব লোক মাঠের মধ্যে আইলো। তখন পুত্র বোতলের ভোমরা বাইর কইরা ঘরের উপরে চইলা গ্যালো। তখন ছোট রানী রাজপুরী ছাইলা সেই মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া গ্যালো। ছোট রানীক দ্যাখায়া সবাইকে কইলো, আপনারা সব রাক্ষস দেইখা যান। লোকজন চায়া দেখলো যে, ছোটরানী দৌড়াতে দৌড়াতে সেই ঘরের দিকে আসতছে। রাজপুত্র এবার ভোমরার একটা পাও ছিইড়া ফ্যালালো। তখন রানীর একটা ঠ্যাং খইসা গ্যালো। ছোটরানী তখন গইড় পরতে পরতে আসতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে ভোমরার আরেক ঠ্যাং ছিইড়া দিল। তখন রানীর আরেক পাও খইসা গ্যালো। তার পর ভোমরার আরও দুইটা ঠ্যাং ছিইড়া ফ্যালালো তখন রানীর দুইটা হাত খইসা গ্যালো। যখন গৌড় পাড়তে ঘরের কাছে আসলো তখন রাজপুত্র

ডোমরার মণ্ডুটা' ছিইড়া দিল, তহন ছোট রানীর গলাটা আইসা পইরা গেল।

তহন রাজা সেই বানকের পরিচয় জানতে চাইলে বালক সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো। তহন রাজা তার ছাওয়াককে বুক জড়াইয়া ধরলো এবং রাজাকে আনার জন্য লোকজন পাঠাইল। রানী আসার সময় সেই ভিখারী বুড়ীকে সঙ্গে নিয়া আইসা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ভগু দরবেশের কেচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক ডাকাত। সে তার দলবল দিয়ে জায়গায় জায়গায় ডাকাতি করাইয়া যে সমস্ত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পাইতো তার তিন ভাগের এক ভাগ ডাকাতদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বাকি দুই ভাগ নিজে রাখিয়া দিত। ইহাতে সবাই তাহার উপর রাগ করিত। সেই ডাকাতের প্রধান সাহায্যকারী ডাকাতের নাম ছিল মদু মিলা। সে এই সমস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে ডাকাতের উপর ভীষণ চট্টিয়া গেল এবং ডাকাতকে কোণে অংশের মধ্যে ডাকিয়া নিয়া হত্যা করিয়া একটা বাজের মধ্যে গুপ্তিমা এক জায়গায় পুঁতিয়া রাখিল। তারপর সে এক ডগ দরবেশ সাজিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে তাহার অনেক শিষ্য হইয়া গেল। শিষ্যরা তাহাদের ওস্তাদ পীরের কবরে একটা বিরাট ঘর তুলিয়া দিল। একদিন অন্য সব ডাকাতরা তাহাদের পাপের কথা চিন্তা করিয়া সেই দরবেশের কাছে শিষ্য হইবার জন্য আসিয়া দেখিতে পাইলো যে, দরবেশ আর কেহই নয়, তাহাদের মদু মিলা ডাকাত। মদু মিলা ডাকাতদেরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। তখন ডাকাতরা সেই কবর হইতে একটা বাজ তুলিয়া মদু মিলাকে শিষ্যদিগকে দেখাইয়া বলিল, এই ওস্তাদ পীর আর কেহই নয়, ইহা হইল কুখ্যাত ডাকাত অজয়ের লাশ।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আহিল^১ এক ডাকাতের সর্দার। তার নাম আহিল অজর। সে তার দলবল দিয়া ডাকাতি করাইত। আর সব ডাকাতরা ডাকাতি কইরা যে সমস্ত সোনা-দানা টাকা-পয়সা আনতো সে তার তিন ভাগ আমানত রাইখা^২ এক ভাগ তার সাগরাদগারে দিয়া কইতো যে, এই টাকা তার কাছে জোমা থাকবে এবং যখন^৩ দরকার হবে তখন^৪ এই টাকা-পয়সা তাদের দিয়া দিবে। তার ডাকাত-সাগরাদগারে মধ্যে ছিল এক খুউব সাহসী ডাকাত। তার নাম আহিল মদু মিয়া। সে যখন তার দরকারে সর্দারের কাছে টাকা চাইতো তখন সর্দার বলতো, মদু, এ টাকা এখন^৫ দেওয়া যাইবনা, যখন খুউব ঠেকা-ঠেকিত পরবি তখনই পাবি এ টাকা। এই সমস্ত ব্যবহারে মদু মিয়া ডাকাত সর্দারের উপর ভীষণ রাগ করলো। এক দিন সে মনে মনে বুদ্ধি আটলো যে, ডাকাত সরদারকে আইজ একটা মিথ্যা খবর পাঠান লাগবো। তখন সে কয়েকজন ডাকাতকে ভাইকা^৬ বললো যে, আজ আমি ডাকাত সরদারকে পরখ^৭ করবার চাই, এতে তোরা কি কস^৮ ? ডাকাতরা বলল, মদু ভাই ভাল কথা কইছো। তা তোমার পরখটা কি ভাতো আমাগারে কইবা। তখন মদু মিয়া কইলো, আজ একটা কাজ করতে হবে। তোরা যায়া ডাকাত সরদারকে বলবি যে, বেশ কয়েকজন লোক মদু মিয়াকে ধইরা^৯ নিয়া যাতাছে। মদু মিয়ার কথামত তারা ডাকাত সরদারকে সে খবর দিল। তখন সরদার বললো, তোরা থাকিতে মদু মিয়াকে ধইরা নিয়া যায়া। এ আবার কি কথা বললি ? এ কথার উত্তরে ডাকাতরা বললো, সরদার, তারা অনেক লোক ভাই আমরা তাগারে^{১০} আক্রমণ করার সাহস পাই নাই। এই কথা শুইনা সরদার একটু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কইল যে, মিছামিছি আর মারা পড়বার চাইনা, এক মদু মিয়া গ্যাছে, কিন্তু তোরা তো আছস। ডাকাত সরদারের মুখে এই কথা শুনিলো তারা ভীষণ রাইগা গেল কিন্তু তা প্রকাশ পাইবার দিলনা। ডাকাতরা মদু মিয়ার কাছে ফিরা গিয়া মন তার কইরা বইসা রইল।

১। ছিল ২। রাখিয়া ৩। যখন ৪। তখন ৫। এখন ৬। ডাকিয়া
৭। পরীক্ষা ৮। কি বলিস ৯। ধরিয়া ১০। তাহাদিগকে।

তখন মদু মিষা ডাকাতগরে জিভাস করলো, কি খবর আনহিস? তা তো তোরা কইহিস' না? তখন ডাকাতরা সমস্ত কথা মদু মিষাকে খুইলা কইলো এবং সরদারকে মারিয়া তাকে তাদের সরদার করার কথা বললো। এই বার মদু মিষা বললো, তাহলে তোরা এক কাজ কর। সরদারের কাছে যায়া এবার বলবি যে মার জনা দুই তিনেক লোক মদু মিষাকে ধইরা নিতাছে। মদু মিষার কথামত এইবার ডাকাতরা ঐ খবর দিল। এই খবর পাইয়া ডাকাত সরদার অজয় ডাকাতপারে সাথে রওনা দিল। বনের মধ্যে দিয়া ছাটতে ছাটতে তারা এক গভীর বনের মধ্যে চইলা গেল। সেখানে যায়া তারা দেখলো, মদু মিষা আরাম কইরা বইসা গাঁজা টান-তেছে। তখন ডাকাত সরদার কইলো, কি ব্যাপার মদু, তোমাক যারা ধইরা ছিল তারা কোথায়? তখন মদু মিষা কইলো, সরদার, আপনার আসার কথা শুনিয়া ওরা আমাকে ফেইলা রাইখা ছুট' দিছে। সরদার তখন নিজের বাদানুরির কথা বলতে লাগলো। এমন সময় পিছন থাইকা এক ডাকাত সরদারকে ঘোড়া দিয়া এক ঘা বসায় দিল। সরদার তখন ঘোড়ার ঘায়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা গেল। তখন মদু মিষা ডাকাতরা সরদারের লাশ একটা বান্ধে ভইরা মাটিতে পুইতা^১ রাখলো। মদু মিষা তখন চিন্তা করলো, আজ যেমন সরদারকে মাইরা ফেললো, কালকে ওরা আমাকে মারবেনা তার কি মানে আছে। এই চিন্তা কইরা সে ডাকাতদের ফাঁকি দিয়া অন্য ঘাটা^২ দিয়া এক গায়ের কাছে গিয়া ভণ্ড দরবেশ সেজে বসে রইলো। একদিন একটা গাছের নিচে বসে বিড় বিড় কইরা কি সেন বলতাহিল। এমন সময় ঐ রাস্তা দিয়া একজন মিষালোক যাতা-ছিল। ঐ মিষা লোকটা তখন দরবেশের কাছে গেল। দরবেশ তখন ধমক দিয়া কইলো, তুই কি চাস? মিষালোকটা তখন কইলো, আপনে দরবেশ, আপনেতো আমার মনের কথা কইতে পারেন। তখন ভণ্ড-দরবেশ খুটব মুণ্ডিকলে পড়লো। সে আত্মা আত্মা করতে করতে একটা শব্দ করলো এবং মিষা লোকটাকে বললো, তোর ছেলে পেলে বাঁচনা, তাই তোর খুটব দুঃখ, ভাই না? মিষা লোকটির সত্যি সত্যি ছেলে পেলে বাচতো না।

দরবেশ আরও কইলো যে, তুই পরের বাড়ীত কাজ করিস, কিছুদিন পর আর তোর পরের বাড়ীত কাজ করতে হবে না।

মিয়া লোকটা সত্যিই পরের বাড়ী কাজ করতো। এই সব কথা শুইনা মিয়া লোকটা তার কাছে বর চাইলো। তখন ভণ্ড দরবেশ রাগিয়া উঠিল এবং বললো, হ্যাঁ তুই বর পাবি রে বেটি। তুই বর পাবি, তবে তোকে এক কাজ করতে হবে। তখন মিয়ালোকটা কইলো, বাবা কি কাজ করতে হবে আমাকে? তখন দরবেশ কইলো, সে কথা পরে হবে। তোকে আমি যা জিতাসা করি তার উত্তর সত্যি সত্যি দিবি, নচেৎ আমি তোকে অভিশাপ দিব। তখন ভয়ে মিয়া লোকটি খরখর করিয়া কাপিতে কাপিতে কইলো, বাবা, যে কথা আপনি জিতাস করবেন আমি তার উত্তর দিব। তখন দরবেশ কইলো, এই পেরামের^১ সব চাইতে ধনী লোকের নাম কি? মিয়া লোকটি তখন কইলো, মুনশী উল্লা খাঁ। তখন দরবেশ মিয়ালোকটাকে তার বেটা পুত্র, বউ, ঘর দরজা এবং কোন বেটা বিয়া করছে, কার কয় ছেলে-পেলে সবই খুটিয়া খুটিয়া জ্যানা^২ নিজ। এই সমস্ত জানার কথা মিয়া লোকটাকে কাহাকেও কইতে নিষেধ করলো এবং আরও কইলো যে যদি সে এইসব কথা কাহাকেও কয়, তবে বিরাট ক্ষতি হবে। ক্ষতির ভয়ে মিয়া লোকটা কারো কাছে কোন কথা বললো না, এমন কি তার 'সোয়া-মীর'^৩ কাছেও না। এই ভাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেল। একদিন ঐ ঘাটা দিয়া মুনশী মেহের উল্লা যাতাছিল^৪। তখন দরবেশ মিয়ালোকটার বর্ণনা মত বুঝতে পারলো যে, এই সেই মুনশী মেহের উল্লা খাঁ। মুনসী সাহেব দরবেশকে গাছ তলায় বইসা থাকতে দেইখা গাছ তলার দিকে রওনা হলো। কারণ মুনশী সাহেব ছিলেন খোদা ভক্ত লোক, তাই পীর-দরবেশকে সুনজরে দেখতেন। মুনশী সাহেবকে দেইখা দরবেশ চোখ বন্দ কইরা কইলো, কি চাস মুনশী মেহের উল্লা সাহেব? দরবেশের মুখে তার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এদিকে দরবেশ বুঝতে পারলো যে, তার অনুমান ঠিক হয়েছে। তখন সে তার ছাওয়াল মিয়ান নাম বলতে

লাগলো এবং কোন ছাওয়ালের নাম কি তা বলতে থাকলো। এই সমস্ত কথা শুইনা মুনশী আরও অবাক হলো এবং সে মনে মনে বললো যে, এইবার সে ঠিক আসল দরবেশ পাইছে। তখন মুনশী সাহেব তার কাছে মুরীদ হওয়ার কথা বললেন। তখন দরবেশ বললো যে, যদি তুই আমার ওস্তাদ কেবলার কবরে একটা ঘর পাকা করে দিতে পারিস এবং আশে-পাশের পাঁচ গায়ের লোককে প্যাঁটভরে^১ খাওয়াতে পারিস তবেই তোকে আমি আমার শিষ্য করতে পারি। তা ছাড়া আমি তোকে শিষ্য করবোনা। কারণ তুই তো জানিস দুনিয়ার বাহাদুরী দুইদিনের। তাই যদি এই দুনিয়ার জন্যে তুই ধন দৌলতের দিকে চাস তবে আশেবাতে আল্লার কাছে কিছুই জবাব দিতে পারবি না, তাই তোকে এই কাজ করতে হবে। মুনশী সাহেব দরবেশের কথায় রাজী হলো। দরবেশের কথামত তার ওস্তাদ পীরের কবর পাকা কইরা দিলেন এবং একটা বিরাট ঘর তুলি দিলেন। দরবেশ তখন পাঁচ গেরামের লোকজনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ান করাইয়া তাকে মুরীদ হওয়ার জন্যে বললো। নিরদিষ্ট দিনে লোকজনকে খাওয়াইয়া তাদের সম্মুখে দরবেশ বাবাজীর শিষ্য হইলেন।

দ্যাশের বহু লোকজন এই দরবেশের কেরামতির কথা জাইনা^২ গাল। সেইদিন হইতে দরবেশ জংগলের মধ্যে তার ওস্তাদ পীরের রওজায় থাকে এবং শুকরা পরতেক^৩ দিন তার জন্যে নানা নানা ধরনের খাবার টাকা-পয়সা নিয়া আসে এবং দরবেশ বাবাকে দিয়া দেয় করাত বলে। দরবেশ বাবাজী তখন চোখ বুইজা বির-বির করিয়া কি জানি বলে। এই ভাবে দরবেশ বাবাজীর আগের কামাইয়ের^৪ চাইতে এখনকার কামাই অনেক বেশী হতে থাকলো। এ জন্যে তার দিন খুউব সুখেই যাতাছিল^৫। হঠাৎ একদিন দরবেশ বাবাজী যে সমস্ত ডাকাতগারে ফাঁকি দিয়ে পালায়ে আছিল তারা গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের খোজ পাইল। তখন তারা সবাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো আর তারা ডাকাতি করবে

১। পেটভরে ২। জানিয়া ৩। প্রতিদিন ৪। রোরখারের ৫। যাইতে ছিল।

না। আজ তারা সবাই দরবেশ বাবাজীর কাছে যায়া মুন্নীদ হবে। ডাকা-
তরা সবাই দরবেশের কাছে গ্যাল। যায়া দেখে দরবেশ আর কেউইনা
তাদের সেই মদু মিয়া, যাকে তারা আদত ডাকাত দলের সরদার বানাই
ছিল।

তহন তারা সবাই বলে উঠলো, মদু মিয়া এত দিন ডাকাতি কইরা মানু-
ষের অন্যান্য করছো আবার এহন ডঙ দরবেশ সাইজা ধোকা দিতাছো। যেই
মাত্র এই কথা কইছে ওমনি মদু মিয়া দিছে দৌড়। ডাকাতরা কিন্তু মদু-
মিয়াকে তাড়িয়া নিয়া গেল আর কিহু ডাকাত কবর খুড়া তাদের ডাকাত
সরদার অজয়ের লাপ সূমন্ত সেই বাস্তুটি বাহির কইরা মদু মিয়ার ভক্ত-
দের দেখালো। এই দৃশ্য দ্যাখা মুনশী মেহের উল্লা খাঁ কপাল ছাপরাইতে
লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, ডঙ দরবেশের কথায় তার সমস্ত সহায়
সম্পত্তি বিলায়ে দিয়া পথের ফকির হইছে। ডাকাত দল মুনশী সাহেবের
কথা শুইনা বড় দুঃখ করিল এবং তাকে সাহুন দিয়া চইলা গেল।

কুঁইড়ার কিচ্ছা

রূপকথাটি সংগ্রহ করেছেন অনিহোজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান, সাহাপাড়া, দক্ষিণ কালিকাপুর, গটুয়াখালী। সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদুর রাজ্জাক বালী, গ্রাম-গুয়াবাড়িয়া, থানা-হিজলা, জিলা-বরিশাল-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

একটি সাপকে আশ্রয় দিয়ে একটি ছেলে একটি স্ত্রী আংটি লাভ করল। আংটির বদৌলতে তার আর্থিক অবস্থা ফিরে গেল। তারপর কতগুলো শর্ত পালন করে বাদশাহর মেয়েকে বিয়ে করল। কোতোয়ালের ছেলের সাথে তার ভালবাসা ছিল। অতঃপর আংটিটি হস্তগত করে তারা দূর দেশে চলে গেল। তখন তার উপর চাপ আসল। সে গৃহত্যাগ করল। একটি ইঁদুর, বিড়াল এবং কুকুরকে কিনে পুষতে লাগল। বিড়ালটি গণনার সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে তিন জনে বের হল। তারপর অনেক কষ্টে আংটিটি উদ্ধার করে এনে মালিককে দিল। এরপর বাদশাহর কথানুযায়ী আংটির সাহায্যে সে তার স্ত্রী এবং কোতোয়ালের ছেলেকে এনে দিল। বাদশাহ ওদের জীবন্ত পুতে ফেলে তার ছোট কন্যাকে ওর কাছে বিয়ে দিল।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক মাতারী^১ আছিল। ছেই মাতারীর এক পোলা আছিল। পোলায় আছিল একটু কুঁইড়্যা^২। অরা আছিল খুব গরীব। অর মায় কোন রহম খরাত-টরাত কইর্যা আনে, ঐয়া দিয়া কোন রহম খায়।

তহন একদিন অর মায় কয়, তুই মাইনষের বাইত দিয়া গরু-টরু রাইখ্যা ওত দুগগা ভাত খাইতে পারত। আমি আর কত তোরে খরাত কইর্যা খাওয়াইম।

তহন অয় এক বাইতে গিয়া গরু-টরু রাখে আর খায়। এই ভাবে এক দেড় বছর গেল। তনে একদিন ঐ গরু লইয়া একটা বাগনের মইদো গেল ঘাস খাওয়াইতে। তহন অয় চাইয়া দ্যাছে কি, একটা অজগর হাপ আইতে আছে। ঐয়া দেইখ্যা অয় ওরে কি করব না করব ঠায়র দিশা পায়না। তহন চাইয়া দ্যাছে এক গারনী^৩ সাপটারে দৌড়াইয়া আইতে আছে। যহন হাপটা অর সাম্নে আইল, তহন আঞ্জার হুকুম মত হাপটার যবান খুইল্যা গেল। তহন হাপটার অরে কয়, ডাই তুই আমারে বাঁচা।

তহন অয় ওরের চোডে কয়, এইডা কিহাপ না অন্য কিছু। হাপে আবার কথা কয়। হাপটার আবার কইল, ও ডাই, তুই আমারে বাঁচা, তোরে এমন একটা জিনিষ দিম তুই বইয়া বইয়া খাইতে পারবি। তোরে কোন কাম করগ লাগব্‌না, তানে অয় কয়, কেননে তোনারে বাঁচাম?

তহন হাপটার কয়, তোরে গরুর দড়িঙলি পেচাইয়া রাখ। আমি বিড়ু পাহাইয়া থাকি। তুই দড়িঙলি আমার উপর দিয়া বইসা থাক।

তহনে হাপটার বিড়ু পাহাইল। অয় দড়িঙলি দিয়া হাপটার উপরে বইল। যহন গারনী আইয়া জিগায় যে, এহান দিয়া একটা অজগর যাইতে দেখছত,

১। মেয়ে লোক ২। আগসেমী ভাব-কাজকর্ম করতে চান্না বা পারেনা।

৩। যারা সাপ ধরে এবং সাপের বিষ নামায়।

তখন অন্ন কয়, অজগর-উজগর আমি চিনি না। তখন গারলী চণিয়া গেল। তখন হাপটায় জিগায়, ডাই কতদূর গেছে। তখন অন্ন কয়, বেশী দূরে যায় নাই। তনে আবার জিগায়, কতদূর গেছে। তখন অন্ন আবার কয়, অনেকদূর গেছে। তনে হাপটায় কয় গ্রালা তুমি ওড।

তখন অন্ন উঠল। তখন হাপটায় কয়, তুই আমার লেংগুর দইয়া টান দে। যত জোরে পারহ। দেখবি একটা আংটি পড়ব, ঐ আনন্ডি-ডায়ে যা কবি হেইয়াই ঐব। আর হেইয়াই করিয়া দিব। এই কথা পর অন্ন হাপটার লেংগুর ধরিয়া দিল টান। টান দেওয়ার লগে লগে একটা ছিঁরি আন্ডি লেংগুর তনে বাইর ঐয়া আইসা পড়লো। তনে হাপটায় গেল গা। অন্ন আন্ডি লইয়া গেল গা। তানে অন্ন মনে মনে চিন্তা করে যে আন্ডিতা আনলাম, কিন্তু দেখলাম না কি অন্ন না অন্ন। তখন আন্ডিতা কয়, ডাই আমি এহন তোমার। তুমি যা কও হেইয়াই আমি করতে রাজী।

তখন অন্ন একদিন বাইত গিয়া অর মারডে কয়, মা এই ব্যাপার। তখন অন্ন মায় কয়, হেইলে একদিন জিগাইয়া দেখনা।

তখন দিন গিয়া রাইত ঐল। তখন অন্ন কয়, ডাই আন্ডি, আগে আহিলে কের? বোলে আগে আহিলাম অজগরের কলে, এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে আমি ত গরীব মানুষ। আমারে কিছু টাহার যোগাড় করিয়া দেও। তখন আন্ডিতায় কিছু টাহা আনিয়া দিল। অন্ন ঐ টাহা দিয়া চাউল-পাত আন্ল। আর কিছু পর-ছাগল কিনিয়া আন্ল। এই রহম ভাবে আচ্চে আচ্চে অর অবচ্চা ভাল ঐয়া গেল।

তখন একদিন অন্ন কয়, ডাই আন্ডি আগে আহিলি কের? বোলে, আগে আহিলাম অজগরের। বোলে এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে, আমার বাইতে ঘর দরজা, কাচারী, পুস্করণী কাটাইয়া বাশ্শার বাড়ীর মত করিয়া দেও।

তখন ঐ আনন্ডিত্য সব করিয়া দিল। এইয়া দেইখ্যা মাইন্‌ষে কয়—
আরে অন্ন আহিল কি গরীব। এহন অন্ন বাইতে এত কিহু ঐল কেমনে ?
তহন অন্ন একদিন চিন্তা করে, আন্নায় যা করে বাশ্‌শার মাইয়া বিয়া
করম। এই চিন্তা কইর্যা অন্ন ঘটক বিচরাইতে লাগল।

তহন ঐ দ্যাশে আহিল এক আরবান আলী করিয়া নাম, খুব নাম করা
ঘটক। তহন অন্ন একদিন ঐ ঘটকের কাছে গেল। গিয়া কয়—ভাই
আরবান আলী, তুমি একটা কাজ করবা ? তহন ঘটক কয়, কি কাজ ?
অন্ন কয়, আমি রাজার মাইয়া বিয়া করম তুমি ঘটকায়ি করবা।

তহন ঘটক হইনা কয়, আরে ভাই তোর নাথা খারাপ ঐছে ? তহন
অন্ন কয়, কি কও রাজার মাইয়া বিয়া করম—এইডা মাথা খারাপ কি ? তুমি
যাও। ঘটক কয়, ভাই মাইমও তিকই। রাজায় আবার কোনডা কয় না
কয়। তানে অন্ন কয় যা কইব হেইয়াতেই যাজী ঐবা। তহন ঘটক মনে মনে
চিন্তা করে, অন্ন কি কিহু পাইছে টাইছে নাকি কে জানে ? তানে ঘটকে
কয়, তিক আছে মাইম।

তহন একদিন ঘটক বাশ্‌শার বাড়ী গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের
খান্দান আমার গর্দান। আমি আগনের মাইয়ার বিয়ার ঘটকালী লইয়া
আইছি। তানে রাজায় কয়, কোর লগে ? তহন অন্ন কয়, ঐ কুড়িয়ার
লগে। বাশ্‌শায় হইনা রইছে চাইয়া। অন্ন ত ডরে কঁপতে আছে। তহন
বাশ্‌শায় কয়, তুমি যাও, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেহি।

এই কথা হইনা অন্ন মনে মনে চিন্তা করে, আইজ ত বাঁচলাম। অন্ন
কঁপতে কঁপতে রাস্তা দিয়া আইতে আছে। এদিকে অন্নও পথের দিগে
চাইয়া রইছে। যহন অন্ন সামনে আইল তহন জিগায়, কি খবর ভাই
আরবান আলী ? তহন অন্ন কয়, ভাই আইজ ত বাঁচ্যা আইছি। আর কোন
দিন ঐ কথা কইবানা।

তহন অন্ন কয়, আরে বেড়া কি ঐছে, এত ডরাস কেনা ? তহন অন্ন
বাইত গেল পা।

চাইর পাঁচ দিন যাওয়ার পর একদিন রাজায় কয়, আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি এক শর্তে। আমার বাড়ীর তনে অর বাড়ী তমাইত যদি টাহা, আটআনা, সিহি দোয়ানী দিয়া উস্তা^১ বান্দাইয়া দিতে পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি। এই কথা হইনা আরবান আলী—

হের পাঁচ-ছয় মুরহা নি খাইয়া
আরবান আলী রইছে চাইয়া
খোদার আছে কাম
আল্লার আছে মজি^২
তে পথে বইয়া রইছে
কাছা ছাড়া দরজী।

এহন আরবান আলী আডে আর চিন্তা করে, এইয়া অয় পারব না, আর রাজার মাইয়াও বিয়া করতেও পারব না। আরবান আলী ত আখা-মরা কোন রহম অটিয়া আছে। একপাও আউগায়^৩ এক পাও পাউছায়^৪। আর এদিনে অয় রইছে চাইয়া। দ্যাঃহে, আরবান আলী কঁপতে কঁপতে আইতে আছে। যহন সামনে আইল, কিরে ভাই তোর অইছে কি? তহন অয় কয়, আর কইয়েনা ভাই, রাজায় যা কইছে হেইয়া তুই পারবিনা। তহন জিগায়, আরে কি ঐছে ভাল করিয়া ক দেহি। তহন অয় কয়, রাজায় এক শর্ত জুইড়্যা দিছে। তহন অয় কয়, কি শর্ত ক দেহি। হেরপর অয় কইতে আছে—রাজায় কইছে, যদি এই সমবার তনে-গুককুর বারের মইদো হোর বাড়ী তনে তোর বাড়ী তমাইত^৫ টাহা আখলী সিহি দোয়ানী দিয়া সান্তা বান্দাইয়া দিতে পারলে হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব।

তহন অয় হইনা কয়, আর লাইগ্গা এত চিন্তা করছ? অয় মনে মনে চিন্তা করে, অয় এইয়া কেমনে পারব?

কুইড়্যায় করল কি, বাইতে গিয়া আনডির কাছে জিগায় যে, আনডি আমারে রাজার বাড়ীর তনে আমার বাড়ী তমাইত টাহা-আখলী সিহি

দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া নিতে ঐবে। তহন আনভিতে কয়, এইয়া মাত্র এক দিনের কাম। ঘটক হইনা মুহা^১ খাইয়া পইড়া গেল। এদিগে মহন সমবার দিন গিয়া রাইত ঐল, হেরপর দুইডা লোয়া লইয়া ঘষা দেওয়া মাত্র কতগুলি দেও-দানব আইয়া পড়ল, আইয়া কয় মহারাজ, কিসের জইন্য আমাগ বোলাইছেন? তহন অয় কয় যে, আমারে বাশ্শার বাড়ী তনে আমার বাড়ী তমাইত টা'হা-আধনা সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে ঐবে। তহন অয় কয় যে, মহারাজ এইয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের কাম।

এক রাইতের মইদো রাস্তা বান্দা ঐয়া গেল। ব্যাহানে^২ দ্যাছে যে রাস্তা বান্দা কম্পিলিট, তহন বাশ্শায় মনে মনে চিন্তা করে যে অয় আমার মাইয়া নিব।

তহন উজিরেয়ে বোলাইয়া কয়—উজীর এহন কি করি। উজীরে কয়, মহারাজ, এহন তমাইত কি ঐল। এদিকে আরবান আলী দেইয়া ত মহা-ফুতি। এইবার বাশ্শায় মাইয়া না দিয়া যাইব কই? আহাদিনও যেইম্নে মাউক আর না যাউক।

আইজ্জ আরবান আলী যান আর পথের দিকে চান,
বাশ্শার বাড়ী গিয়া দিল দরশন।

গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের খান্দান আমার গদান। মহারাজ, বিয়ার তারিখ দেন। মহারাজে কয়, এই আরবান আলী, এত হক্কাতে কি ঐল।

তহন আরবান কয়, কি ঐছে মহারাজ আমনে যা কইছেন হেইয়াই ত করছি।

তহন বাশ্শায় কয়, আরবান আলী আর একটা কথা। আমার বাড়ী অয় বাড়ীর মইদো একটা সয়বরী^৩ কাভাইয়া হেইয়ার মইদো দুধ দিয়া পোজাই^৪ করা লাগ্‌ব। যদি ঐইয়া পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে রাজী আছি।

আরবান আলী এই কথা হইল্যা গেছে আধা মরা ঐয়া । কোন রহম এক পাও দুই পাও করিয়া বাশ্শার বাড়ী তনে বাইর ঐয়া রাস্তায় আইয়া পড়িয়া গেল । এদিগে কুইড়্যার চাইয়া দ্যাছে আরবান আলী রাস্তায় পইড়া গেছে । তহন অন্ন দৌড় দিয়া গিয়া কচুপাতা করিয়া পানি আনিয়া অন্ন মাখায় দিয়া জিগায়, কি আরবান আলী কি খবর ? তহন কয়, আর কইছ না, এই আমিও গেছি আর তুইও গেছত ।

আরে বেড়া কি ঐছে ক দেখি । তহন অন্ন কয়, বাশ্শায় কইছে তোর বাড়ী আর বাশ্শার বাড়ীর মইখো সরবরী কাডাইয়া হোর মইখো দুধ দিয়া ভইরা দিতে ঐব । দেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব । এই কথা হইনা অন্ন কয়, আরে বেড়া ঐয়ার লাইগ্গা এত কি চিন্তা করছ ?

তহন আরবান আলী মনে মনে চিন্তা করে, টাহা-পন্নসা হয় অইল । কিন্তু এত দুধ পাইব কই ? থাকতে পারে তার কাছে টাহা পন্নসা কিন্তু দুধ পাইব কই ? তহন অরে হইয়া বাইতে আইয়া গরম ডাত খাওয়াইয়া খুইছে হোয়াইয়া । তহন অন্ন আনতির কাছে কয়, এহন কি উপায় ? তহন আনতি কয়, কি চিন্তা কর এই কথা হইনা—আজার নাম লইয়া বিহানে উইট্যা আরবান আলী দুগগা ডাত খাওয়াইয়া দিল বাশ্শার বাড়ী পাডাইয়া ।

আন্তে আসে যায়, আরবান তুড়িতে গমন
বাশ্শা বাড়ীর গিয়া দিল দরশন ।

বাশ্শায় কয়, মহারাজ তারিখ দেন কবে সরবরী কাডাইম । তহন বাশ্শায় কয়, আগামী শুক্লবার ঐতে সমবারের মইদো । এই কথা আরবান আলী কইল পর অন্ন রাইতে শ্রী আনতির কইল । এহন কি করি । তহন আনতি কয়, আমার কাছে কিছু না । শক্তি আমনের কাছে । তহন অন্ন ঐ লোহা দুইটা ঘষা দেওয়া মাত্র যত দেও দানব আইসা কয়, মহারাজ, কি করতে ঐব । তহন অন্ন কয় রাজার বাড়ী আর আমার বাড়ীর মইদো একটা সরবরী কাডাইয়া দুধ দিয়া ভরতে ঐব । এই কথা হইনা কয়, মহারাজ ঐয়া এক রাইতের কাম । আমনে আমায় লাইগ্গা দুগ্গা

খের যোগাড় করেন। এই কথা কইয়া অরা লাইগগা গেল সরবরী কাটতে। অর্ধেক রাইতের মইখো সরবরী কাটা শ্যাম কইয়া আইয়া কয়, মহারাজ, দেন দেহি দুগ্গা খই-টই খাইয়া লই। তহন খাই আবার মোলা করল দুধ আনতে। হারা দেশে যত গাই আছিল সব দুধ দোয়াইয়া আইনা সরবরীতে হালাইল। দুধে সরবরী ভইয়া চেউর চোড়ে কাঁচার^১ উপরে দিয়া পইয়া যায়। যহন ব্যাহান ঐল তহন বাশ্শায় চইয়া দ্যাখে—কুইড়ার বাড়ী দেহা যায় না। সরবরীর কাঁচ এত উচা। বাশ্শায় উজিরে বোলাইয়া কয় উজীর, কেমন ঐল মাইয়া ত এইবার দিয়া দেয়ান লাগব। এদিগে আরবান আলী ঘোমের তন উইট্যা দেহে বাশ্শার বাড়ী দেহা যায় না। তহন অর কাছে জিগায়, এইয়া করছত কি? তহন অয় কয়, আরে ব্যাডা কথা কইহনা। তারা তামোইতে বাশ্শার বাড়ী যা। অয়—বাহ দুগ্গা গরম ভাত নি খাইয়া বাশ্শার বাড়ী মাল্লা করল। আন্তে আন্তে যায় আর আল্লার নাম লয়। গিয়া কয়, মহারাজ মাইয়া দেন, বিয়ার দিন তারিখ ঠিক করেন।

বাশ্শায় কয়, আরে আরবান আলী, তুমি খাইয়া কও আমার মাইয়ারে এই গেরামডা লেইখা দিতে ঐব। তহনে অয় কয় মহারাজ, এহন এইয়া কন আগে, আগের কাম কন পরে পরের কাম আগে। এইয়া তো মোড়ে এক দিনের কাম। বাশ্শাও আইজ আর বেশী রাও^২-চাও করে না। আরবান আলী আইয়া কয়, এই রহম কইছে বাশ্শায়। অয় হইন্যা কয়, আরবান আলী কিন যত টাহা লাগে। এক টাহারডা দশ টাহায় কিন। অয় বাহ রাইতে শ্রী আনডিরে কয়, আমারে টাহা আইনা দেও। হেরগর দিন কিনা ধরল। কিনতে কিনতে দুই তিন গেরাম কিইন্যা হালাইলে আরবান আলীরে কয়, বাশ্শার বাড়ী তারিখ ঠিক কইয়া আহ। আরবান খাইয়া তারিখ লইয়া আইল। আগামী শুককুর বার দিন বিয়া। আগামী শুককুর বার আইল আর বাশ্শার বাড়ী বিয়ার খোম-খাম আরন্ত ঐয়া গেল। বিয়া-সাদী ঐয়া গেল। হউর বাড়ী বেড়াইতে আছে। তহন একদিন দ্যাখে কোতপালের^৩ পোজার লগে কন্যার ছিল ভালবাসা।

হারাদিন একটা বাক্সের মইদো রাখে। আর রাইতে কথা কয় আলাপ সালাপ করে। এইয়া নি অয় দেইখ্যা পরদিন ব্যাহানে গিয়া কয়, মহারাজ—এত দিন ত বেড়াইলাম, এহন আমারে বিদায় দেন, বাইত যাই। তহন বাশশায় কয়, ঠিক আছে যাও। তহন পালকী টালকী আইনা রেড়ী করল।

তহন অয় কয়, মহারাজ আমার একটা কথা। কি কথা? আমারে এই বাক্সটা দেয়ন লাগব। বাশশায় কয়, একটা বাক্স নিবা হেইয়া আবার জিগান লাগে। তহন ঐ বাক্সটা লোকজন দিয়া অর বাইতে পাড়াইয়া দিল। আর কন্যারে ও পালকী দিয়া পড়াইয়া দিল। তহন অর বাইতে থাকে। একদিন কন্যায় কয়, আমনের আতে ঐ যেন একটা আনডি, ঐ আনডিটা আমার আতে দিন। বাশশার মাইয়া ত দেইখ্যা চিনছে। তহন এইরহম দুই তিন দিন কইশে মতন—অয় বাছ খুইয়া দিল। তহন একদিন রাইতে মনে মনে কন্যায় চিন্তা করে এই আনডিটা ঐ কোন কিসমতি^১ আনডি, আমার জীবনেও এই রহম আনডি দেহি নাই। আমার বাহে বাশশা, হের আতেও এই রহম আনডি দেহি নাই। দেহি একটু পরীক্ষা করিয়া। তহন অয় জিগার, আনডি আগে আছিল কোর? কয় যে কুইড়ার। এহন? এহন আমনের। তহন কন্যায় বুঝল যে, এইয়ার মইদো কিসমতি আছে। তহন কোতপালের কাছে কয়—আমারে কুইড়ার কাছে বিয়া দিছে কিন্তু কুইড়্যা নামটা ত অর ডাহে না। লও, ভূমি আমি এই দ্যাশ ছাইড়্যা চইল্যা যাই। আসল জিনিষ পাইছি। অয় বাছ করল কি, আনডিরে কইল, আনডি আগে আছিল কোর? কয় কুইড়ার। বোলো এহন ক্যার? কয় যে এহন আমনের। বোলে আমার এলে এই দেশের তনে গিয়া তেহরা মুন্সুকে-ঘরবাড়ী দালান কোডা কইর্যা দিবি। এই কথা কইছে মতন অগ ঐ মুন্সুকে নিয়া দিল। আর দালান-কোডা ঘর বাড়ী কইর্যা এইককারে ফিটফাট কইর্যা দিবি।

এদিগে ব্যাহানে উইট্যা অয় বউ টউ কিছুই দ্যাহেনা। আর বাক্সর মোইদো কোতপালের পোন্নারেও দেহে না। তহন দৌড় দিয়া অরবান

আলীর কাছে গিয়া কয়, ব্যাডা এহন কি করি। আরবান আলী কয়, এই-য়ার ব্যবস্থা আমার কাছে নাই। অয় এহন মাথা খারাপের মত করতে আছে। বাশশায় হইনা কয়, আমার মাইয়া কি করছে, আমার মাইয়া দিতে ঐব। এই ভাবে কয়েকদিন গেল। অয়, এহন পাগলের মত ঘোরে। একদিন কিছু টাহা পয়সা লইয়া ম্যালা করছে। তহন মাইতে মাইতে দ্যাছে কতডি ছ্যামড়া। একটা উনদুর দইয়া মারেতে আছে।

তহন অয় গিয়া কয়, কিরে ছ্যামড়ারা, তোরা এই উনদুরডারে মারেছে কেয়া? এইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালা। তহন অরা কয় কি, উনদুর কিনবা?

অয় কয়, কত দাম চাহ? তহন অগ মইদো এক ছ্যামড়ায় আছিল চালাক, কয় একটা টাহা দিবেন। অয় একশ টাহা দিয়া উনদুরডা কিইন্যা আবার ঐ হানতন ম্যালা করল। মাইতে মাইতে আবার দ্যাছে কি, এক ব্যাডায় একটা লুইমা? বিলাই দইয়া মারে। এইয়া অয় দেইখ্যা কয়, এই নিজা এইভাবে বিলাইডারে মারেন কেয়া? বিলাইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালা। কয় টাহা দাম চান? ব্যাডায় কয়, একশ টাহা। তহন অয় একশ টাহা দিয়া বিলাইডারে কিইন্যা আবার ঐহ'ন তনে ম্যালা করল। আবার মাইয়া দ্যাছে কতডি ছ্যামড়ারা একটা কুড়া দৌড়াইতে আছে। অর এইয়া দেইখ্যা কয় কিরে ছ্যামড়ার', তোরা কুড়াড'রে দৌড়াছ কেয়া? আমার কাছে বেইচ্যা হালা। কয় টাহা দাম চাহ? তহন অরা কয়, একশ টাহা দিবেন। আবার একশ টাহা দিয়া কুড়াডা কিইন্যা লইয়া ম্যালা করল। মাইতে মাইতে একটা আডের মইদো মাইয়া গ্রহানে একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাকে। আর কুড়া, বিলাই, ইনদুর পালতে পালতে অগ পোষ লওয়াইয়া হালাইছে। তহন অরা দ্যাছে যে, অগ পালক একটু কেমন জানি চিত্তা ভাবনার মইদো আছে। তহন অরা খনার গনা গইন্যা দ্যাছে অগ পালক বাশশার মাইয়া বিয়া করছিল। হেই মাইয়া কোতপালের পোর লগে অমুক দ্যাশে গিয়া থাকে। আর একটা হেঁকমতি

আনডি আহিল। হেই আনডিডা লইয়া গেছে। এই গনা গইনা অরা পালকর কাছে না কইয়া ম্যালা করল। যাইতে যাইতে দ্যাছে সামনে একটা নদী। তহন অরা কয় আরে ভাই। এই নদী পাড় ঐম কেমতে? উনদুরডায় কয়--ভাই, আমি যদি নদীর মইদ্যো নামি হেইলে আমারে মাছে খাইয়া হালাইব। বিলাইডায় কয়, আমিও যদি নামি হেইলে আমারে ওত খাইয়া হালাইব। তহন কুস্তাডায় কয়, হেইলে এক কাম কর, আমার উরপে বিলাই ওত, বিলাইর উরপে উনদুর ওত। তহন অরা এই রহম কইয়া নদী হাতরাইয়া ওপাড় গেল। যাইতে যাইতে ঐ কন্যা আর কোতপালের পোষা ঘেইহানে থাছে--হেইহানে গেল। তহন একদিন বিলাইডায় যাইয়া দ্যাছে যে কন্যা ঐ শ্রী আনডিডা মোহের মইদ্যো লইয়া ঘুমায়। তহন অয় আইয়া কইল এই রহম ব্যাপার। ভাই হেইলে এক কাম কর, উনদুরডায় কয়--আগার লেংগুরও চিহন। যহন অরা ঘুমাইত তহন আমি গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যো লেংগুর দিম। দিলে কন্যায় আঁচি^১ দিয়া ওঠব। আর অমনেই আনডিডা পইড়া যাইব। বিলাই ভাই তুমি আনডিডা লইয়া দৌড় দিবা। এই বুদ্ধি কইয়া অরা আলাহর নাম লইয়া ম্যালা করল। যহন বাড়ীর সামনে গেল তহন উনদুরডায় কয়, এই বাইতে যদি বিলাই থাছে হেইলেত আমারে দেখলে খাইয়া হালাইব। তহন বিলাইডায় গিয়া দ্যাছে যে একটা মোড়া বিলাই। তহন অয় কুস্তাডারে কয়, আমি বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনুম, তুমি ঐডারে কামর দিয়া দইয়া মাইয়া হালাইবা। তহন বিলাইডায় গিয়া ঐ বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনল। আর অমনেই কুস্তাডায় দইয়া আহড়াইতে আহড়াইতে^২ মাইয়া হালাইল।

তহন উনদুরডায় আর বিলাইডায় গিয়া ঘরের বেড়ার লগে বইয়া রইছে। যহন দ্যাছে অরা গভীর নিদ্রা আইছে তহন উনদুরডা আলাহর নাম লইয়া গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যো দিছে লেংগুর। আর অমনেই কন্যায় একটা আঁচি দিছে, দিছে মতনই আনডিডা গেল পইড়া, আর বিলাইডায় আনডিডা লইয়া আইজও দৌড় কাইলও দৌড়। তহন আনডি

লইয়া তিনজনে মালা করছে। তখন উনদুরডায় কয়, ভাই আনডিডা আমার কাছে দেও। যদি কেহ দ্যাছে হেইলে আমি দৌড়াইয়া একটা অদের মইদো যাইতাম। তোমরা তো আর হেইয়া যাইতে পারবানা। তখন অরা দুইজনে চিন্তা কইয়া আনডিডা দিল। আবার আইতে আইতে ঐ নদী পড়ল। তখন উনদুরডায় কুত্‌ডারে কয়, ভাই এইবার আনডিডা তুমি লও। আমি ঐলাম উনদুর, আমারে যদি মাছে লইয়া যায়। তখন কুত্‌ডায় আনডিডা লইল। স্বাক্ষানের সময় যেই রহম নদী পার ঐছে হেই রহম নদী পার ঐল। যখন এ পাড় আইয়া ওঠল-আর কতগুলি ছ্যামড়ারা দেইখ্যা লইল দৌড়ানী। উনদুরডায় করল কি, আনডিডা খাবা দিয়া লইয়া একটা কাইচ্যার ছোঁপার বোগলে' আছিল একটা অদ, ঐ অদের মইদো গিয়া পলাইয়া রইল। বিলাইডায় গিয়া ওঠল একটা গাছে। আর কুত্‌ডায় লইল দৌড়ানী। তখন ছ্যামড়ারা কতজন দৌড়াইয়া অরান ঐরা গেল গা। বিলাইডায় চাইয়া দ্যাছে কেঐ নাই। তখন গাছের তন নাইনা আবার তিনজনে মালা করল। আইতে আইতে ঐ অর কাছে আইল, অয় অগ দেইখ্যা লইছে কান্দন। কয়, ভোগ এত আদর কইয়া পালতাম। তোরা আমারে ছাইড্যা কই গেছিলি? আমার সব গেছে, ভোগ লইয়া আমি আছিলাম। তোরাও আমারে ছাইড্যা গেছিলি গা। এই কথা কইয়া অয় অগ লাইগগা ভাত-টাত রাইন্দা অগ সামনে দিল। তখন কুত্‌ডার মোহে আছিল ঐ আনডিডা। কুত্‌ডার মোহের তনে অর সামনে আনডিডা হালাইল। এইয়া দেইখ্যা অয় বোঝদে পারল যে অরা কই গেছিল। তখন করল কি, আনডিডার মইদো কেরামতী আছে কিনা হেইয়া দেহনের লাইগগা ঘরের দিছে গিয়া জিগায়, আনডি আগে আছিল কোর? বোলে কনার। এহন? তখন বোলে এহন আমনের। তখন অয় মনে করল ঠিকই আছে। তখন আবার বাড়ীর দিগে মালা করল। বাইত আইয়া যখন বাশশার বাড়ী গেল বাশশায় জিগায়, আমার মাইয়া কই? তখন অয় কয়, আমনের মাইয়া আছে। বাশশায় রাগের চোড়ে ওরে নিয়া বন্দী কইরা থুইল। অয় বাইতে আনডির কাছে জিগায়, আনডি আগে আছিল কোর? বোলে

অজগরের। এহন? এহন আমনের। বোলে আমার ঐলে কও-রাজার কন্যায় কোন দ্যাশে? কয় অমুক দেশে আছে। হের পর দিন অরে রাজার দরবারে আনা ঐল। রাজায় কয় আমার মাইয়া আইনা দেও। তহন অয় কয়, আমনের মাইয়ায় কোতপালের পোর লগে ভালবাসা করিয়া হের লগে গেছে গা। রাজায় ত হইনা কয়, তুমি এই দরবারের মইদো আমারে শরম দিলা? তোমার দাহান লাগব। তহন শ্রী-আনডিরে কয়, তুমি গিয়া নিয়া আহ। তহন আনডি কয়, আমার দিনে চলাফেরা করতে অসুবিধা, আমনে ঐ লোয়া ঘষা দেন। হেইলে আতশী জাত আইব, হোগ পাড়াইয়া দেন।

তহন অয় লোহা ঘষা দিছে মতন আতশী জাত আইয়া পড়ল। হোগ পাড়াইয়া দিল। গিয়া দ্যাছে দোনজনে পালংগে হইয়া রইছে, ঐ পালং শুকা লইয়া আইল। আইন্যা রাজার দরবারে থুইল। রাজায় দেইখ্যা ত আরও লজ্জা পাইল। তহন রাজায় করল কি, সিপাইগো বোলাইয়া কইল যে দুইডা অদ কর। তহন সিপাইরা রাজার কথামত অদ করল। ঐ অদের মইদো অগ দুই জনের জ্যাতা গাইড়া থুইল। অর রাজার আর এক ছোড মাইয়া আছিল, অর হেই মাইয়ার কাছে বিয়া দিল। এহন বেশ খোশ-খোশালিতে^১ দোন জনের দিন কাডে।

এক বাশশার কেছা

কেছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান।
সংগৃহীত হয়েছে জনাব মজিবর রহমান (গ্রাম ও পোঃ হকতুল্লা, জিলা—
গটুয়াখালী) এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭৯ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক বাদশার সাত রানীর ঘরে বারটি ছেলে হওয়ার পরে বাদশা পুনরায় বিয়ে করলেন। ছোট রানী সন্তান-সন্তুবা হলে গণক আনা হল। গণক বলে গেল, ডাবী সন্তানের মুখ দর্শনমাত্র বাদশা অন্ধ হয়ে যাবেন। অতঃপর ছোট রানীকে বনবাস দেওয়া হ'ল।

কিছুদিন পরে বাদশা হরিণ শিকারে গিয়ে উক্ত পুত্রকে দর্শনের পর দৃষ্টি শক্তি হারালেন। তারপরে পিতার চোখের ঔষধ আনতে রাজপুত্র রওনা হ'ল। সংগে ছোট ছেলেটিও গেল।

তারপর সে তাজেল কন্যার ঘাটে ওঠল। সেখান থেকে মালিনী বাড়ী গিয়ে থাকল। তারপর একদিন পাশা খেলায় তাজেল কন্যাকে হারিয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করল।

এরপর সে জয়নব পরীর বাগানে পুষ্প আনতে রওয়ানা হলে তাজেল কন্যা তাকে তিনটি তীর দিল। বাঘ এবং শিয়ালের দেশ পাড় হয়ে সে এক নদীর কূলে গিয়ে বিরাট একটা সাপকে তীর দ্বারা হত্যা করে বেরাঙ্গল পাখীর সহায়তায় রাক্ষসের দেশে পৌঁছল। তারপর এক রাক্ষস কন্যাকে বিয়ে করে রাক্ষসদের ভোজ দিয়ে তৃপ্ত করে সে অনায়াসে জয়নব পরীর বাগানে গেল। ঘুমন্ত জয়নব পরীর পান চেয়ে তার কাপড়ে পানের পিক রেখে সে পুষ্পসহ চলে এল তাজেল কন্যার নিকটে।

অতঃপর ভাইদের মুক্ত করে সে ঐ কন্যাসহ দেশে রওনা করল। ভাই-স্নেহে তার আনা পুষ্প ছিনিয়ে নিতে গিয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করলে বেরাঙ্গল পাখী তাকে উদ্ধার করল। তারপর দেশে গিয়ে সে পিতার চোখ ভাল করে। তারপর বাদশাহ ছোট ছেলেকে বেশী ভালবাসতে থাকলেন।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আছে:ল এক বাশশা । তাহার বাশশায় সাউতগা^১ বিয়া করছে । ঐ সাউতগা বিয়ার বরৌগগা পোয়া ঐছে । হেইয়ার পর বাশশায় আবার আর এউককা নিহা হরছে । তাহার এহন ঐ ছোট রানীর গর্ভ ঐছে । এহন দশমাস দশদিন উতরিয়া যায়, ইতিরমইদো ঐছে কি, এক গোনক আইয়া পড়ছে । এহন গোনকে আইয়া ওইন্যা বাইছা কয় যে, বাশশা একটা কতা, আমি ডয়ে কনু না নির্ভয়ে কনু ? তাহার গিয়া বাশশায় কয় যে, বাড়া ডয় কি ? তুই নির্ভয়ে ক' । তার পর গোনকে বল কি, আমনে যে নিহা হরছেন এবিরগা^২ এউককা পোলা ঐবে । এই পোলা আমনে যদি চটুকে দ্যাহেন তয় হেলে আমনের চটুখ অফ ঐয়া মাইবে ।

তাহার গিয়া ঐল কি, বাশশায় উজির নাজির সব বোলাইয়া আনল । হের পর ঐ ছোট রানীরে বাইন্দা বোনে দিয়া দেয় ।

তাহার দিয়া দিছে পর ঐ রানীর ত গর্ভ^৩ । তাহার ঐ রানীরে লইয়া পিড পিডাইয়া আটতে আটতে গেছে উজিরে । তারপর কতদূর হানে গেছে । গেছে পর রানী কয় কি, তুমি ঠ্যাংডা এইহানে এট্টু থোও, আমি একটু বিশ্রাম করি । তাহার রানী যেই একটু তম্বা গেছে আর উজির হরছে কি, বনে গোন লতাপাতা ছিইর্যা আইনা তাহার রানীর মাথার তলে দিছে । দিয়া তাহার উজীরে আইজও দৌড় কাইলও দৌড় । তারপর ত রানী উইট্যা কান্দন লইছে । এহন রানী কি কইয়া কান্দে --

জন্মাদ ফিরিয়া চাও

ওনিয়া লও

আমার দুস্কের বানী রে ।

তাহার এহন ত ঐ জন্মাদে আর হোনে নাই । ওতো দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে । তাহার গেছে বাশশার বাড়ী । তাহার বাশশা বাড়ী গেছে পর আইজ-গ দিন

১। সাতজন । ২। এইবারে ।

উত্তরিয়া গেছে। তাহার গেছে পর বাশশায় বোলাইয়া কয়—ভাই উজির, তুমি ত ছোট রানীকে বোনবাস দিয়া আইছ, তব্ব একবারে ত আর উপাসে খাছা মাইবেনা। তব্ব তুমি এক নুষ্ঠা হইয়া ভাত লইয়া যাও। ঐ তাহার দিয়া ও ভাত লইয়া গেছে। তাহার লইয়া গেছে পর রানী অরদা পোতে গোন দেইখাই দিয়া কান্দন লইছে। তাহার কাইন্দা কাইন্দা কয় আর কি, উজির ভাত লইয়া অওরা লাগবেনা, তুমি মাইয়া বাশশায়েতে কইও যে তোমার রানীকে বাঘে খাইছে। এইত ও আবার দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে বাশশায় ধারে। তাহার মাইয়া কয়, বাশশা বাশশা, তোমার ছোট রানীকে বাঘে খাইছে। তাহার বাঘে ত খাইয়াই হামাইছে বাশশা বোজজে। তাহার এখন কি হরবে।

তারপর ঐছে কি—ঐষে বাশশায় আর ছয় রানী আলহে, হারা তহন বাশশায়তে কইতে আছে যে, বাশশা তুমি একটা ওসসাও^১ না, আর বাশশাও না। তোমার ছোট রানীকে বোনে দিয়া এখনতরি আমরা কোন অরিং^২ এর মাংস খাইতারান না।

তাহার ঐছে কি, ঐ বাশশায় পিতনা নাগড়ায় বারি দিয়া আবার উজির-নাজির সব ডাকছে। তাহার ডাইন্দা এখন বাশশায় অরিং শিকারে যায়। তাহার গেছে ত উজির রানীকে যেই জোঙ্গলে দিয়া আইছেন হেই জোঙ্গলেই। তাহার হেই জোঙ্গলে মাইয়া ব্যাড় দিছে। ব্যাড়^৩ দিছে পর উজির নাজির অরা ত ওকুল দিয়া ব্যাড় দিছে--আর এক উজির জোঙ্গলের ভিতরে মাইন্দা^৪ জোঙ্গল টোঙ্গল পিড়ায়। আর বাশশায় রইছে এককুনে। তাহার ঐ ছোট রানীর পোয়ায়ে বাশশায় দেখছে। দেইখা এখন কয়, উজির-নাজির কে কেন্দন^৫ আছে, আমারে ধর। আমার চোখে জানি কি হানছে।

এইয়ার পর অরে আতে আতে দইয়া ব্যাড়তে লইয়া গেছে।

তাহার ঐছে কি, ইতির ভিতরে ঐ পোয়া ভাংগর ঐছে। তাহার গিয়া অর বাগে ঐ বার ডাইরে পাড়াইয়া দিছে। জয়নাব পরীর বাগানে পুন্দ

১। পাকঘর ২। হরিপের। ৩। ঘেরাও করিয়া ৪। চুকিয়া।

৫। কোথায়।

আছে, হেই পুষ্প আইন্যা বাশশার চোহে বাইট্যা দিবে, তন্ন বাশশার চউখ ঠিক ঐবে। তাহার পর ঐ বড় ভাই অরা বড় নায়তে এক গুলি দুই গুলি, তিন গুলি বাদাম তুইন্যা দক্ষিণা পিড়া-পিইড়া^১ বাহাত হেইন্যাতে মাল্য করছে। মেলা করছে পর ঐ ছোড়রানীর পোয়া হে কর-না, তোমার পোয়া আইয়া আমি আইজতরি^২ এই গাংগের কুলে যাইতারলাম না। মা তাহার কয় যে, তুই যাবি কি বাবা, ও কুলে পেল তোরো বাঘে টাঘে খাইয়া হালাইবে। তাহার দিয়া কয় কি বোলে ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে গাংগের কুলে। তাহার গাংগের কুলে যাইয়া দ্যাছে অরা যার।

হ্যারপর ঐ ছেমড়া ডাক দিছে, কয়, এই তোরা যাও কই? মোরে এটুই লইয়া যাও। আমি তোমাগে তামাক সাঙ্গাইয়া খাওয়ামু। তারপর অরা কয় কি, কলে বড়তা তোরো নিমু কি ঐহানে শরতান, ভূত না পেদী ওম্মে যাম, হেলে আমাগ চুবাইয়া টুবাইয়া মাইয়া হালাইবে। এইভাবে বার জোন বার বুদ্ধি করছে। তাহার দিয়া ঐহে কি, ও কিড়া দিছে, তোরা যদি না যাও তোরা কাউল্যা^৩ কোরানের মাথা খাও। তাহার অরা আইছে। আইয়া নাও লাগাইছে। লাগাইছে পর কয় কি যে, ভাই তুই যাবি কই? আমাগ বাহে অন্ধ ঐয়া গেছে। আমরা জয়নাব গরীর বগানে গোন পুষ্প আইন্যা আমার বাহের চউক্খে দিম। হেইলে হোর চউক তন্ন ঐবে। তুই যাবি কই আমাগ লগে।

তাহার ও কয় যে, আমিও হেইহানে যানু। আমার নামরে বাহে বোন-বাসে দিছে। আমার লাইগ্গাই আমার বাহের চউখ গেছে, আমি তোমাগ ভাই ঐ। তারপর ত অয় গেছে। অর মারও সহজে অরে যাইতে দিতে চায় না। তাহার ও দৌড়াইয়া গেছে। কয় কি, না আমি দুই দিনের মইদো আইয়া পড়মু। তাহার ঐহে কি, অর মার ঐ হানে যাইয়া কানতে কানতে চোহে আবড়া^৪ পড়ছে।

১। ন্দু ন্দু দক্ষিণা বাতাস, ২। আজ পর্যন্ত। ৩। কলে অন্ধরে লিখিত কোরান শরীফ। ৪। চোখে ছানি বা পর্দা পড়িয়াছে।

তাহার ও ভো গেছে। যাইয়া তাজেল কন্যার ঘাটে ওঠে। তাহার এক ব্যাডারডে জিগায়, ডাই এডারে কি ঘাট কয়? কয় কি, এডারে তাজেল কন্যার ঘাট কয়। তাহার কয় যে, এই মাতারীর^১ লগে কেঐ পাশা খেলাইয়া জ্যেত্বেও পারে না আর মাতারীরে বিয়াও করতে পারে না। হেইয়ার পর অরা বার ডাই এক করতে করতে ব্যাবাকেই^২ গেছে। হেরপর গেছে পর অগ লগে ঐ মাতারী আবার কিড়া কাইয়া লইছে। কইছে যে, না জেত্‌তারলে বার বছর আমার গোলাম খাড়া লাগবে।

তাহার ত অরা গ্যাছে। তাহার ঐযে ছোড ডাই, হে নংয়েই বইয়া রইছে। তাহার বইয়া রইছে পর এহন ত দ্যাংহে অর বার ডাই কেঐ আহেনা। তাহার গিয়া ও গ্যাছে। যাইতে যাইতে পাইছে এক মালনী বাড়ী। যাইয়া দ্যাংহে, মালনী বাড়ীর বড়ী চুল নেইলা দিয়া অন্যদিগে হিইয়া পাও লাইয়া^৩ বইয়া রইছে। তাহার ও ঠিক করতে পারে না। তারপর ও যাইয়া কয় কি যে, দিম বোলান। যেয়া করে আজ্ঞায়। এই ত আর কি, পিছক্লে খাড় ঐয়া দিছে ডাক। কয় কি মালী না, মালী না আদাপ। এইয়া পর কয় কি, কিরে গোলামের^৪ পো তুই কাডা? আমার ত কোন হানে নাই একটা বুইনপুত, নাই একটা ডাইনপুত। তুই কোনহান^৫ গোনে আইছ। তারপর ও কয় কি বোলে, হয় মালী মা, এই রহম মায় কইয়া দিছে। অসুকখানে হেই বাড়িতে যাইয়াই ঠিক কইয়া ওটতারলেই ঐবে। তুই যদি কোন বিপদে পড় তন্ন হে উঃড়াইয়া দিবে।

তাহার গিয়া ত ও যাইয়া ওঠে। ওঠে পর এহন মালনী আবার কয় আরে হ্যামড়া, আমার বাগানে অ'ছেলে এত ফুল গাছ। সব মইয়া গেছে। এহন তুই আইছ, ভোরে খাওয়াইম কি?

তারপর ঐ হ্যামরা কয় কি, মালী মা, আমনে বাগা বাড়ী যাইয়া ভাংপা একটা বাজতি আর কোদাল চৌদাল আনেন। আমি দেহি পানি-টানি

১। ভী-লোকের সাথে। ২। সকলেই। ৩। বিহাইয়া বা ছড়াইয়া।

৪। গালি বা বকুনী বিশেষ। অর্থাৎ গোলাম বা চাকরের ছেলে।

৫। কোথা-হইতে।

দিয়া ফুল-টুল অয় কিনা। হেরপর আইনা দিছে একটা বালতি, আর একটা কোদাল। তারপর ছেমরা করছে কি, সব গাছে কোড়াইয়া পানি টানি দিয়া খুইয়া ষাইয়া সব জাগা আতাইয়া পাইছে কতজন তেজা পোকার লাদ^১। এয়া রাইন্দা টাইন্দাই তাহার খাইছে।

ইতির মইন্দো দ্যাছে কি, বুড়ীর গাছ ত অ'গেই মইর্যা গেছে। এখন ফুলের গেরানে টিকতাবে না। হেইয়ার পর ত ফুলটুল বেইচ্যা-টেইচ্যা বুড়ীরে দেয় এক পয়সা^২, ও নেয় দুই পয়সা। এই রহম মিলাইয়া আনে।

হেইয়ার পর ও হরছে কি, একটা বেজীর ছাও কেনছে। আর মলীরতে জিগায়ছে পর মলীই কইছে যে পশা খেলায় এই এই ব্যাপার। কয় যে এউককা বিল^৩ এউককা ইন্দুরর ছাও আছে। আতে তালি দিলে ঐ দুগসায়^৪ পাহা গুডি কাঁচা করে আর কাঁচা গুডি পাহা করে।

হেইয়ার পর বেজীর ছাও কিইন্যা ও তরলে কি মালনী বাড়ী ষাইয়া এক নেলা^৫ খায় আর তিন নেলা পকেডে ভরে। তারপর রাইতে নামায় ভাত খুইয়া আতে তালি দেয়। বেজীর ছাওভায় নাইম্যা খায়। এই রহম করতে করতে তুতি^৬ বানাইয়া হলাইছে।

তাহার রাইতে মালী খাইতে বইছে পর অরে বোলায় ভাত খাইতে। ও কয় নাহ, আমার পেটে ব্যাতা করে। আমি খামু না। মালীও খাইবে না। তাহার না পাইয়া হরছে কি, অর মালী ওমাইছে পর বাশা বাড়ী গেছে। তাহার নাইয়া এক মীট পাশা খেলাইছে। তাহার কুমারে পাহা গুডি কাঁচা আর নিজের কাঁচাগুডি পাহা করছে কন্যারা ঐভাবে। তারপর ও কয় কিষে, আমি এক মীট দুই মীট খেলাই না - আমি খেলাইম-শতমীট। তাহার বাকী সাত মীটে কুমার-যেতছে। তাহার ষাইয়া কয় কি যে তুমি ত পাশা খেলাইয়া হারছো। হারছো পর বিয়া ঐছে। বিয়া ঐছে পর ঐ কন্যার ত গুমে দরছে। ঐ কন্যাই ষাইয়া এট্টু তজ্রা গেছে। গেছে

১। তেজা-পোকা বা উরসুলার মল। ২। বিড়াল ও। দুইটিতে। ৪। লহমা বা একবারে যেপরিমান আহাৰ্য বস্তু মুখে দেওয়া যায়। ৫। শিকারী।

পর এহন ঐ কুমারে হরছে কি, লাফ দিয়া পইড়া ওহান দিয়া দৌড়াইয়া গেছে। দৌড়াইয়া গেছে পর-এহন ত ওমে দিয়া উইটা ঐ রানী-কানতে আছে। তাহার কানতে আছে পর মালনী বাড়ীর বড়ী লইয়া গেছে। তাহার লইয়া গেছে পর যাইয়া দ্যাছে কাদে। তাহার ত মাল দিয়া বাড়তে গেছে। তাহার মালী জিগায়, কিরে তুই বাড়ী গেছিলি নাই? কয় নাহ। তাহার হরছে কি, ও নাইয়া ধুইয়া আবার ঐ বাড়তে গেছে।

তাহার ও বাড়তে গেছে পর কয় কি, আমি যাবার সময় তোমাকে লইয়া যামু। আমার ত বার ভাই আটকা আছে। তুমি কান্দা কড়া কইরোনা। আমি জয়নাব পরীর বাগানে গোনে পুষ্প আইন্যা আমার বাবার চটকখে দিমু। তাহার ঐছে কি, ঐ রানী বুদ্ধি টুন্দি হইয়া তিনডা তীর দিয়া দিছে। তীর দিয়া দিছে পর ও গেছে। যাবার কালে ঐ তাজেল কন্যায় কইয়া দিছে যে, তুমি গেলে পর একটা বাজবে বাঘের দ্যাশ, একটা হিয়ারের আর একটা রাখালের। তাহার বাঘের দ্যাশ যে কালে বাজবে হেকালে বড় তীরডা কমবা কিন্তু মারবানা।

তারপর ত ও আস্তে আস্তে গেছে। তাহার পেরখনই বাঘের পুরী বাজছে। তাহার ত ও তীর কমাইছে, মারে নাই। তাহার গিয়া বাঘে জিগায়, বেড়া তুই যাবি কেননে। ও কয় যে-আমি জয়নাব পরীর বাগানে যামু পুষ্পের লাইগগা। হেরপর বাঘে অরে হিয়ারের দ্যাশ তরী আর কি আউগগাইয়া দিছে। হেইয়ার পর ও করছে কি আবার এহান দিয়া আভে। আটতে আটতে যাইয়া দ্যাছে হিয়ারের দ্যাশ। হেইয়ার পর ত ঐ রহম তীর দ্যাছাইছে, ছোড তীরডা—তাহার ঐ হিয়ারেরা আইয়া অরে আভে আভে দইয়া কয়, মনু তুমি যাবা কই?

তাহার ঐ কুমার কয় কি যে, আমি যামু অমুকখানে। এই নিয়া তাহার একটা নদীর কূলে নামাইয়া দিছে। দিছে পর অর আর কি রৌদে ডমে দরছে ব্যামালা^১। তাহার ও যাইয়া একটা গাছের কূলে বইছে। বইছে পর নদীগোনে একটা সাপ এমনভাবে ওটেতে আছে যান ঐ ডাগা জয়

ঐয়া গেছে। তাহার গেছে পর ঐ সর্পটা গাছ বাইয়া ওটতে আছে। এখন ঐ গাছটা দাহান কি রহমের বড় একটা দোতলা-হতলা বাড়ীর লাহান। তাহার ও তিনডা তীরই মারছে। একটী মারছে মাথায়। হের পরেরডা মাজায়, শেষের তীরডা মারছে লেজুরে। তাহার মারছে পর হাপটা ঐ গাছের লগেই গাইখা রইছে। তাহার গাইখা রইছে পর ও গাছ বাইয়া ওটছে, উইট্যা দ্যাছে যে একছের ফোড়া। তাহারও আট্টে আট্টে পোরতেকটা ফোড়া বিচরাইছে। তাহার কোন ফোড়ায়ই নানুন্ জন কিছুই দ্যাছেনা। তাহার ও গেছে আর একটা ফোড়ায়। হেইডার মইন্দে বাইয়া দ্যাছে দুগুগা পকখী হেইছানে—বেরাজল পখকী। তারপর অরে দেইখা পকখীতে ডাক দিছে, কে তুনি? তাহার ও কর কি যে, আনি অনুক বাশশার পোয়া। তাহার ঐ পকখী দুইডার কর কি যে ভাই, তোমারে আমার না-বাপেই খোঁজসে আছে। আমাগ চউখ ফোড়ে না আইজ অনেক বছর দইয়া। তা তুনি যদি দুই ফোড়া রক্ত দিতা তর মোগ চোখ দান ঐতে।

তাহার এই কথা কইছে পর ও দুই ফোড়া রক্ত দিছে অর আসল কাইট্যা।

হেইয়ার ঐছে কি অর রক্ত দিছে পর ঐ ছাও দুইডার চউখ মেইলা অরে দেখছে। তাহার ঐছে কি, একটু পরঐ অর না বাছে হোস হোস করতে করতে আইছে। তাহার অর বাইরা ঐ ছাও দুইডার পাখার নীচে পালাইয়া রইছে। হেরপর বুড়া পখখী দুইডার আইছে পর এখন অর কয় ময়নার ছাও আদার খাও।

এহন বাক্যর কর, আনার আর আনার খামু না, কতাও কমু না তোমাগো লগে। তোমরা যতদিনে আমাগ চকু দান দিতে না পারবা।

তাহার এখন ছাও দুইডার জিগায়, আস্থা না, বলো আমাগ যদি কেঐ চকুদান দিতে পারে হেগ তোমরা ক্যামন বোঝবা। কর, তোগ যতই ভাল বাসম। তাহার ঐয়া কইছে পর অর ঐ পাখের নীচের তন খাড়া-ঐছে। তারপর ঐ ছাও দুইডারও চউখ মেইল্যা-চাইছে।

১। লেজ ২। খোঁজ করিয়া বা তল্লাশী করিয়া ৩। এক-ধরনের বড় খাবী হিংসু স্বভাব সম্পন্ন। ৪। দাঁড়াইয়াছে।

তাহার ঐছে কি, এহন পককী দুইডায় জিগায়, তুমি কেমনে যাবা ? ও কয় কি যে, জয়নাব পরীর বাগানে পুষ্প আনতে। তাহার হরছে কি, পকখীত অরে পাখে কইর্যা উড়াইয়া নিয়া ওপাড় দিয়া আইছে পর রাকখসে পাইছে অরে। তাহার পাইয়া এহন অরে আতের উরপে দইর্যা নাচায়। কয় কি যে, খাজুইর্যা? পকখী-পকখী পাইছি। তাহার এহন একজনে কয় খামু। আর কয়জনে কয়, না অরে খামু না। আর একজনে কয়, হ তিকই, অরতে আমার নাতনীরে বিয়া দিমু--তাহার ও নাথী জামাই ঐবে।

তারপর ঐছে কি, ঐ বেরাঙ্গনে পকখীত-অরে একটা পর দিয়া যায়। তাহার পরডাও অর লগেই। তাহার ঐছে কি, ঐ ছ্যামরারডে একটা রাকখসে হ্যার নাতনীরে বিয়া দিছে। তাহার ঐছে কি, এহন ঐ রাক্সগটি নাথী জামাইর কাছে খাইতে চায়। তাহার ও কয় কি, যে কমলা-দুধ, আর মগসা অন। আর চিনি অন। তারপর অরা অনছে। আনছে পর অগ দিয়া একটা-কুছা বানাইয়া হেইয়াতে চড়াইয়া রাখছে। তাহার বাইন্যা দিছে পর অরা খুইছে। এহন লাডু ত এক-একটা অরা গিইল্যা-গিইল্যা খায়। তাহার ও কয় কি, ঐভাবে চাবাইয়া খাও। তাহার--তাহার খাইয়া খুব মজা পাইছে।

তাহার এহন রাকখসের মাইয়ায় কান্দে। হইন্যা এহন আর হগল রাকখসে জিগায় তুমি কান্দকা? কয় যে এই রহম, জয়নাব পরীর বাগানে যাইবে আমনের নাথী জামাই পুষ্পর লাইয়া। হেইয়ার লাইগগাই আমি কান্দি। তাহার একটা রাকখসে কয়, হেইয়াতে কান্দান লাগে কিসে? আম-রাই যাইয়া আউগগাইয়া দিয়া আমুহনে। তাহার ঐছে কি, ঐ কুমার একটা রাকখসের গেডীর উপরে ওটেছে। ঐ সিঁড়ি দিয়াই ওটেছে। তাহার ও জিগায়, আর কতদূর? কয়, এইত ঐছে। এইভাবে ওটেতে ওটেতে হেই জয়নাব পরীর বাগানে গেছে।

তাহার জয়নাব পরীর বাগানে যাইয়া দ্যাখে যে, জয়নাব পরী ওমাইছে। তাহার ওমাইছে পর ও যাইয়া করল কি, পান খাইয়া চুন চিবাউ?

১। খুব ছোট এক ধরনের পাখী। ২। চিবানো পানের রস।

